

উচ্চ মাধ্যমিক

জীব-বিদ্যা

প্রথম খণ্ড : নবম শ্রেণীর পাঠ্য

ডক্টর গুপ্ত, এম. এসসি

বরিশা বিবেকানন্দ কলেজের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান অধ্যাপক

এবং

অম্মিস্বকান্তি ভৌমিক, এম. এসসি

বরিশা বিবেকানন্দ কলেজের প্রাণি-বিজ্ঞান অধ্যাপক



ডক্টর শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ সান্নাচারী, ডি. এসসি (লাইডেন)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণি-বিজ্ঞান অধ্যাপক



বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : প্রথম মুদ্রণ

১৯৬০

দ্বিতীয় মুদ্রণ

জানুয়ারী ১৯৬১

তৃতীয় মুদ্রণ

জানুয়ারী ১৯৬৩

দ্বিতীয় সংস্করণ : প্রথম মুদ্রণ

জুন ১৯৬৪

তৃতীয় সংস্করণ : প্রথম মুদ্রণ

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

চিত্রসমূহ

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান : শঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রাণি-বিজ্ঞান : রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

শঙ্কর দাশগুপ্ত

মূল্য : চার টাকা

.....
বিত্তীয় লাইব্রেরী আইটেম লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও আনোদয় প্রেস (১৭ হারাত থা
লেন, কলিকাতা ৯) হইতে শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ॥

ভূমিকা

বিবেকানন্দ কলেজে অধ্যাপনাকালে মাত্র কয়েক মাস পূর্বে কলিকাতার সন্নিকটে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহিত যখন আমরা সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ি, তখনই ছাত্রদের উপযোগী একটি জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক রচনা করিবার বাসনা আমাদের মনে উদয় হয়। তখনই বিদ্যোদয় লাইব্রেরীর সহযোগিতায় এই পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করি। রচনাকালে বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীগণের সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় ও বহুল পরিমাণে চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

জীববিজ্ঞান অধিকাংশ শব্দ গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি বিদেশী ভাষা হইতে গৃহীত। অধ্যাপনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি যে ঐ কঠিন শব্দগুলিই বিষয়বস্তুর রসগ্রহণে অনেকখানি বাধার সৃষ্টি করে। সেই কারণে পুস্তকের প্রতি খণ্ডের শেষে একটি করিয়া ‘শব্দকোষ’ সংযোজিত করিয়াছি। তাহাতে জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল বিদেশী শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি, বাংলা পরিভাষা ও অর্থ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু দেশভেদে ঐ শব্দগুলির উচ্চারণের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কাজেই পুস্তকে উল্লিখিত উচ্চারণভঙ্গীই যে সঠিক তাহা নহে, বরং আমাদের দেশে এইরূপ উচ্চারণই বহুল প্রচলিত। আশা করি ‘শব্দকোষ’ের সাহায্যে ঐ তুরূহ শব্দগুলিকে ছাত্রছাত্রীগণ অপেক্ষাকৃত সহজেই আয়ত্তে আনিতে পারিবেন।

এই পুস্তক রচনাকালে আমরা অনেকের নিকট হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছি। পুস্তকটির পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া রচনাকালে বহু প্রকারে আমাদের সক্রিয় সাহায্য করিয়াছেন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জি. মজুমদার। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী তাঁহার বহুমূল্য সময় ব্যয় করিয়া যত্নসহকারে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের সহকারী ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সত্যরঞ্জন

[চার]

বন্দোপাধ্যায় 'শব্দকোষটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া দিয়াছেন।
শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ও স্নেহানন্দ ছাত্র শ্রীমদন কর্মকার
পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমতী সুনন্দা ও সূচিমা
মজুমদার পাণ্ডুলিপির স্থানবিশেষ নকল করিয়া ও তাঁহাদের পুস্তকাদি
দিয়া অনেক প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। বিজ্ঞানদয় লাইব্রেরীর
শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় পুস্তকটিকে
মর্যাদাসম্মত করিতে কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহাদের
সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

১লা মার্চ, ১৯৬০

বিরেবানন্দ কলেক্ত,
বরিশা, কলিকাতা ৮

}

শ্রীমুজয় গুপ্ত

শ্রীঅমিয়কান্তি ভৌমিক

Syllabus

GENERAL REMARKS

A. BOTANY:

Course Content

Demonstration

Practical

Field Class

1. Primarily with specimens—fresh (preferable) or preserved, dry or in liquid, slides through microscope or microprojector.
2. Secondarily with—Charts, Models.
3. Experiment.

Draw and label.
Experiment.
Record.

Where possible—collect and preserve.

B. ZOOLOGY:

1. Excursion & field study.

Class IX—Collection of common specimens available in the locality.

Class X—Collection of common aquatic specimens from pond.

Class XI—Collection and preservation of the life stages of mosquito and various insects available in the locality.

2. Visit to Entomological laboratory, Bee-keeping and silk producing centres, local Fisheries and Fish-market, local Poultry and Dairy firm.
3. Frequent references are to be made to the human anatomy and functions when dealing with Vertebrate specimens.
4. References are to be made about the similarity of structure and function of plants and animals.

Course Content	Demonstration	Practical	Field Class
<i>Diversity of Life</i> (in Plants) <i>Habitat, Habit</i>			
Distribution on the Earth (elementary) aquatic terrestrial.	Charts. Charts—Type specimens.		Instruction — to preserve specimens (especially in dry condition). Encourage to collect plants or parts of plants from field and to preserve dry.
Different substratum.	Protococcus, Spirogyra, Yeast, Mucor (Agaricus)		
Creeping climbing (by means of tendril, twining) Erect.	Moss, Fern.		
Herb, Shrub, Tree.	Water Lily, Bladder wort.		
Duration of life.	Jaba (Mango), Pea (Aparajita).		
Autophyte, Heterophyte —Epiphyte Parasite, Saprophyte, Insectivorous plants.	Cuscuta, Tulsi, Orchid, Grass (Paddy) Cocoanut,		

Course Content	Demonstration	Practical	Field Class
Flowering, Non-flowering. * <i>Microscope</i>	Instrument—chart. Instruction to—scrape, strip off, cut section of the specimen, examine through the microscope, microscope—use, care and precaution.	Draw. Take note, observe and practice.	
Similarity of life in internal structure (in plants) Unicellular plant Multicellular plant * <i>Unit of life</i> Cell Protoplasm.	Protococcus, Yeast, Spirogyra. Slide chart. Movement in a strip of the leaf of Vallisneria and staminal hair of the filament of Tradescantia. Chemical test in a test-tube.	Draw. Examine under microscope cells of Onion or Tomato or Guava and draw. Draw. Record.	

[आठ]

Course Content	Demonstration	Practical	Field Class
Protoplasmic contents Cytoplasm, Nucleus, Plastids. Non-protoplasmic cell contents.			
Vacuole. Starch grains.	Charts, specimens.	Examine under micro- scope potato scrapings and section and draw.	
Sugar. Proteid grains	Test-tube experiment. Section endosperm of castor, examine under microscope.	Record. Draw.	
Fat and oil.	Specimen-Castor.	See that the endosperm of the specimen burns when placed over flame. Leaves a greasy mark on paper when rubbed on it.	
Cystolith. Raphide. Cell wall.	Slide chart. Slide chart. Test for cellulose and Lignin.	Draw. Draw. Record.	

[नम्र]

Course Content	Demonstration	Practical	Field Class
* <i>Increase in the number of units.</i> Cell Division Broad outlines of Mitosis.	Chart, Model, Slide.	Draw.	
* <i>Division of labour among the units.</i> <i>Tissues</i> (in plants). Meristematic, Permanent, Parenchyma, Collenchyma, Sclerenchyma. Vascular Laticiferous.	Slides, Charts.		
<i>Tissue systems</i> (in plants) in Root Stem and Leaf.		Draw.	
	Slides, Charts.	Draw the systems separately as found in Root Stem and Leaf.	
B. ZOOLOGY			
1. A general survey of the animal kingdom and distinctive external features of the following specimens :			

Course Content	Demonstration	Practical	Field Class
(1) Guinea-pig, (2) Pigeon, (3) Lizard, (4) Toad, (5) Frog, (6) Rohu, (7) Shingi, (8) Magur, (9) Koi, (10) Snail, (11) Spider, (12) Centiped, (13) Cockroach, (14) Prawn, (15) Earthworm, (16) Hydra.	(1) Animal kingdom by charts. (2) <i>Actual Specimens</i> of the animals mentioned in the course content. (3) Life history of Mosquito and butterfly. (4) Drowning experiments with air-breathing fishes.	Collection of animals in the field and grouping them. Culture of mosquito and butterfly.	
II. Elementary idea about the habit, habitat and gross external features (details excluded) with a general idea about their functions, of the following: (1) Earthworm, (2) Cockroach, (3) Prawn, (including appendages), (4) Fish (any common bony fish), (5) Toad and frog, (6) Bird, (7) Guinea-pig.	Living specimens and their locomotion, mentioned in the course content. Gills of a common bony fish.	Examination and sketching of the external features of a toad and a fish.	

* Having regard to the ages of students in a school, teachers in Biology may interchange the topics marked with asterisks in the Syllabus of class IX with that of class X.

বিশ্ব-সির্দেশ

সূচনা

[১—৬]

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

[১—২৭]

উদ্ভিদের জীবন-বৈচিত্র্য : উদ্ভিদের বসতি ও স্বভাব ॥

জলবায়ুর তারতম্য অনুযায়ী পৃথিবীতে উদ্ভিদের বটন : জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ৩ বিভিন্ন প্রকার অন্তঃস্তর ১৩ কাণ্ডের আকৃতি ও প্রকৃতি : সবল ও দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ ১৪ বীজ, গুল্ম ও বৃক্ষ ১৫ উদ্ভিদের আয়ুষ্কাল ১৬ স্বভোজী ও পরভোজী উদ্ভিদ ১৭ উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ : সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদ ২১ অণুবীক্ষণ যন্ত্র ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

[২৮—৫০]

জীবনের একক ॥ উদ্ভিদের কোষ ২৮ প্রোটোপ্লাজম ৩০ প্রোটোপ্লাজমের গুণ ৩০ প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তুসকল : নিউক্লিয়াস ৩৪ প্লাসটিড ৩৫ সাইটোপ্লাজম ৩৬ প্রোটোপ্লাজম ব্যতীত কোষ-মধ্যস্থ জড়-বস্তুসকল ৩৮ কার্বোহাইড্রেট ৩৮ প্রোটিন ৪০ ফ্যাট (চর্বি) ও তৈল ৪১ কোষ-প্রাচীর ৪৩

তৃতীয় অধ্যায়

[৫১—৫৬]

এককের সংখ্যা বৃদ্ধি ॥ মাইটোসিস ৫২ সাইটোকাইনেসিস ৫৪ অবাধ কোষ-গঠন ৫৫

চতুর্থ অধ্যায়

[৫৬—৬৭]

এককদের মধ্যে কার্য-বণ্টন ॥ উদ্ভিদের দেহে কলা বা টিসু ৫৬ ভাজক কলা ৫৭ স্থায়ী কলা ৫৮ সরল কলা : প্যারেনকাইমা ৫৮ কোলেনকাইমা ৫৯ স্কেলেনকাইমা ৬০ জটিল কলা ৬১ বিশেষ রকমের কলা : ল্যাটিসিফেরাস নালী ৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

[৬৮—৮৬]

কলাভ্রম ॥ স্বক কলাভ্রম ৬৮ আদি কলাভ্রম ৭৩ সংবহন তন্ত্র ৮১

[বারো]

প্রাণি-বিভাগ

প্রথম অধ্যায়

[১—৫৫]

প্রাণি-জগৎ ॥ আকর্ডাট বা অমেকনডী প্রাণী : এককোষী
প্রাণী : প্রোটোজোয়া বা আন্তপ্রাণী ৪ বহুকোষী প্রাণী :
স্পঞ্জ বা হিড্রাল প্রাণী ৬ এক-নালী দেহী প্রাণী ৬
কৃমিজাতীয় প্রাণী ৮ অকুরীয়াল প্রাণী ৯ সন্ধিপদ
প্রাণী ১৩/ মশা ও প্রজাপতির সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত ১৮
চিংড়ি, টেঁতুলে বিছা, আরশোলা ও মাকড়সার বহিরাঙ্কতির
তুলনা ২১ শামুকজাতীয় প্রাণী ২৩ কর্ডাট বা মেকনডী
প্রাণি-গোষ্ঠীর প্রাণী-বিভাগ ২৬ তিনটি জীৱল মাছের
বহিরাঙ্কতির তুলনা ৩৫ উভচর প্রাণী ৩৭ সরীসৃপ ৪১
পক্ষী ৪৫ স্তন্যপায়ী প্রাণী ৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

[৫৬—৮২]

কয়েকটি প্রাণীর স্বভাব, বাসস্থান ও বহিরাঙ্কতির
বিবরণ ॥ কেঁচো ৫৬ আরশোলা ৫৮ চিংড়ি ৬১
ভেটকি মাছ ৬২ রুই ও ভেটকি মাছের বহিরাঙ্কতির
তুলনা ৭২ কুনো ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙ ৭৩ পায়রা ৭৫
গিনিপিগ ৭৯

পরিশিষ্ট

শব্দকোষ

১—১৮

মুচনা

জড় ও সজীব বস্তু

আমাদের এই পৃথিবীতে যে কত রকমের জীবজন্তু রহিয়াছে তাহার আর শেষ নাই ! কত ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ, আবার তাহা হইতেও অনেক বৃহৎ কীটগুণা বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ; তাহাদের আমরা সব সময়ে দেখিতেও পাই না । নদীতে, হ্রদে, সাগরে, মহাসাগরেও কত চেনা-অচেনা, জানা-অজানা, অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণী ! ডাঙাতেও—গভীর জললে, পাহাড়-পর্বতে, দূর-দূর দেশ-দেশান্তরে কত রকমের অসংখ্য জন্তু-জানোয়ারের ছড়াছড়ি, আবার, কত বিচিত্র চেহারার, কত বিচিত্র রঙ-বেরঙের পাখীরা নীল আকাশের গায়ে ভাসিয়া বেড়ায় ! কত হৃদয় দেশে দেশে তাহাদের বাস ! ইহাদের গুনিয়াও শেষ করিতে পারি না ।

শুধু কি এই জল ও ডাঙার জন্তু-জানোয়ার আর আকাশের পাখী ! কত রকমের উদ্ভিদ এই পৃথিবীময় ছড়াইয়া আছে ! মেরুপ্রদেশের বরফে ঢাকা অঞ্চল হইতে মল্ল ভূমির উত্তপ্ত অঞ্চলে, কিংবা উচু পাহাড়ের মাথা হইতে মহাসাগরের অতল প্রদেশে কত বিভিন্ন আকৃতির ও বিভিন্ন স্বভাবের উদ্ভিদ বাস করে । তাহাদের কাহারও বা নানা বর্ণের ও নানা আকৃতির হৃদয় হৃদয় ছোট বড় ফুল ফুটে ; কাহারও বা কখনও কোনও ফুলই ফুটে না । কেহ বা এত ছোট যে চোখেও দেখা যায় না, কেহ বা এত বিশাল যে দেখিলে অবাক হইতে হয় !

এই যে সব বিচিত্র রকমের জন্তু-জানোয়ার আর উদ্ভিদ পৃথিবীময় বাস করিতেছে, ইহাদের সকলকেই এক কথায় বলা হয় **সজীব বস্তু** (Living objects) ; কারণ ইহাদের সকলেরই প্রাণ বা জীবন (Life) আছে । ইহারা ছাড়া পৃথিবীতে আরও অনেক বস্তু আছে যাহাদের মধ্যে প্রাণ নাই ; যেমন, পাহাড়, পাথর, এতিন, মোটর গাড়ি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি । যে সকল বস্তুর প্রাণ নাই তাহাদের **জড় বস্তু** (Non-living objects) বলে ।

জড়-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান

জড় বস্তুদের নানাবিধ গুণ সম্বন্ধে জানিতে হইলে জড়-বিজ্ঞান পাঠ করিতে হইবে । যেমন, পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics), রসায়ন-বিজ্ঞান (Chemistry), ভূ-বিজ্ঞান (Geology) ইত্যাদি । ইহারা সকলেই জড়-বিজ্ঞানের শাখা ।

আমরা, সজীব বস্তুদের সম্বন্ধে জানিতে হইলে জীব-বিজ্ঞান বা, জীব-বিজ্ঞ (Biological Sciences) পাঠ করা দরকার। প্রাণি-বিজ্ঞ (Zoology) ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞ (Botany) উভয়েই জীব-বিজ্ঞান বা জীব-বিজ্ঞার দুইটি প্রধান শাখা।

জীব-বিজ্ঞা কাকে বলে ?

যে বিজ্ঞা লাভ করিলে পৃথিবীর বিভিন্ন রকমের জীবদের আকৃতি, প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার নানাবিধ প্রশালীর বিষয় সম্যক্রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহাকেই জীব-বিজ্ঞা বা জীব-বিজ্ঞান (Biology) বলা হয়।

[এখানে জীব (Organism) বলিতে জন্তু বা প্রাণী (Animals) ও উদ্ভিদ (Plants) উভয়েকেই বুঝায়]

পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীব-বিজ্ঞার (Biology) দুইটি প্রধান শাখা : প্রাণি-বিজ্ঞ (Zoology) ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞ (Botany)।

প্রাণি-বিজ্ঞা ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞা কাকে বলে ?

যে বিজ্ঞা পাঠ করিলে এই পৃথিবীর সকল রকমের প্রাণীদের (Animals) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকেই প্রাণি-বিজ্ঞা (Zoology) বলে।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞা (Botany) দ্বারা সকল রকম উদ্ভিদ (Plants), তাহাদের দৈহিক গঠন ও জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য সম্পর্কে সম্যক্রূপে জ্ঞান লাভ হয়।

সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য

সজীব বস্তু যাদেরই জীবন আছে। জীবন সজীব বস্তুর মধ্যে এমন একটি জটিল প্রক্রিয়ায় প্রকাশ বাহাকে হয়তো নিজে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু বুঝাইয়া বলা সম্ভব নয়। আমরা মোটামুটিভাবে সজীব ও জড়বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিব। ইহা হইতেই 'জীবন' সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে হইবে।

✓১। প্রোটোপ্লাজমের অস্তিত্ব : অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, সজীব বস্তুর দেহ অনেকগুলি অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম প্রকোষ্ঠের মতো আকারের পদার্থদ্বারা গঠিত ; ইহাদের কোষ (Cell) বলে। এই কোষের মধ্যে যে গাঢ় অর্ধ-তরল পদার্থ দেখা যায়, তাহাকে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) বলা হয়। প্রোটোপ্লাজমই জীবনের সার পদার্থ।

এক কথায় বলা যায়, সজীব বস্তু কোষ ও ইহার মধ্যস্থিত প্রোটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত। জড় বস্তুতে কোষ ও প্রোটোপ্লাজম থাকে না।)

২। চলন (Movement) : সর্বাঙ্গীয় বস্তু যেভাবে নড়াচড়া করিতে পারে, এমন কি প্রয়োজনমত একস্থান হইতে অপর স্থানে বাইতে পারে।

৩। উত্তেজিত্ব প্রক্রিয়া (Irritability) : সর্বাঙ্গীয় বস্তু যে পরিবেশে (অর্থাৎ তাহার চারিদিকে যেসকল আলো, তাপ, শৈত্য ইত্যাদি বর্তমান তাহাতে) বাঁচিয়া থাকে, তাহার কোনও পরিবর্তন ঘটিলে তাহার নিজের দেহে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কোন পরিবর্তনকে 'উত্তেজক' (Stimulus) বলে ও জীবদেহে তাহার প্রতিক্রিয়াকে 'সাড়া' (Response) বলা হয়। সাড়া দিবার এই ক্ষমতাকে বলে 'উত্তেজিত্ব' (Irritability)।

যেমন শামুককে স্পর্শ করিলেই ইহা খোলসের মধ্যে লুকায়; আবার কুমুদ ফুল রাজিতে ফুটে কিন্তু সূর্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাপের মাত্রা বাড়িলে তাহা আবার বন্ধ হইয়া যায়। এই উভয় ক্ষেত্রেই 'স্পর্শ' 'সূর্যের আলো' এবং 'তাপের পরিবর্তন'কে উত্তেজক বলা হয়; শামুক ও কুমুদ ফুলের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়াকে সাড়া বলে। উভয়ের সাড়া দিবার ক্ষমতাকে উত্তেজিত্ব বলা হয়।

৪। বিপাক-ক্রিয়া (Metabolism) : জীবদেহে জীবনের যে সকল লক্ষণ আমরা সর্বদাই দেখিয়া থাকি তাহাদের জন্ত প্রধানত দ্বায়ী জীবদেহের প্রতি কোষে কতকগুলি ধারাবাহিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Physico-chemical reactions)। জীবদেহে সকল রকমের ক্রিয়া-কলাপের জন্ত শক্তির (Energy-র) প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় শক্তি (Potential energy) জীবদেহের প্রতিটি কোষে খাদ্যকণার মাধ্যমে স্থল অবস্থায় জমিয়া থাকে। যতই খাদ্য আহার করা যায়, এবং সেই খাদ্য যদি ঠিকমত পরিপাক হয় তবেই, সেই খাদ্যকণার মাধ্যমে শক্তি (Energy) কোষের প্রোটোপ্লাজমে সঞ্চিত হয়। একদিকে যেমন সঞ্চয়, অপর দিকে আবার নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই খাদ্যকণাগুলি ভাঙিয়া হৈতিক শক্তি (স্থল) বাহির হইয়া আসে। প্রথমোক্ত কারণে কোষে শক্তির সঞ্চয় হয়, সুতরাং তাহা গঠন-মূলক (Constructive) কাৰ্য; ইহাকেই উপচিতি বা এনাবলিক ক্রিয়া (Anabolism) বলে। দ্বিতীয়টিতে খাদ্যকণা ধ্বংস হয়, সুতরাং তাহা ধ্বংসাত্মক (Destructive) কাৰ্য; ইহাকেই অপচিতি বা কেটাবলিক ক্রিয়া (Catabolism) বলে।

জীবদেহে সর্বদাই এই এনাবলিক ও কেটাবলিক ক্রিয়া দুইটি পাশাপাশি চলিতেছে। এই বিপরীতধর্মী ক্রিয়া দুইটির সমষ্টিগত ফলাফলকে বিপাক বা মেটাবলিক ক্রিয়া (Metabolism) বলে।

নিম্নে কয়েকটি বিপাক-ক্রিয়ার কথা বলা হইল :

ক. পুষ্টিলাভন (Nutrition) : খাদ্য ছাড়া কোনও জীবই বাঁচিয়া থাকিতে

পাশের নীঃ কার্য, খাদ্যকণার সহিত বাহির হইতে বৃদ্ধ করিয়া শক্তি (Energy) তাহার দেহকোষের প্রোটোপ্লাজমে সঞ্চিত হয়। গৃহীত খাদ্য দেহের অভ্যন্তরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভাঙিয়া কঠিন হইতে তরল ও অতি সাধারণ (Simple) অণুতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে পরিপাক ক্রিয়া (Digestion)। পরিপাকের পর তরল সাধারণ খাদ্যকণা প্রতি কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া (Absorption) প্রোটো-প্লাজমের সঙ্গে মিশিয়া ইহার অংশমাত্রে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে আত্মীকরণ বা অ্যাসিমিলেশন (Assimilation) বলে। খাদ্যগ্রহণ (intake of food material), পরিপাক ও আত্মীকরণ বা অ্যাসিমিলেশন ক্রিয়াগুলি পুষ্টিসাধন প্রক্রিয়ার (Nutrition) অন্তর্ভুক্ত। পুষ্টিসাধন হইল উপচিতি বা এনাবলিক ক্রিয়া।

খ. শ্বাসকার্য (Respiration) : জীবদেহ বিশেষ প্রক্রিয়ায় বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। ঐ অক্সিজেন দেহের প্রতি কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমে-সঞ্চিত খাদ্যকণাগুলির সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের রূপান্তর ঘটায়। ফলে খাদ্যকণা হইতে শক্তি (Energy) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হয়। অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ক্ষতিকারক বলিয়া জীবেরা আবার প্রবাসের দ্বারা উহা দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই প্রক্রিয়াকেই শ্বাসকার্য (Respiration) বলে। শ্বাসকার্য অপচিতি বা কেটাবলিক ক্রিয়া।

গ. রেচন (Excretion) : জীবদেহে বিপাক-ক্রিয়ার ফলে নানা দূষিত ও অপ্রয়োজনীয় বর্জ্যদ্রব্য (Waste products) উৎপন্ন হয়। যে প্রক্রিয়ায় বর্জ্যপদার্থসকল দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে রেচন-ক্রিয়া (Excretion) বলে। রেচন হইল অপচিতি বা কেটাবলিক প্রক্রিয়া।

৫. বৃদ্ধি (Growth) : জন্মের পর হইতেই জীবদেহ আয়তনে বাড়িতে থাকে। একবার বাড়িলে তাহা আর কমে না। আত্মীকরণের দ্বারা এইরূপ স্থায়ী বর্ধনকেই বৃদ্ধি (Growth) বলা হয়।

৬. জনন (Reproduction) : সকল রকমের জীব সাধারণত পরিণত অবস্থায় সন্তানের জন্ম দিতে পারে। যে প্রক্রিয়ায় জীবেরা সন্তান-সন্ততির জন্ম দিয়া বংশবিস্তার করে তাহাকে জননক্রিয়া (Reproduction) বলে।

৭. বার্ধক্য ও মৃত্যু (Senescence and death) : জীবদেহের বয়স বৃদ্ধি বাড়িতে থাকে, ততই তাহার অঙ্গের কার্যক্ষমতা কমিয়া আসে এবং মেহে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। ইহাই বার্ধক্য। অবশেষে, সকল শক্তি নিশেষিত হইলে বৈজ্ঞানিক কাজ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ইহাই মৃত্যু।

ভাইরাস [VIRUS]

ভাইরাস নামে একপ্রকার অতি সূক্ষ্মদেহী বস্তু আছে ; তাহারা একেবারে জড়ও নয়, জীবের সজীব বস্তুও নয় । তাহারা জড় বস্তুর মতো বাতাসে ভাসে, কিন্তু যখনই তাহারা অন্য কোনও জীবদেহে প্রবেশ করে, তখনই তাহাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার হয় । ইনফ্লুয়েঞ্জা, পলিওমাইলাইটিস, পীতজ্বর ইত্যাদি বহুরোগ ইহাদের দ্বারা সংঘটিত হয় ।

(প্রাণী ও উদ্ভিদের পার্থক্য)

১. উদ্ভিদের দেহের কোষের চারিদিকে সেলুলোজ নির্মিত একটি দৃঢ় ও দৃঢ় আবরণী থাকে । ইহাকে কোষ-প্রাচীর (Cell wall) বলে । প্রাণীদের কোষের চারিদিকে কোনও কোষ-প্রাচীর থাকে না । তবে প্রোটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত একটি অতি পাতলা জীবিত আবরণী থাকে ।

কতকগুলি এককোষী জলজ জীবকে প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় জগতেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় ; যেমন, ইউগ্লিনা, ভলভাক্স ইত্যাদি ।

২. উদ্ভিদের কোষে সাধারণত প্লাস্টিড নামে এক প্রকার দানাদার পদার্থ থাকে । ইহার মধ্যে সাধারণত সবুজ ক্লোরোফিল (Chlorophyll) থাকে । প্রাণীদের কোষে প্লাস্টিড নাই ।

৩. প্রাণীদের কোষের প্রোটোপ্লাজমে সেনট্রোসোম (Centrosome) নামে একটি ছোট গোল এবং স্বচ্ছ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় । উদ্ভিদের কোষে সেনট্রোসোম থাকে না ।

৪. উদ্ভিদের কোষে প্রোটোপ্লাজমের স্থানে স্থানে বড় বড় ফাঁক (cavity) দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাদের ভ্যাকুওল (Vacuole) বলে । প্রাণীদের কোষে সাধারণত ভ্যাকুওল খুব ছোট ও কম থাকে ।

৫. উদ্ভিদের দেহ বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট হয় । প্রাণীদের দেহে উদ্ভিদের মতো শাখা-প্রশাখা থাকে না ।

৬. উদ্ভিদের দেহে নানানভাবে এধার-ওধার হইতে শাখা-প্রশাখা জন্মায় বলিয়া তাহা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং (Symmetrical) হয় না । প্রাণীদের দেহ সাধারণত স্বয়ং ।

৭. উদ্ভিদে ক্লোরোফিল দ্বারা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদের দেহের মধ্যেই উৎপন্ন করিতে পারে । তাহারা মাটি হইতে জল, বাতাস হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করে এবং সূর্যের আলো ও কোষের ক্লোরোফিলের সাহায্যে পাতার মধ্যে খাদ্য তৈয়ারি করে । প্রাণীদের দেহে কোনও ক্লোরোফিল নাই বলিয়া তাহারা নিজেদের দেহে খাদ্য উৎপন্ন করিতে পারে না ।

উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান : প্রথম খণ্ড

৮. উদ্ভিদের শক্ত খাত গ্রহণ করিতে পারে না। প্রাণীরা শক্ত খাত অন্যভাবে গ্রহণ করে।

৯. প্রাণীদের দেহে বর্জ্যদ্রব্যসমূহ বাহির করিয়া দিবার জন্য বিশেষ যন্ত্রসমূহ রহিয়াছে। অপ্রয়োজনীয় বর্জ্যদ্রব্য দেহ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য উদ্ভিদের দেহে কোনও যন্ত্রের ব্যবস্থা নাই।

১০. প্রাণীদের চলনের ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু উদ্ভিদেরা সাধারণত স্থির।

১১. মৃত্যুর আগে পর্যন্ত উদ্ভিদের দেহে নানাতাবে বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। মৃত্যুর অনেক পূর্বে প্রাণীদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়।

डेडिक्-बिप्रा

প্রথম অধ্যায়

উদ্ভিদের জীবন-বৈচিত্র্য : উহাদের বসতি ও স্থান

Diversity of Life in Plants : Habitat and Habit

জলবায়ুর তারতম্য অনুযায়ী পৃথিবীতে উদ্ভিদের বণ্টন :

জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

DISTRIBUTION OF PLANTS ON EARTH IN RELATION TO
CLIMATE : DISTINCTIVE FEATURES OF AQUATIC AND
TERRESTRIAL PLANTS

পৃথিবী-পৃষ্ঠের তিন চতুর্থাংশ জল এবং মাত্র এক-চতুর্থাংশ স্থল। জলভাগ পুষ্কর, হ্রদ, নদ-নদী, সাগর ও মহাসাগর দ্বারা গঠিত। কিন্তু পুষ্কর, নদ নদী এবং অধিকাংশ হ্রদের জল হইতে সাগর-মহাসাগরের জলে লবণের (Salts) পরিমাণ অনেক বেশী বলিয়া আমরা শেবোক্ত জলকে লোনা জল (Saline water) এবং প্রথমোক্ত জলকে মিঠা জল (Fresh water) বলি; জলের গুণের উপরে উদ্ভিদের বসবাস অনেকখানি নির্ভর করে। মিঠা জলে যেমন কয়েক রকমের শৈবাল (শেওলা), কচুরিপানা, ঝাঁজি, শাপলা, পদ্ম ইত্যাদি অজস্র উদ্ভিদ জন্মায়, কিন্তু লোনা জলে ইহারা জন্মায় না; ঠিক তেমনই লোনা জলেও অনেক রকমের সামুদ্রিক উদ্ভিদ, বিশেষত কয়েক জাতীয় রঙ-বেরঙের শৈবাল অনায়াসে জন্মায়, কিন্তু মিঠা জলে তাহারা বাস করে না।

আবার, পৃথিবীর স্থলভাগের মধ্যেও কোথাও সমভূমি (Plane), কোথাও বা পাহাড় ও পর্বতের আধিক্য বেশী। শুধু তাহাই নয়, পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূভাগের সর্বত্র জলবায়ুও একপ্রকার নয়। কোনও স্থানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী হয়, কোথাও খুব কম হয়। কোথাও বায়ুর আর্দ্রতা বাড়ে, উত্তাপেরও তারতম্য হয়। শুধু জলবায়ু নয়, বিভিন্ন জায়গায় মাটিও একরকম থাকে না; কোথাও মাটি সরস, কোথাও নীরস, পাথুরে কিংবা লবণাক্ত। পৃথিবীর স্থানে স্থানে জলবায়ু ও মাটির গুণের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ জন্মায়। কোন স্থানে কি রকমের উদ্ভিদ জন্মাবে তাহা বিশেষভাবে ঐ স্থানের জলবায়ু ও মাটির গুণের উপরই নির্ভর করে। এমনও দেখা যায় যে, দুইটি স্থান অনেক দূরে দূরে অবস্থিত হইলেও উহাদের জলবায়ু ও মাটির প্রকৃত সাদৃশ্য থাকার দরুণ উভয় স্থানে একই রকমের উদ্ভিদ জন্মিয়াছে। এইজন্য, বৈজ্ঞানিকেরা ঐ দুইটি বহুব্রবর্তী স্থান একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের (Natural Regions) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করেন।

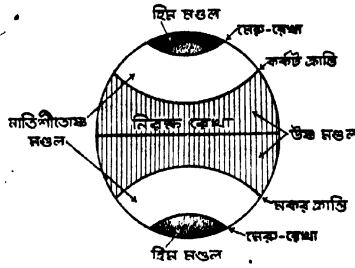
জলবায়ুর সাদৃশ্য বিবেচনা করিয়া সমভূমিকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায় :

১. উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল বা উষ্ণ মণ্ডল (Tropical Zone), ২. নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল (Temperate Zone) ও ৩. শীতল জলবায়ু অঞ্চল বা হিমমণ্ডল (Frigid Zone)।

পর্বতপৃষ্ঠেও বীচ হইতে উপরের দিকে জলবায়ুর অনেক তারতম্য থাকে। সেই অহুযায়ী পর্বত-পৃষ্ঠকেও ভূ-পৃষ্ঠের সমভূমির মতোই তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

আমরা প্রথমে জলবায়ুর তারতম্য অহুযায়ী পৃথিবীর সমভূমির উত্তিম ও পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিদের ভৌগোলিক বন্টন এবং পরে সাধারণভাবে স্থলজ ও জলজ উদ্ভিদের বহিরায়ুতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিব।

ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকৃতির সমভূমি অঞ্চলের উদ্ভিদ



১ম চিত্র ॥ সমভূমি ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চল

১. উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ

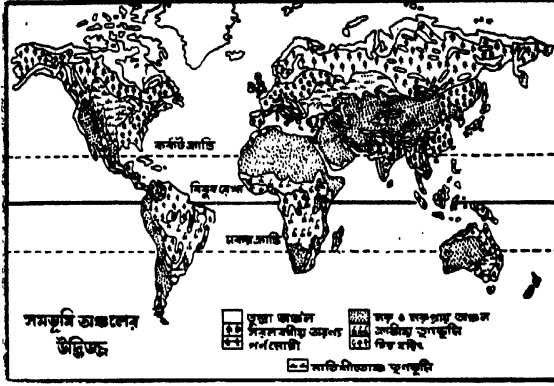
মোটামুটিভাবে, কর্কট ও মকর ক্রান্তি রেখা দুইটির মধ্যবর্তী স্থানসমূহকে এই অঞ্চলের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যায়। এই অঞ্চলের সকল স্থানেই তাপমাত্রা প্রায় সমান থাকিলেও সকল স্থানে বৃষ্টিপাত সমানভাবে হয় না; সুতরাং সমস্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া একেবারে একরকমের উদ্ভিদ জন্মায় না। বৃষ্টিপাতের তারতম্য অহুযায়ী ও সেই সঙ্গে উদ্ভিদের আকৃতি ও প্রকৃতি অহুসারে এই অঞ্চলটিকে আবার প্রধানত চারটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

ক. নিরক্ষীয় চিরহরিৎ অরণ্য অঞ্চল (Tropical evergreen forests): নিরক্ষরেখার দুইদিকে এই অঞ্চল অবস্থিত। এই অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতু নাই; কাল, সারা বৎসরই উত্তাপ সমানভাবে থাকে; সারা বৎসরই এখানে প্রচুর ঝড়-বৃষ্টি হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ৭০"-৮০"।

প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টির জন্য এই অঞ্চলে গভীর অরণ্য জন্মে। এত গভীর অরণ্যে সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না। তাই উপযুক্ত আলো, উত্তাপ ও বায়ুলাভের জন্য গাছগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়; ফলে গাছগুলি খুব লম্বা হয়। তাহা

উদ্ভিদের জীবন-চক্র : উদ্ভিদের বন্টন ও বন্টন

হাওয়া বৃষ্টিপাতের আধিক্য হেতু মাটিতেও প্রচুর জল থাকে, বাতাসও আর্দ্র থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে বে জল উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে আহরণ করে, তাহা আবার নিজের দেহ হইতে পাতার সাহায্যে বাষ্পের আকারে নির্গত করিবার চেষ্টা করে ;



২ং চিত্র : সমভূমি অঞ্চলের উদ্ভিদ

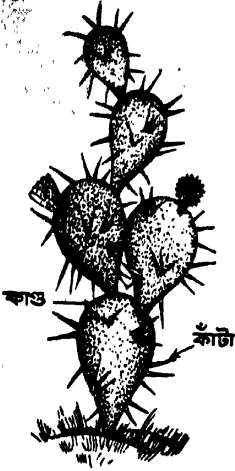
সেই কারণে গাছগুলি অনেক শাখা-প্রাণাধায়ুক্ত হয় ও তাহাতে প্রচুর বড় বড় পাতা গজায়। সারা বৎসরই ইহাদের অনেক পাতার প্রয়োজন ; তাই বৎসরের কোনও সময়েই পর্ণমোচী উদ্ভিদের মতো ইহাদের সকল পাতা একসঙ্গে ঝরিয়া যায় না। ইহাদের চিরহরিৎ (Evergreen) উদ্ভিদ বলে। এই অঞ্চলে সাধারণত কোকো, ককি, মেহেগনি, আবলুস, নিকোনা, রবার, আখ, আনারস ইত্যাদি গাছ জন্মায়।

খ. উষ্ণ মণ্ডলীয় ভূগভূমি অঞ্চল বা সাত্তানা (Savannah) : নিরক্ষীয় চিরহরিৎ অরণ্য অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণে এই অঞ্চলটি অবস্থিত। এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ গড়ে ৮০° ফাঃ ; কিন্তু শীতকালে উত্তাপ অনেক কমিয়া যায়। সাধারণত কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালেই প্রচুর বৃষ্টি হয়।

কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালেই বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এই অঞ্চলে গভীর অরণ্য জন্মায় না। এখানে বহুদূর অবধি বিস্তৃত কেবল ভূগভূমি দেখা যায় এবং ঘণ্টে বড় বড় গাছও জন্মায়। ভূগভূমির ভূগগুলি অনেক দীর্ঘ ও ঘন হয় এমন কি কোনও কোনও স্থানে ৮' হইতে ১০' অবধি উচ্চ ভূগ জন্মায়। ইহাকেই উষ্ণ মণ্ডলীয় ভূগভূমি বা সাত্তানা বলে।

গ. উষ্ণ মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ (Desert vegetation) : উষ্ণ মণ্ডলীয় ভূগভূমি অঞ্চলের উত্তরে ও দক্ষিণে ক্রান্তি বৃত্ত দুইটির উত্তর দক্ষিণের সন্ধিক্ষেত্র এই অঞ্চলে অবস্থিত। ইহা অত্যন্ত উষ্ণ মণ্ডল ; বৃষ্টিপাতও কমাটিক হয়। মাটিও শুষ্ক বালুকায়র।

এই মক অঞ্চলে ছোট ছোট উদ্ভিদ জন্মায় ; যথা—ক্যাকটাস, বাবলা, কবিরন্দা ইত্যাদি। প্রচণ্ড উত্তাপে ও জলবিহীন পরিবেশেও এই উদ্ভিদগুলির বাঁচিয়া থাকিবার আশ্চর্যজনক ক্ষমতা আছে। ইহারা দীর্ঘ মূলের সাহায্যে বালুকাময় মাটির অনেক নীচ হইতে জল সংগ্রহ করে। সেই জল ইহারা আপন দেহের মধ্যেই সঞ্চয় করিয়া রাখে।



অং চিত্র ৥ কবিরন্দা

মকছুমির মধ্যে স্থানে স্থানে মরুত্যান থাকে। সেই সকল মরুত্যানে খেজুর, তাল, পাছপাদপ ইত্যাদি গাছ জন্মায়।

ঘ. মিরকীর পর্ণমোচী অরণ্য অঞ্চল : (Tropical deciduous forest) : ক্রান্তি বৃত্ত দুইটির দুই পাশের কতকস্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে গ্রীষ্মকালে প্রচুর উত্তাপ পাওয়া যায় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতও হয়। শীতকালে উত্তাপ

কম থাকে। বৃষ্টিপাতও হয় না বলিলেই হয়। ইহাকে মৌসুমী অঞ্চলও বলে।

গ্রীষ্মকালে প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের জন্য এই অঞ্চলে গভীর অরণ্য ও বড় বড় গাছ দেখা যায় ; কিন্তু এই অরণ্য চিরহরিৎ অরণ্যের মতো এত গভীর হয় না, আবার শীতকালে বৃষ্টিপাতের অভাবে বায়ু শুষ্ক থাকে। সেই কারণে অতিরিক্ত বাষ্পমোচন রোধ করিবার জন্য শীতের প্রারম্ভেই অধিকাংশ উদ্ভিদের পাতা একসঙ্গে ঝরিয়া যায় ; আবার বসন্তকালে বা বর্ষার প্রারম্ভে ইহাদের নূতন পাতা গজায়। ইহাদের পর্ণমোচী (Deciduous) উদ্ভিদ বলে ; যেমন শাল, সেগুন ইত্যাদি। এই অঞ্চলে অনেক চিরহরিৎ উদ্ভিদও জন্মায় ; যেমন, আম, জাম, বাট, অশ্বথ, কাঁটাল, তাল, কলা, বাঁশ ইত্যাদি।

২. নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের উদ্ভিদ

মোটামুটিভাবে এক দিকে কর্কটক্রান্তি ও সূর্যমুখ বৃত্ত এবং অন্যদিকে মকর-ক্রান্তি ও সূর্যমুখ বৃত্তের মধ্যেই এই অঞ্চলটি অবস্থিত। এই অঞ্চলের কর্কট ও মকরক্রান্তির নিকটবর্তী স্থানগুলি উষ্ণ মণ্ডলের কাছাকাছি বলিয়া উষ্ণ ; আবার সূর্যমুখ ও সূর্যমুখ বৃত্তের নিকটবর্তী স্থানগুলি অনেক শীতল। এই অঞ্চলের মধ্যভাগে বৃষ্টি প্রায় হয়ই না।

এই মণ্ডলের উদ্ভিদগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায় :

ক. ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ (Mediterranean Vegetation):

ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগ সহ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের পশ্চিমভাগে এই অঞ্চল। এখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়, গ্রীষ্মকালে হয় না।

গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় না বলিয়া সেই সময়ে এই অঞ্চলের উদ্ভিদগুলি প্রচণ্ড জলের অভাব বোধ করে। তখন ইহারা কোনক্রমে বাঁচিয়া থাকে। জলের স্বল্পতার জন্য ইহারা ছোট ছোট ঝোপের মতো আকার ধারণ করে। কতকগুলিতে আবার মক্ক অঞ্চলের উদ্ভিদের মত পুরু বকল থাকে; যেমন কর্ক গাছ। ইহারা তাহার সাহায্যে গ্রীষ্মকালেও নিরাপদ জলসঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। অনেক গাছের পাতায় মোমের আবরণ থাকে। কতক গাছের মূল খুব দীর্ঘ হয়; যেমন, আড়ুর গাছ।

আড়ুর, কমলালেবু, তুঁত, গম, বাধান, আপেল, নাসপাতি, জলপাই, কর্ক ইত্যাদি গাছ এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

খ. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য (Temperate deciduous forest): নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের পূর্বভাগে এই অঞ্চলটি বিস্তৃত। এখানে গ্রীষ্মকালেই মধ্যম রকমের বৃষ্টিপাত হয়; শীতকালে হয় না। শীতকালে মাঝে মাঝে তুষারপাত হয়।

গ্রীষ্মকালে বেশ বৃষ্টি হয় বলিয়া এইখানে বড় বড় গাছের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শীতের প্রারম্ভেই গাছগুলির পাতা এক সঙ্গে ঝরিয়া যায়; আবার বর্ষাকালে নূতন পাতা গজায়।

পর্ণমোচী বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে কিছু চিরহরিৎ বৃক্ষও দেখা যায়। এই অরণ্যে ওক, এলম, মেপেল ইত্যাদি গাছ জন্মায়।

গ. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের চিরহরিৎ সরল-বর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য (Temperate evergreen coniferous forest): নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মেকবৃত্ত দুইটির নিকটবর্তী শীতল স্থানগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত; এখানে শীত ও গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য খুব বেশী।

তুষারপাত হইতে আত্মরক্ষা ও বাষ্পমোচন প্রতিরোধের জন্য এই অঞ্চলের গাছগুলির পাতা সাধারণত সূচল হয়। তাহা ছাড়া, গাছগুলিও খুব লম্বা হয় এবং ইহাদের শাখা-প্রশাখাগুলি নীচ হইতে উপরে এমন ভাবে সাজানো থাকে যে, গাছটির আকার একটি শঙ্খর (Cone) মতো হয়।

এই অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে সকল সময়েই আর্দ্রতা থাকে, তাই ইহাদের পাতাগুলি চিরসবন (evergreen) থাকে। এই জাতীয় উদ্ভিদকে সরলবর্গীয় বৃক্ষ বলে।



এক চিরহরিৎ গাছ

হিমবস্তুর উদ্ভিদ

হিমবস্তুর হ্রদে ও হ্রদের তীরে বিস্তৃত। এই সকল সারা বৎসরই তুষারে ঢাকা থাকে। সেইজন্য সেখানে সাধারণত কোনও গাছপালা জন্মায় না। তবে, লাইকেন (Lichen) নামে একপ্রকার সমাঙ্গময়ী শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিদসমূহ : পৃথিবী-পৃষ্ঠে যেমন নিম্নকরেখা হইতে ক্রমেই উত্তর ও দক্ষিণে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ দেখা যায়, সেই রকম পর্বতের নিম্নভাগ হইতে ক্রমেই উপরের দিকে আরোহণ করিলে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের বৈচিত্র্য দেখা যায়। নিম্নদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়; কাজেই সেখানে নিরক্ষীয় উষ্ণ অঞ্চলের মতো চিরহরিৎ অরণ্য, ইহার উপরে নাভীসীতাক্ষ অঞ্চলের মতো সরলবর্ণীয় বৃক্ষসকল, তাহারও উপরে ছোট ছোট কাঁটা গাছ ও ঝোপ; এবং সবার উপরে তুষারাবৃত অঞ্চলে লাইকেন ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না।

জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদ [AQUATIC AND TERRESTRIAL PLANTS]

সাধারণত দুই প্রকার স্থানে উদ্ভিদের বসতি,—জলে ও স্থলে। যে উদ্ভিদের জলে বাস করে তাহাদের জলজ (Aquatic plants) এবং বাহারা স্থলে বাস করে, তাহাদের স্থলজ (Terrestrial plants) বলা হয়।

এই দুই প্রকারের উদ্ভিদের দৈনিক গঠন ও স্বভাবের অনেক পার্থক্য আছে।

জলজ উদ্ভিদ [HYDROPHYTE]

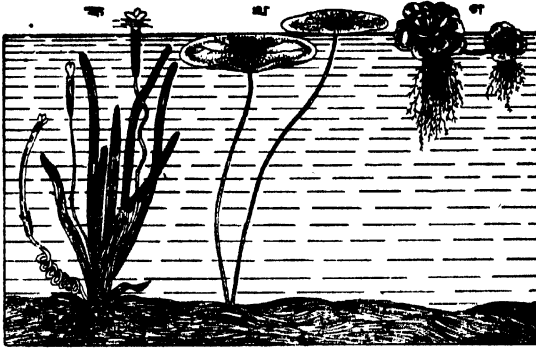
(তিন রকমের জলজ উদ্ভিদ আছে : ১. কতকগুলি জলে একেবারে ডুবিয়া থাকে; যেমন—পাতা-শেওলা, বাঁজি প্রভৃতি, ২. কতকগুলি জলাশয়ের তলদেশে আটকাইয়া থাকে বটে, কিন্তু পাতাগুলি জলে ভাসে; যেমন,—পদ্ম, শাপলা প্রভৃতি ও ৩. কতকগুলি জলের উপর ভাসে; যেমন,—কচুরিপানা, পানিকল, খুঁচি পানা ইত্যাদি।

জলের মধ্যে বাস করে বলিয়া এই সকল উদ্ভিদের দেহে প্রচুর এবং প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জল জমে। ইহা ছাড়া ইহারা প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেনও পায় না। এই সকল কারণে ইহাদের দেহের গঠনে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়।

মূলের বৈচিত্র্য : এই সকল উদ্ভিদে সাধারণত স্থলজ উদ্ভিদের মতো এত দৃঢ় মূল গঠিত হয় না। মূলগুলি খুব সরু ও ক্ষুদ্র আকারে হয়। অনেকের আবার কোনও মূলই থাকে না; যেমন, বাঁজি। ইহার কারণ, ১. ইহারা সর্বদেহ দ্বারা চারিপাশ হইতে জল ও জলে মিশ্রিত লবণসকল (Salts) গ্রহণ করে; এবং ২. স্থলজ উদ্ভিদের মতো ইহাদের মূলের সাহায্যে মাটি আঁকড়াইয়া দাঁড়াইয়াও থাকিতে হয় না। তাই মূলের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

কাণ্ডের বৈচিত্র্য : কাণ্ড খুবই নরম হয়, টিপিলে জল ও বাতাস বাহির হইয়া আসে। কাণ্ডের মধ্যে বিশেষ কতকগুলি স্থানে বাতাস জমিয়া থাকে। এইজন্য জলের মধ্যে থাকিয়াও এই উদ্ভিদে বায়ুর অভাব বোধ করে না ; এই সঞ্চিত বাতাসের সাহায্যেই নিশ্বাসগ্রহণ ও খাদ্য উৎপাদন কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। বাতাস থাকার দরুন কাণ্ডেরাও হালকা হইয়া জলে ভাসিতে পারে। জলজ প্রাণীদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অনেক সময়ে কাণ্ডের গায়ে কাঁটা জন্মে।

পাতার বৈচিত্র্য : পাতা জলে একেবারে ডুবিয়া থাকিতে, কিংবা জলের উপরে ভাসিতে পারে। সেই অনুসারে পাতার আকারও পরিবর্তিত হয়। ভাসমান পাতাগুলি বেশ বড় এবং সাধারণত গোলাকার হয়। পাতার বৃদ্ধিও খুব নরম ও লম্বা হয় ; যেমন শাপলা, পদ্ম ইত্যাদির পাতা। পাতার উপরের পৃষ্ঠের স্বক বেষ মোটা হয় এবং তাহাতে পত্ররক্ত বা স্টোমা থাকে। জল আহরণের অহুবিধার জন্য নীচের পৃষ্ঠের স্বক খুব পাতলা হয়। তাহাতে পত্ররক্ত থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই ; তাই তাহা একেবারেই থাকে না, কিংবা থাকিলেও সেগুলি নেহাতই অকাজ হইয়া থাকে।



এং চিত্র ॥ বিভিন্ন রকমের জলজ উদ্ভিদ

ক. পাতাশেওলা, খ. পদ্ম, গ. কচুরিপাণা

ডুবানো পাতাগুলি সাধারণত খুব পাতলা ও লম্বা হয়। স্বক পাতলা থাকে, পত্ররক্ত বা স্টোমাটাও সাধারণত থাকে না। পাতলা স্বকের ভিতর দিয়া অনায়াসে জল ও দ্রবীভূত লবণ ও গ্যাস আশ-ষাওয়া করিতে পারে। জলে বেশী শ্রোত থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে পাতাগুলি কাটা-কাটা হয় ; অনেক ক্ষেত্রে কাঁটিয়া লম্বা লম্বা হুতার মতো আকার ধারণ করে। ইহাতে হুবিধা এই যে, এই অতি সরু পাতার মধ্যে দিয়া জলের শ্রোত বাধা পায় না। আত্মরক্ষার জন্য পাতার গায়ে অনেক কাঁটাও থাকে।

অনেক উদ্ভিদ আছে, যাহাদের কতকগুলি পাতা জলের উপরে থাকে, আবার অনেকগুলি পাতা থাকে জলের নীচে ডুবানো। দেখা যায় যে, জলের উপরের পাতাগুলি বড় ও লম্বা হয় এবং জলের নীচের পাতাগুলি কাটা-কাটা বা লম্বা সরু সূতার মতো হয়। ইহাদের উত্তম উদ্ভিদ বলে। কার্বেনথেরা হইল এই উত্তম জাতীয় উদ্ভিদ।

স্থলজ উদ্ভিদ



স্থলজ উদ্ভিদ দুই প্রকারের—১. সাধারণ উদ্ভিদ (Mesophyte) ও ২. জালজ উদ্ভিদ (Xerophyte)

৩৭৭ চিত্র ৥ উত্তম উদ্ভিদ

সাধারণ উদ্ভিদ

এই জাতীয় উদ্ভিদেরা এমনই পরিবেশে জন্মায়, যেখানে বাতাসের আর্দ্রতা ও তাপ-স্বাভাবিক রকমের থাকে অর্থাৎ বেশীও নয়, কমও নয়। মাটিতেও জলের পরিমাণ বেশী বা কম থাকে না, স্বাভাবিক রকমের থাকে। আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি উদ্ভিদেরা এই জাতীয়। ইহাদের মূল, কাণ্ড ও পাতা স্বাভাবিক রকমের দৃঢ় থাকে।

মূলের বৈচিত্র্য : মূল দীর্ঘ হয়; এবং ইহার সাহায্যে মাটির নীচ হইতে এই উদ্ভিদেরা প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করে। মূলে প্রচুর শাখা-প্রশাখা থাকে।

কাণ্ডের বৈচিত্র্য : কাণ্ড বেশ শক্ত ও শাখা-প্রশাখা যুক্ত থাকে। কাণ্ডের স্বক মধ্যম রকমের পুরু হয়।

পাতার বৈচিত্র্য : পাতা স্ফটিক ও দানা আকারের হয়। পাতার উপরে মধ্যম রকমের পুরু স্বক ও অনেক পত্ররক্ত থাকে।

জালজ উদ্ভিদ

জালজ উদ্ভিদ এমন স্থানে জন্মায়, যেখানে মাটিতে জলের পরিমাণ কম থাকে, বাতাসেও আর্দ্রতা থাকে না; যেমন—ফনিমনসা, ভেশিরা মনসা, বাবলা, ক্যাকটাস ইত্যাদি।

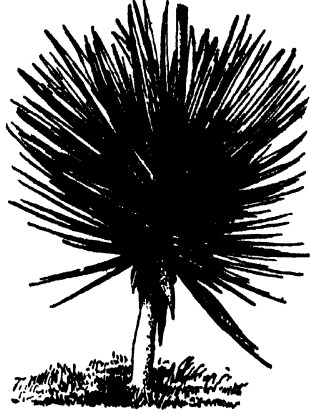
এই জাতীয় উদ্ভিদেরা বিশেষ প্রক্রিয়ায় ও কমতায় শুষ্ক অঞ্চলেও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই কারণে ইহাদের গঠনে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়।

মূলের বৈচিত্র্য : মূল খুব লম্বা ও বহুশাখা-প্রশাখা যুক্ত হয়। লম্বা মূল শুষ্ক মাটির অনেক নীচ হইতে জল আহরণ করিতে পারে।

কাণ্ডের বৈচিত্র্য : মাটি হইতে জল সংগ্রহ করিয়া ইহারা সাধারণত কাণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত করে; এইজন্য কাণ্ড খুব স্থূল ও রসাল হয়। অনেক সময়ে কাণ্ড

রূপান্তরিত হইয়া চ্যাপটা ও পুরু সবুজ পাতার মতো আকার ধারণ করে; যেমন, কনিম্বনসা। ইহাতে স্বক খুবই পুরু হয় ও পত্ররন্ধ্র সংখ্যাও খুবই কম থাকে, বাহ্যতে সজ্জিত জল বাহিরের উত্তাপে বাষ্পের আকারে নির্গত হইতে না পারে। অনেকক্ষেত্রে বাষ্পমোচন রোধ করিবার জন্য শাখা কণ্টকে রূপান্তরিত হইতে কিংবা ঘন রোম দ্বারা আবৃত থাকিতে পারে।

পাতার বৈচিত্র্য : এই জাতীয় অনেক উদ্ভিদের পাতা খুব ছোট ছোট হয় কিংবা কাঁটায় পরিণত হয়,—যেমন, ফগি-মনসা, ক্যাকটাস প্রভৃতির কাঁটা। এইভাবে তাহার বাষ্পমোচন রোধ করে। অনেক ক্ষেত্রে পাতাগুলি বড় কিন্তু রসাল হয়; যেমন এগেভ্। ইহাতে জল সঞ্চিত থাকে। পাতার স্বকও খুবই পুরু হয়; পত্ররন্ধ্রও কম থাকে। সেইজন্য বেশী বাষ্পমোচন হইতে পারে না। পত্ররন্ধ্রও অনেক ক্ষেত্রে স্বকের গর্ভের মধ্যে লুকানো থাকে ও তাহার উপরে এমনভাবে রোম থাকে যে তাহা আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শে আসিতে পারে না; ফলে বাষ্পমোচনও খুব কম হয়,—



৭নং চিত্র ৷ এগেভ্

যেমন, করবী গাছ।

পাতার উপরে অনেক সময় প্রচুর রোম থাকে, বা মোমজাতীয় পদার্থ থাকে।

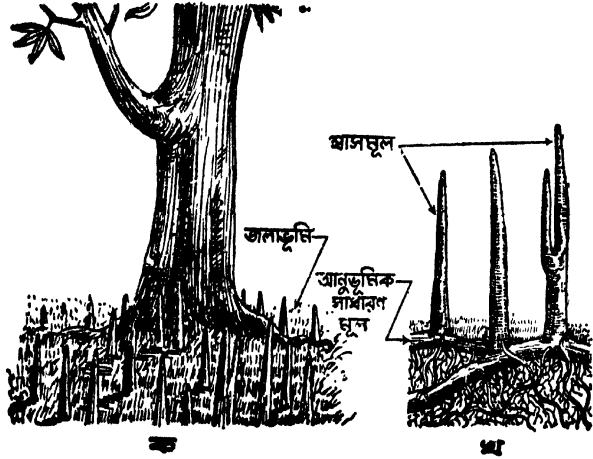
জঙ্গল উদ্ভিদেরা নিম্নলিখিত স্থানে জন্মায় :

১. মরুভূমির শুষ্ক অঞ্চলে; তখন ইহাদের মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ বলে।
২. পার্বত্য শিলাময় শুষ্ক অঞ্চলে; তখন ইহাদের পার্বত্য উদ্ভিদ বলা হয়।
৩. মেরুদেশের তুষারময় অঞ্চলে; তখন ইহাদের মেরু অঞ্চলের বা আর্কটিক উদ্ভিদ বলে। এই অঞ্চলেও জলের পরিমাণ কম।

৪. লবণাক্ত মাটিতে; তখন ইহাদের হ্যালোকাইট বলে। লবণাক্ত মাটিতে লবণ বেশী থাকে বলিয়া সাধারণ উদ্ভিদেরা সহজে জলশোষণ করিতে পারে না; কিন্তু হ্যালোকাইটদের এই ক্ষমতা অনেকখানি আছে।

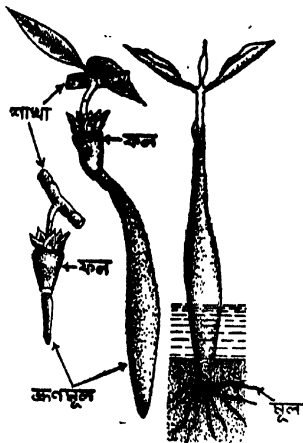
গরানজাতীয় (ম্যানগ্রোভ্) অরণ্য : সমুদ্রোপকূলে, যেমন, হুম্বরবন অঞ্চলে, হ্যালোকাইট উদ্ভিদেরা এক প্রকার অরণ্য উৎপন্ন করে; উহাকে ম্যানগ্রোভ্ (Mangrove) অরণ্য বলে। গরান, কেওড়া, হুম্বরী ইত্যাদি গাছ এইখানে প্রচুর জন্মায়। এই গাছগুলির কয়েকটি বিশেষত্ব আছে।

ইহাদের কাণ্ড হইতে অনেক **ক্রেসমূল (Stilt roots)** বাহির হইয়া, কর্ণমাক্ত মাটিতে দৃঢ়ভাবে গাঁথিয়া রূর। ইহা ছাড়া কতকগুলি বিশেষ রকমের মূল



১৭ং চিত্র। পল্লব পাছের বাসমূল

কর্ণমাক্ত মাটি ভেদ করিয়া শূন্যে উঠে হইয়া থাকে। এইগুলির মাধ্যম অনেক ছোট ছোট



১৮ং চিত্র। অরায়ুজ অক্সিগেনেশন

রক্ত থাকে। মাটিতে বায়ুর অভাব বলিয়া ঐ মূলের রক্তগুলি দিয়া এই সকল শ্বাস-কার্যের জন্য বাতাস গ্রহণ করে। এই মূলগুলিকেই **শ্বাসমূল (Pneumatophores)** বলে।

ইহা ছাড়া, ঐ গাছগুলির অক্সিগেনেশনেও বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য উদ্ভিদের মতো ইহাদের বেলায় ফল হইতে বীজ বাহির হইয়া তাহা মাটির নীচে অঙ্কুরিত হয় না। গাছে ফলটি লাগিয়া থাকিতে থাকিতেই ইহার মধ্যস্থ বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া আসে। অঙ্কুরের যে অংশটি পরে প্রধান মূল হইবে (অর্থাৎ **ক্রমমূল** বা

হ্যাডিকল) তাহা নীচের দিকে লম্বা হইয়া কলের মধ্যস্থ বীজ হইতে শূন্যে ঝুলিতে থাকে।

যখন কতকগুলি অস্থায়িক (Adventitious) মূল কোনও গাছের কাণ্ডের বিভিন্ন উচ্চতা হইতে নির্গত হইয়া কাণ্ডের চারিদিক ঘিরিয়া তিব্বতভাবে (ভেরুহাভাবে) মাটিতে প্রোথিত হইয়া যায় ;

করে ইহার নিম্নাংশটি বেশ মোটা হয়। এই অবস্থায় বীজটি কল হইতে বসিয়া থাকাতাবে নীচে পড়িতে থাকে। কিন্তু বীজটি লবণাক্ত জলাভূমিতে লাগিবার আগেই লবণ জল বা স্যাডিকুলিট মাটিতে গাঁথিয়া যায় এবং বীজটিকে লবণাক্ত কর্দম হইতে মুক্তে উদ্ধ করিয়া ধরিয়া রাখে। এই অবস্থায় শূন্ডের মধ্যে বীজ হইতে অঙ্কুরের বাকি অংশ নির্গত হইয়া কাণ্ড ও পাতা উৎপন্ন করে। এই প্রকারের অঙ্কুরোদগমকে **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (Viviparous germination)** বলে।

বিভিন্ন প্রকার অন্তঃস্তর [DIFFERENT SUBSTRATUM]

তোমরা জানিয়াছ যে, জলে ও স্থলেই প্রধানত উদ্ভিদেরা জন্মিয়া থাকে। জল ও স্থলকে এক কথায় তাই **অন্তঃস্তর (Substratum)** বলে। এই দুইটি অন্তঃস্তর ছাড়াও আরও দুইটি অন্তঃস্তর আছে, যেমন, বায়ু ও গলিত জৈব পদার্থ।

জল : পৃথিবী-পৃষ্ঠের ঠু জল ও ঠু স্থল। জলে বহুরকম উদ্ভিদ জন্মায় এবং ইহাদের গঠনের অনেক বিশেষত্ব থাকে,—সে কথা পূর্বেই জলজ উদ্ভিদ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যাই বেশী। শৈবাল নানা জাতীয় হয়। সবুজ, নীলাভ সবুজ, পিঙ্গল, লাল ইত্যাদি নানা বর্ণের ও নানা আকারের শৈবাল জলে বাস করে।

জল আবার দুই রকমের : ১. **মিঠা জল (Fresh water)**, যেমন, পুকুর, বেশীর ভাগ হ্রদ, নদী ইত্যাদির জল ; এবং ২. **লোনা বা লবণাক্ত জল (Saline water)**, যেমন, সমুদ্র বা লবণাক্ত হ্রদের জল।

মিঠা বা আলোনা জলে লবণের ভাগ কম বলিয়া ইহাতে এক রকমের জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। ইহাদেরই আমরা আমাদের চারিপাশে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। যেমন,—শাপলা, পদ্ম, করুরিপানা, খুদিপানা ; নানারকমের বিশেষত সবুজ ও নীলাভ সবুজ বর্ণের শৈবাল ইত্যাদি।

লবণাক্ত জলে আবার মিঠা জলের উদ্ভিদেরা বাঁচিতে পারে না। সেখানে হ্যালোফাইট জাতীয় উদ্ভিদেরা বাস করে। সেখানে নানারকমের সামুদ্রিক শৈবাল পাওয়া যায়। লবণাক্ত জলাভূমিতে ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

মাটি : ভূ-পৃষ্ঠের শিলা নানারকম প্রক্রিয়ায় (বিশেষত বৃষ্টিপাত, উত্তাপ, বায়ুর সংঘর্ষণ, কেঁচো, কীটাপু—যেমন, প্রোটোজোয়া—, বীজাণু ও নানা উদ্ভিদের শিকড়ের ধ্বংসাত্মক কার্যের ফলে) যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া নানা অজৈব লবণ ও গলিত জৈব পদার্থের তাহাকেই **ঠেসমূল** বলে। ঠেসমূল বেশ শক্ত হয় এবং গাছটিকে একটু হেলাসো অবস্থায় শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে। যেমন, কেতকী ইত্যাদি গাছগুলিতে।

[অর্থাৎ মূল অর্থাৎ যে মূল বীজ হইতে উৎপন্ন না হইয়া কাণ্ড, পাতা যে কোণে জন্মিয়া হইতে বাহির হইতে পারে।]

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন হইয়া একপ্রকার নৃত্য ও শিথিল পদার্থের সৃষ্টি করে, তাহাকেই জালি বলে। মাটির উপাদান প্রধানত তিনটি ১. বিচূর্ণ নৃত্য শিলা, ২. অজৈব লবণ জাতীয় পদার্থ ও ৩. গলিত জৈব পদার্থ।

মাটিও অনেক রকমের হয় এবং বিভিন্ন রকমের মাটিতে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ জন্মায়।

বায়ু—উদ্ভিদ জলে বা স্থলে যেখানেই বাস করুক না কেন, বায়ু ছাড়া তাহারা বাঁচিতে পারে না। শ্বাসকার্যের জন্য বায়ু হইতে ইহারা অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস দেহ হইতে বায়ুতেই ত্যাগ করে। আবার খাদ্যোৎপাদনের জন্য বায়ু হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও বায়ুতে অক্সিজেন ত্যাগ করে। [একেবারে জলময় উদ্ভিদ অবশ্য জলে দ্রবীভূত গ্যাসসমূহ গ্রহণ করে।]

কোনও কোনও উদ্ভিদ শুধু বাতাসেই জাসিয়া বেড়াইতে পারে। বায়ুই ইহাদের অন্তঃস্থর। যেমন জীবাণু (Bacteria)।

একরকমের উদ্ভিদ আছে ইহারা অল্প কোনও উঁচু গাছের কাণ্ডের গায়ে লাগিয়া থাকে ও বাতাসে শিকড় (বায়বীয় মূল) বুলাইয়া রাখিয়া ইহাদের সাহায্যে বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প আহরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের পরাশ্রয়ী গাছ (Epiphytes) বলে; যেমন,—অকিড গাছ (১২ক চিত্র)।

গলিত জৈব পদার্থ—ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ গলিত জৈব পদার্থের উপর জন্মায়।

কাণ্ডের আকৃতি ও প্রকৃতি [FORMS AND NATURE OF STEMS]

সবল ও দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ

PLANTS HAVING STRONG AND WEAK STEMS

✓ কোনও কোনও উদ্ভিদের কাণ্ড বেশ সবল হয় এবং ইহারা সোজা খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে; এই সকল কাণ্ডকে সবল কাণ্ড (Erect or strong stems) বলে। অনেক উদ্ভিদ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না: ইহাদের কাণ্ড দুর্বল (Weak stems)।

✓ সবল কাণ্ড: যে কাণ্ড শক্ত, খাড়া ও তক্তাকার (Cylindrical) হয় এবং সাহায্যে কোনও শাখা-প্রশাখা থাকে না, তাহাকেই অশাখ কাণ্ড (Caudex) বলে। উদাহরণ—নারিকেল, হুপারি, তাল ইত্যাদি।

যে সকল কাণ্ডে শক্ত শক্ত গাঁট (Nodes) থাকে এবং কাণ্ডের ভিতরের ছুইটি গাঁটের অন্তর্বর্তী অংশ (Internode) ফাঁপা থাকে, তাহাকেই ভূগকাণ্ড (Culm) বলে। উদাহরণ—বাঁশ।

কোনও কোন গাছের কাণ্ড মাটির নীচে গুপ্ত অবস্থায় থাকে (মূদগত কাণ্ড) কিন্তু

পাতাগুলি শুষ্ক ও জ্বলি বাঁধিয়া মাটির উপরে থাকে। বিশেষ ক্ষত্রে বাটির নীচের ফাঁও হইতে একটি পুশপণ্ড (Shoot having flowers) বাহির হইয়া আসে, ইহাকে **ভৌম পুশপণ্ড** (Scape) বলে। উদাহরণ—রজনীগন্ধা, কচু, পেঁয়াজ ইত্যাদি।

দুর্বল কাণ্ড : দুর্বল কাণ্ডের গাছগুলি কখনও কখনও মাটির উপরে শুইয়া থাকে ; তখন তাহাদের **ব্রততী** (Creepers) এবং কাণ্ডকে **লতান কাণ্ড** (Creeping stem) বলে ; যেমন—মিষ্টি আলু, দুর্বা ঘাস ইত্যাদি। লতান কাণ্ডের স্থানে স্থানে



১০ নং চিত্র। দুর্বল গাছের কাণ্ড : ক. লতান কাণ্ড, খ. বন্য ও গ. আকর্ষ-রোহিণী

শিকড় বাহির হইতে পারে। অনেক দুর্বল গাছ কোনও অবলম্বনকে জড়াইয়া উপরের দিকে উঠে, তাহাদের **রোহিণী** (Climber) বলে। রোহিণী দুই রকম পদ্ধতিতে অল্প গাছকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি তাহাদের সরু, নরম ও লম্বা কাণ্ড দ্বারা জড়াইয়া উপরে উঠে ; যেমন—অপরাজিতা, পুঁইশাক, তরুলতা ইত্যাদি। ইহাদের **বন্যী** (Twiners) বলে।

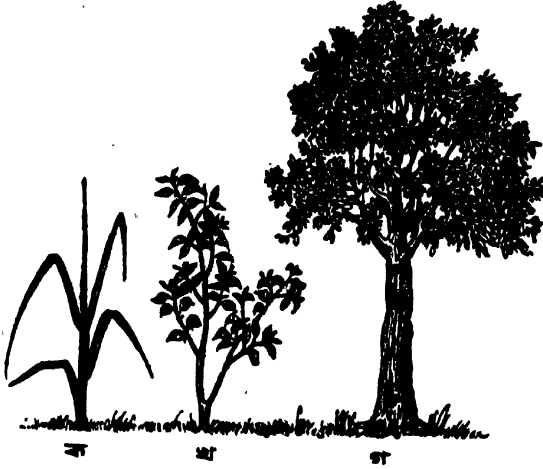
কতকগুলির কাণ্ডের গায়ে এক রকমের হাতার মতো সরু, শাখা পল্লবহীন জিনিস থাকে। ইহাদের **আকর্ষ** (Tendril) বলে। ঐ গাছগুলি আকর্ষের সাহায্যে কোনও শক্ত জিনিস জড়াইয়া উপরে উঠে ; যেমন—কুমড়া, লাউ, মটরগুটি ইত্যাদি গাছ। ইহাদের **আকর্ষ-রোহিণী** (Tendrillars) বলে।

বীজ, গুল্ম ও বৃক্ষ

কাণ্ডের প্রকৃতি তিন রকমের হয়। কোনও কোনও ক্ষুদ্রাকৃতি গাছের কাণ্ড খুব নরম বা কোমল হয়, তাহাদের **বীজ** (Herbs) বলে ; যেমন—সরিষা, ধান মূলা, গাজর, তুলসী, কলা, দোঁপাটি, স্বর্ধমুখী ইত্যাদি। ব্রততী ও রোহিণীর দুর্বল কাণ্ডগুলিও সাধারণত কোমল হয়।

যে সকল গাছের কাণ্ড বেশ শক্ত ও কাঠল এবং বাহাদের প্রধান কাণ্ডটির প্রায় মাটির কাছাকাছি অংশ হইতেই শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া গাছটিকে একটি ঝোপের মতো আকার প্রদান করে, তাহাদের **গুল্ম** (Shrubs) বলে। গুল্মের কোনও স্পষ্ট ও মোটা গুঁড়ি থাকে না। উদাহরণ,—জবা, শেকালি, ছুরতলাকাটা, আতা, পদ্মরাজ ইত্যাদি।

খুব লম্বা পাতগুলির কাণ্ড খুব শক্ত, কাঠাল (woody) ও সাধারণত শাখা-প্রশাখা-যুক্ত হয়। কাণ্ডের নীচের দিকে বেশ মোটা ও স্পষ্ট একটি গুঁড়ি দেখা যায়। এই



১১নং চিত্র। বিভিন্ন প্রকৃতির কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ
ক. বীজ, খ. গুল্ম, ও গ. বৃক্ষ

পাতগুলিকে বৃক্ষ (Trees) বলে। উদাহরণ—আম, জাম, কাঁঠাল, বাউ, অশ্বথ, নিম প্রভৃতি।

উদ্ভিদের আয়ুষ্কাল [DURATION OF LIFE IN PLANTS]

উদ্ভিদের আয়ুষ্কাল অনুসারে তাহাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. বর্ষজীবী (Annuals) : এই জাতীয় উদ্ভিদেরা কেবলমাত্র একটি ঋতুতেই বাঁচিয়া থাকে। এক ঋতুতেই ইহাদের বৃদ্ধি পূর্ণ হয় এবং ইহারা ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন করে; ঋতুর শেষে ইহাদের মৃত্যু হয়। উদাহরণ—সুখমুখী, ধান, সরিষা, মটর-গুটি, ঢেঁড়স, পাট ইত্যাদি বীজ জাতীয় গাছ।

২. দ্বিবর্ষজীবী (Biennials) : ইহারা মাত্র দুইটি ঋতু বাঁচিয়া থাকে। প্রথম ঋতুতে ইহাদের বৃদ্ধি পূর্ণ হয় এবং দ্বিতীয় ঋতুতে ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন করিয়া ঋতু-শেষে ইহারা মরিয়া যায়। উদাহরণ—কপি, গাজর, শালগম, মূলা, বাট ইত্যাদি বীজ। উচ্চ জলবায়ু অঞ্চলে ইহারা অনেক সময়ে বর্ষজীবীদের মতো একটি ঋতুও বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

৩. বহুবর্ষজীবী (Perennials) : এই গাছেরা বহু বৎসর ধরিয়া বাঁচিয়া থাকে এবং প্রতি বৎসরের বিশেষ ঋতুতে ইহাদের ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন

হয়। উদাহরণ—কলাবতী, কলাগাছ, আলো, হলুদ ইত্যাদি বর্ষিক এবং সকল প্রকার ও বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ।

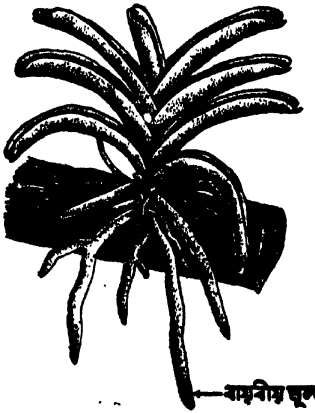
অভোজী ও পরাভোজী উদ্ভিদ

AUTOPHYTES AND HETEROPHYTES

✓ সঞ্চারিত উদ্ভিদেরা স্বাবলম্বী হয়; ইহারা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদের দেহের মধ্যেই উৎপন্ন করিতে পারে না। ইহারা বাহির হইতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈয়ারি করা খাদ্যবস্তু আহরণ করে। প্রথম জাতীয় উদ্ভিদগুলিকে **অভোজী** (Autophytes) ও দ্বিতীয় জাতীয় উদ্ভিদগুলিকে **পরভোজী** (Heterophytes) বলে।

✓ **অভোজী উদ্ভিদ** : এই সকল উদ্ভিদেরা বাতাস হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মাটি হইতে জল আহরণ করিয়া সূর্যের আলো ও ক্লোরোফিলের সাহায্যে পাতার মধ্যেই খাদ্য উৎপন্ন করিতে পারে। উদাহরণ—আম, কাঁটাল, দুর্বাধাস, ফার্ণ, মশ, শেওলা ইত্যাদি।

✓ **পরভোজী উদ্ভিদেরাও** (Epiphytes) এই জাতীয়। ইহারা যদিও অল্প কোনও বড় গাছের কাণ্ডের উপরে বাস করে, কিন্তু খাদ্যের জন্যে কখনই আশ্রয়-দাতা গাছটির উপর নির্ভর করে না। ইহারা বাতাসে ঝুলন্ত বায়বীয় মূলের (Aerial roots) সাহায্যে বায়ু



১২ক চিত্র ৥ পরাভোজী ও পরলম্বী উদ্ভিদ

ক. পরাভোজী : অর্কিড. খ. পরলম্বী : আলোকলতা

হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করে ও সবুজ পাতা দ্বারা বাতাস হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। তারপর সূর্যের আলো ও ক্লোরোফিলের সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদেরাই আপন দেহে তৈয়ারি করিয়া লয়। যেমন—অর্কিড গাছ (১২ ক চিত্র)।

Heterophyts

খ. **পরভোজী উদ্ভিদ** : এই সকল উদ্ভিদে দেহে সাধারণত ক্লোরোফিল থাকে না বলিয়া ইহারা খাদ্যও তৈয়ারি করিতে পারে না। ইহারা প্রধানত তিন প্রকার হয়।

✓১. **পরজীবী (Parasites)** : এই সকল উদ্ভিদে অপর উদ্ভিদের গায়ে জন্মায় এবং পোষক-উদ্ভিদের (Host-plant) দেহের ভিতর হইতে খাদ্য গুলিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে। ঐ সকল উদ্ভিদের কাণ্ড হইতে সাধারণত একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরু মূল (Haustoria) বাহির হয়। সেইগুলিই পোষক-গাছটির দেহ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও খাদ্য-রস আহরণ করে। উদাহরণ—আলোকলতা বা স্বর্ণলতা, চন্দন গাছ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া যে সকল ক্ষুদ্র জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে, তাহারাও কিন্তু একপ্রকার পরজীবী উদ্ভিদ।

✓২. **মৃতজীবী (Saprophytes)** : এই সকল উদ্ভিদে অল্প প্রাণী বা উদ্ভিদের মৃত ও গলিত দেহ বা দেহাংশের উপর, যেমন—পচা পাতা, পচা কাণ্ড, কিংবা



১৩৭ চিত্র II ব্যাঙের ছাতা

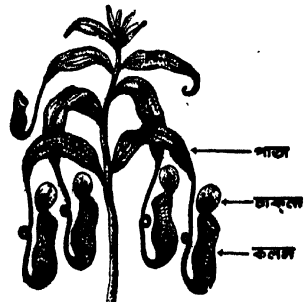
পচা চামড়া ইত্যাদির উপর জন্মায়; ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ এই শ্রেণীর।

৩. **পতঙ্গভুক (Insectivorous) উদ্ভিদ** : এই সকল উদ্ভিদ ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ শিকার করিয়া তাহাদের দেহের রস শোষণ করে।

ইহারা নিজের নিজের দেহের পাতা বা পাতার কোনও অংশকে রূপান্তরিত

করিয়া নানারকমের ফাঁদ তৈয়ারি করিয়া রাখে। কীট-পতঙ্গের সেই ফাঁদে কৌশলে বন্দী করিয়া, মারিয়া উহারা ইহাদের দেহের রস শোষণ করে। যেমন—কলস-উদ্ভিদ, ঝাঁজি, পাতা-ঝাঁজি, লুধ-শিশির ইত্যাদি।

ক. **কলস-উদ্ভিদ (Pitcher plants)** : ইহারা বীকং অথবা ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। অনেক ক্ষেত্রে রোহিণীও হয়। এই উদ্ভিদগুলি ভারতে বেশী নাই; মাজ থানি, অযন্তী ও গায়ো পাহাড়ে কিছু কিছু দেখা যায়।

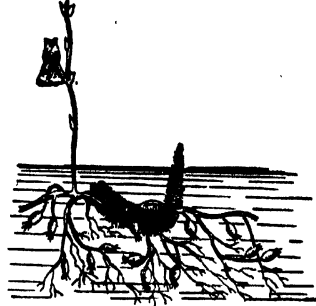


১৩৮ চিত্র II কলস-উদ্ভিদ

ইহাদের প্রতি পাতার প্রান্তভাগ রূপান্তরিত হইয়া সাধারণত চার হইতে আট ইঞ্চির মতো একটি কলস নির্মাণ করে। কলসের মুখের উপর একটি ঢাকনা থাকে।

কলসের ভিতরে মুখের একটু নীচেই অসংখ্য মন্থ রোম (Hairs) থাকে। রোমগুলির মাথা থাকে নীচের দিকে ঝুলানো। কলসের ভিতরে নীচের দিকে অসংখ্য গ্রন্থি (Gland) হইতে আরক-রস (Digestive juice) নিঃসৃত হয়।

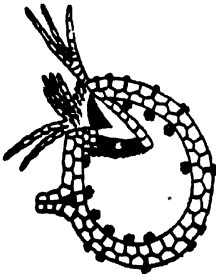
যখন কোনও পতঙ্গ কলসের মুখের কাছে রোমগুলির উপর বসে, তখনই পিছুলাইয়। কলসের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং আরক-রসে নিমজ্জিত হয়। পতঙ্গটিকে আরক-রসে পরিপাক (Digest) করিয়া কলসের ভিতরে ধীরে ধীরে অবস্থিত শোষণ-গ্রন্থি দ্বারা উহার রস শোষণ করিয়া কলস-উদ্ভিদেরা বাঁচিয়া থাকে।



ক

১৫৮ নং চিত্র ৥ ঝাঁজ

খ. ঝাঁজ (Bladder wort) : ইহারা জলজ বীজ। ভারতবর্ষে ইহাদের অনেক পাওয়া যায়। ইহাদের পাতা-গুলি হুতার মতো সৰু খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত। এই সকল খণ্ডাংশগুলি কতকগুলি ছোট ছোট (প্রায় ১ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত) থলিতে (Bladder) রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি থলিতে একটি করিয়া ফাঁদ-দুয়ার (Trap door) থাকে; ইহা বাহির হইতে চাপ দিলে খোলে, কিন্তু ভিতর হইতে বাহিরের দিকে চাপ দিলে খোলে না। ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ জলের সহিত একবার ফাঁদ-দুয়ার দিয়া থলির ভিতরে প্রবেশ করিলেই দুয়ারটি আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবে শিকার ধরিয়া ইহারা আরক-রসের সাহায্যে বন্দী-প্রাণীকে পরিপাক করিয়া রস শোষণ করে।



খ

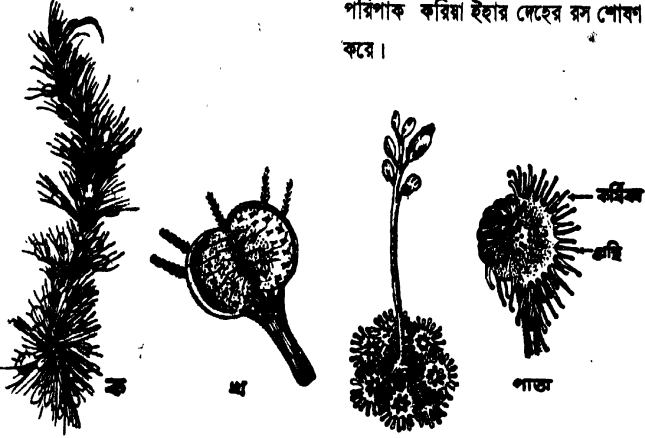
১৫৭ নং চিত্র ৥ ঝাঁজের থলি

গ. পাতা-ঝাঁজ (অ্যালড্রোভান্ডা—

Aldrovanda) : ইহারা জলজ বীজ। ভারতে কলিকাতার লবণ-হ্রদে (Salt-lake), সুন্দরবনের লোনা জলে ইহারা বাস করে। সারা পৃথিবীময় ইহাদের পাওয়া যায়, অনেক সময়ে মিঠা জলেও (যেমন, পূর্ববঙ্গে) ইহারা বাস করে। ইহাদের পাতায় মধ্য-শিরাটির (Mid-rib) দুই দিকে অনেক স্পর্শকাতর রোম (Hairs) থাকে। একটু স্পর্শ করিলেই পাতাটি মধ্য-শিরাটির দুই দিকে ভাঁজ হইয়া যায়। মধ্য-শিরাটি যেন কবজার কাজ করে। পাতার ঝক অনেক ছোট ছোট পরিপাক-গ্রন্থি (Digestive glands) আছে। পাতার একেবারে ধারগুলিতে ছোট ছোট দাঁতের

মতো খাঁজ কাটা আছে। খাঁজগুলির মাথা পাতার মধ্য শিরার নিকে। ইহা ছাড়া, পাতার বাহিরে অনেক শক্ত রোঁয়া (Bristles) পাতাকে সুরক্ষিত রাখে।

যখনই কোনও পতঙ্গ খোলা পাতার রোমগুলিতে বসে, তখনই পাতাটি বদ্ধ হইয়া প্রাণীটিকে বন্দী করে। পরে অন্তান্ত পতঙ্গভূক উদ্ভিদের মতো উহারাইহাকে পরিপাক করিয়া ইহার দেহের রস শোষণ করে।



১৩নং চিত্র। পাতা-খাঁজি

১৭নং চিত্র। সূর্য-শিশির

সূর্য-শিশির (Sundew or Drosera): ভারতবর্ষে মাত্র তিন রকমের সূর্য-শিশির পাওয়া যায়।

ইহার অতি ছোট, মাত্র কয়েক ইঞ্চি উচু বীজ্য জাতীয় উদ্ভিদ। ইহাদের পাতার উপরিভাগে কতকগুলি স্ত্যায় মতো সূক্ষ্ম কর্শিকা (Tentacles) থাকে। কর্শিকাগুলির অগ্রভাগে যে গ্রন্থি (Gland) থাকে তাহা হইতে ফোঁটা ফোঁটা রস নিঃসৃত হয়। এই রসবিন্দুগুলির উপর সূর্যের আলো পড়িলে উহার জল জল করে; এই জলই উদ্ভিদটির নাম সূর্য-শিশির।

যখনই কোনও কীট-পতঙ্গ এই জল-জলে রসবিন্দুকে যধু বা ঐ জাতীয় খাদ্যবস্তু বলিয়া ভুল করে এবং একবার ঐ পাতার উপর আসিয়া বসে, তৎক্ষণাৎ উহার কর্শিকার ঐ আঠালো রসে আটকাইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কর্শিকাকুলিও পাতার ভিতরের দিকে ঝাঁকিয়া কীটটিকে চাপিয়া ধরিয়া বন্দী করে। এইভাবে বন্দীকে শাসক করিয়া মারিয়া ইহার অন্তান্ত পতঙ্গভূক উদ্ভিদের মতো শিকারের দেহের রস পরিপাক ও শোষণ করে।

এইগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি পতঙ্গভূক উদ্ভিদ আছে; উহাদের কথা পরে জানিতে পারিবে।

উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ

সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদ

FLOWERING AND NON-FLOWERING PLANTS

সাধারণত উদ্ভিদ বলিতেই আমাদের এমন কতকগুলি গাছপালার কথাই মনে পড়ে যাহাদের দেহে মূল, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদি বিশেষ রকমের অঙ্গ আছে ; -পরিণত অবস্থায় যাহাদের মধ্যে মূল ফোটে, ফল হয় এবং ফলের বীজ হইতে নূতন একটি উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। আমাদের চারিপাশে এই রকমের উদ্ভিদের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু পৃথিবীতে এমনও অনেক হাজার হাজার রকমের উদ্ভিদ আছে যাহাদের দেহের মূল, কাণ্ড, পাতা—এইরূপ অঙ্গসকল কখনও থাকে না ; এমনকি তাহাদের কখনও কোনও ফুল, ফল ও বীজ হয় না। ফুল হয় না বলিয়া ইহারা কতগুলি বিশেষ রকম প্রক্রিয়ার জনন-কার্য সম্পাদন করে।

যে সকল উদ্ভিদের ফুল ফল ও বীজ হয় না তাহাদের **অপুষ্পক উদ্ভিদ** (Non-flowering plants or Cryptogams) বলে। যাহাদের ফুল ও বীজ হয়, তাহাদের **সপুষ্পক উদ্ভিদ** (Flowering plants or Phanerogams or Spermatophyta) বলে। পদ্ম, জবা, গোলাপ, ঝাউ, পাইন, বিলাতী ঝাউ ইত্যাদি অসংখ্য উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ক. সপুষ্পক উদ্ভিদ

সপুষ্পক উদ্ভিদেরা আবার দুই রকমের হয় : ১. **ব্যক্তবীজী** (Gymnosperm)

ও ২. **গুপ্তবীজী** (Angiosperm)।

১. **ব্যক্তবীজী** : এই সকল সপুষ্পক উদ্ভিদগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাহাদের মধ্যে কোনও ফল হয় না বলিয়া বীজগুলি অনাবৃত অবস্থায় থাকে। পাইন, বিলাতী ঝাউ, জুনিপার, অরকেরিয়া, সাইকাস ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর গাছগুলি এই জাতীয়।

২. **গুপ্তবীজী** : এই সকল উদ্ভিদের ফল হয় এবং ফলের মধ্যে বীজ থাকে বলিয়া বীজগুলি আবৃত অবস্থায় থাকে।

গুপ্তবীজী উদ্ভিদকে আবার দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় : ক. **একবীজপত্রী** (Monocotyledons) ও খ. **দ্বিবীজপত্রী** (Dicotyledons)।

ক. **একবীজপত্রী** : একবীজপত্রী উদ্ভিদগুলির বাজে একটি করিয়া বীজপত্র (Cotyledon) থাকে ; যেমন,—নারিকেল, ছপারি, ধান, কুট্টা, কলা, কচু ইত্যাদি।



১৮৭৭ চিত্র II সাইকাস গাছ

৪. **দ্বিবীজপত্রী :** এই উদ্ভিদগুলির বীজে দুইটি করিয়া বীজপত্র থাকে, যেমন,—আম, কাঁঠাল, নিম, কুল, তেঁতুল, শিম, মটর, রেড়ি ইত্যাদি।

অপুষ্পক উদ্ভিদ

অপুষ্পক উদ্ভিদের তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. **সমাজদেহী উদ্ভিদ (Thallophyta) :** এই উদ্ভিদগুলির দেহে মূল, কাণ্ড ও পাতা থাকে না। ইহাদের দেহ একটি বা অনেকগুলি কোষদ্বারা গঠিত মাত্র। ইহাদেরই সর্বনিম্ন স্তরের উদ্ভিদ বুলিয়া গণ্য করা হয়। ইহারা আবার দুই প্রকার :

শৈবাল (Algae) : ইহাদেরই চলিত ভাষায় শেওলা বলে।

শৈবালেরা সাধারণত সবুজ রঙের হয় ; কারণ ইহাদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে এবং ইহারা স্বভোজী উদ্ভিদ। পচা জল, পুকুর, খাল, বিল, হ্রদ, নদী, সাগরে প্রচুর শৈবাল জন্মায়। ইহা ছাড়া যে কোনও স্ফাটসৈতে ভিজা মাটিতে শৈবাল জন্মিতে পারে।



১১নং চিত্র ॥ শৈবাল (অপুষ্পক বস্তুর নীচে)

স্পাইরোগাইরা (Spirogyra)

নামক (১২নং চিত্র) শৈবালটি পুকুরে, ভোবায় ও নালায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

ছত্রাক (Fungus) : অনেক রকম সমাজদেহী উদ্ভিদ আছে। তাহাদের দেহে কোনও ক্লোরোফিল নাই বলিয়া তাহারা বর্ণহীন। ইহাদের ছত্রাক বলে।



২০নং চিত্র ॥ ব্যাঙের ছাতা জাতীয় ছত্রাক



২১নং চিত্র ॥ পেনিসিলিনিয়াম জাতীয় ছত্রাক

ছত্রাকেরা পরভোজী উদ্ভিদ—সাধারণত মৃতজীবী। ব্যাঙের ছাতা এইজাতীয়। ইহা ছাড়া পচা-কুটি, কল বা চাষভার উপর অনেক সময় বর্ষাকালে যে সাদা ছাতা পড়ে তাহারাও এক রকমের ছত্রাক। আজকাল এই ছত্রাক হইতে অনেক ঔষধ উৎপাদন করা হইতেছে, যেমন পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইত্যাদি।

২. মস জাতীয় উদ্ভিদ (Bryophyta) : ইহারা সমানদেহী উদ্ভিদগণ

হইতে অনেক উন্নত ধরনের। ইহাদের দেহে কাণ্ড ও পাতা আছে, কিন্তু কোনও মূল নাই। মস (Moss) এই জাতীয় উদ্ভিদ। বর্ষাকালে তিজা দেওয়ালে যে সবুজ ও ডেলডেটের মতো নরম আন্তরণ জন্মিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারাই মস (২২নং চিত্র)।

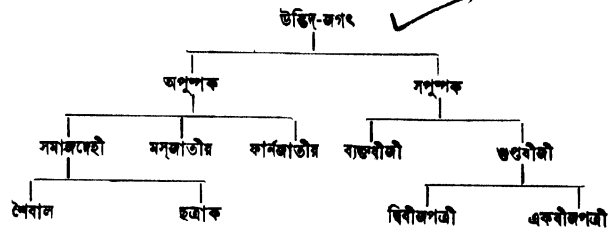
৩. ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ (Pteridophyta) : ইহা মস হইতেও উন্নত ধরনের। ইহাদের দেহে মূল ও কাণ্ড পাতা থাকে। ফার্নগাছ ইহার একটি উদাহরণ (২৩নং চিত্র)।



২২নং চিত্র ॥ মস

২৩নং চিত্র ॥ ফার্ন

নিম্নে ছকের সাহায্যে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের নাম দেওয়া হইল।



অণুবীক্ষণ যন্ত্র [MICROSCOPE]

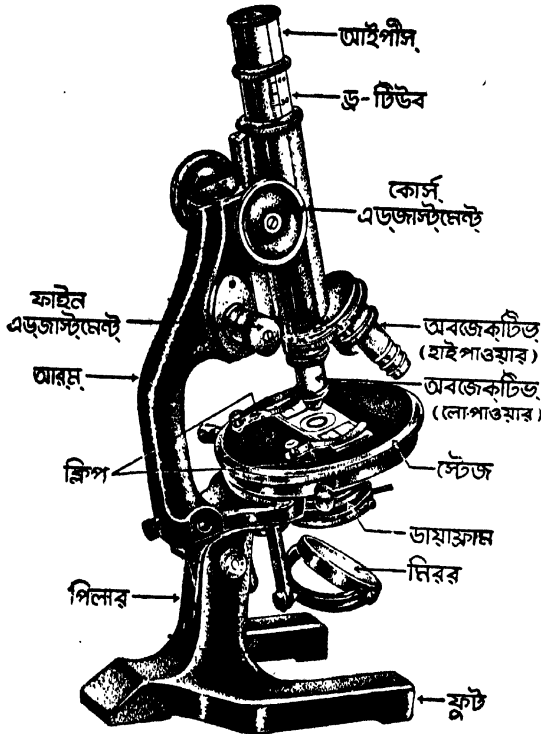
যে যন্ত্রের সাহায্যে খুব ছোট ও সূক্ষ্ম কোনও বস্তুকে অনেক বড় করিয়া দেখান যায়, তাহাকেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে (অণু=কুদ্রতম অংশ, বীক্ষণ=দেখা)।

যন্ত্রের বিবরণ

এই যন্ত্রের প্রধান অংশই হইতেছে ইহার দুইটি শক্তিশালী উত্তল (Biconvex) লেন্স (Lens)। এই লেন্স দুইটি ছাড়াও ইহার আরও কয়েকটি অংশ আছে। যেমন—

১. বেস (Base) বা ফুট (Foot) : সমগ্র যন্ত্রটি একটি বোড়ার খুন্দের মতো আকারের জিতের উপর ঠাঁড়াইয়া আছে; ইহাকেই যন্ত্রের বেস (Base) বা ভিত্তি কিংবা ফুট (Foot) বলে। বেস হইতে একটি অংশ ঠাড়াভাবে অল্প উপরে উঠিয়া আছে; তাহাকে বলে পিলার (Pillar) বা স্তম্ভ।

২. স্টেজ (Stage) বা প্লাটফর্ম (Platform) : পিলারের একবার হইতে সমস্তলের সহিত প্রায় সমান্তরাল করিয়া একটি পোলাকার কিংবা চতুর্ভুজ ও বর্গাকার লাগানো আছে, ইহাকে স্টেজ (Stage) বা প্লাটফর্ম (Platform) বলে। স্টেজের ঠিক মধ্যস্থলে একটি গোল ছিদ্র আছে। স্টেজের উপরে দুইটি ক্লিপ (Clip) আছে।



২৪নং চিত্র ৥ অণুবীক্ষণ যন্ত্র

৩. ডায়াফ্রাম (Diaphragm) : স্টেজের নীচের পিঠ-সংলগ্ন এমন একটি ব্যবস্থা রহিয়াছে, যাহার সাহায্যে স্টেজের ছিদ্রটিকে ইচ্ছামত ছোট ও বড় করা যায়। এই ব্যবস্থাকেই ডায়াফ্রাম (Diaphragm) বলে।

৪. মিরর (Mirror) বা দর্পণ : ডায়াফ্রামের কিছু নীচে একটি দর্পণ স্থাপন করা আছে। ইহাকে ইচ্ছামত নাড়িয়া-চাড়িয়া স্টেজের ছিদ্রটির মধ্যে আলো প্রতিফলিত (Reflect) করা যায়।

৫. আর্ম (Arm) : পিলারের যেদিকে স্টেজ লাগানো আছে তাহার

এইবার রাইডটিকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের স্টেজের উপর এমনভাবে রাখ যেন কন্ডার-লেন্স দ্বারা ঢাকা অংশটুকু ছিদ্রটির উপরে পড়ে। স্টেজের লেন্স দুইটি দ্বারা রাইডটিকে



২৫খ নং চিত্র ॥ কন্ডার-

লেন্স (গোল ও চতুর্ভুজ) আই-পীসে চোখ রাখিয়া দেখিবে আলো আসিতেছে কিনা। প্রয়োজনমত ডায়াক্রাম দ্বারা ছিদ্রটি ছোট বড় করিয়া আলোকের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যায়। এক্ষেত্রে ডায়াক্রাম একেবারে খুলিয়া আলো আসিতে দাও।

এইবার আই-পীস হইতে চোখ সরাইয়া সাবধানে বড় জু-জোড়া ঘুরাইয়া লো-পাওয়ার অবজেক্টিভ-লেন্স লাগানো অবস্থায় ড্র-টিউবটিকে স্টেজের কাছাকাছি একেবারে রাইডের কিছু উপর পর্যন্ত নামাইয়া আন। খুব সাবধানে লক্ষ্য রাখ, যেন লো-পাওয়ার অবজেক্টিভ লেন্সটি কোনক্রমেই রাইডকে এতটুকুও স্পর্শ না করে। অসাবধানে লেন্সের ক্ষতি হইতে পারে। বরাবর আই-পীসের উপর চোখ রাখিয়া বড় জু দুইটি ঘুরাইয়া ধীরে ধীরে ড্র-টিউবটিকে উপরে তুলিতে থাক। দেখিবে এক স্থানে ফোকাস্ টিক হইয়াছে এবং রাইডে রাখা বস্তুও কত স্পষ্ট ও বড় দেখাইতেছে।

এইবার নোজ-পীস ঘুরাইয়া লো-পাওয়ার লেন্সটি সরাইয়া হাই-পাওয়ার লেন্সটিকে (দেখিতে বড়) টিকমত বসাও। আই-পীসে চোখ রাখিয়া ছোট জু-জোড়া সাবধানে ঘুরাইয়া ফোকাস্ কর, দেখিবে যে, ঐ বস্তুটিই আরও কত বড় দেখাইতেছে। মনে রাখিবে, কোনও সময়ে হাই-পাওয়ারে দেখিবার সময় বড় জু ব্যবহার করিবে না, তাহাতে লেন্স ও রাইডের সংঘর্ষে রাইড জাড়িবে, লেন্সও নষ্ট হইয়া যাইবে। হাই-পাওয়ারে দেখিবার আগে সর্বদা লো-পাওয়ারে (Low Power) ফোকাস্ (Focus) করিয়া, তারপর ছোট জু সহযোগে হাই-পাওয়ারে (High Power) ফোকাস করিবে।

অনুশীলনী

1. Describe the geographical distribution of plants on earth.
(পৃথিবীতে উদ্ভিদের ভৌগোলিক বণ্টন বর্ণনা কর।)

✓ 2. What is meant by hydrophytes? State their peculiarities.
(জলজ উদ্ভিদ বলিতে কি বুঝায়? ইহার বৈশিষ্ট্য কি কি?)

3. How many types of land plants are there? State the peculiarities. (স্থলজ উদ্ভিদ কত রকমের হয়? উহাদের বৈশিষ্ট্য কি কি?)

4. What is meant by mangrove forest? State the peculiarities of the plants belonging to it. (ম্যানগ্রোভ অরণ্য বলিতে কি বুঝায়? এই অরণ্যের উদ্ভিদগুলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।)

5. What do you understand by the term 'substratum'? Describe the different types of substrata you have studied. (অন্তঃস্তর বলিতে কি বুঝ? বিভিন্ন রকমের অন্তঃস্তর সম্পর্কে বাহা জ্ঞান, বর্ণনা কর।)

✓6. Describe the various types of forms and nature of stems. (কাণ্ডের বিভিন্ন রকমের আকৃতি ও প্রকৃতি বর্ণনা কর।)

✓7. Classify the plants on the basis of their duration period of life. (আয়ুফাল অনুযায়ী উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস কর।)

✓8. What do you understand by the terms 'Autophyte' and 'Heterophyte'? Describe various types of Autophytic and Heterophytic plants. (স্বভোজী ও পরভোজী উদ্ভিদ কাদের বলে? বিভিন্ন রকমের স্বভোজী ও পরভোজী উদ্ভিদ বর্ণনা কর।)

✓9. Classify the plant kingdom. (উদ্ভিদ-জগতের শ্রেণীবিন্যাস কর।)

10. Describe how the insectivorous plants capture insects. Describe the structure of insect-capturing organs in at least four such plants found in India. (পতঙ্গভুক উদ্ভিদেরা কি করিয়া পতঙ্গ শিকার করে? ভারতবর্ষে পাওয়া যায় এমন চারিটি পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পতঙ্গ শিকারের অঙ্গ বর্ণনা কর।)

11. What is a microscope? Name the different parts of it. (অণুবীক্ষণ যন্ত্র কাকে বলে? ইহার বিভিন্ন অংশগুলির নাম বল।)

✓12. Write notes on (টীকা লিখ):

(a) Epiphytic, parasitic and saprophytic plants (পরাজীবী, পরজীবী ও মৃতজীবী উদ্ভিদ), (b) Pneumatophore (বাসস্থল), (c) Viviparous germination (জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম), (d) Amphibious plants (উভচর উদ্ভিদ), (e) Creepers and climbers (ব্রতভী ও রোহিণী উদ্ভিদ)।

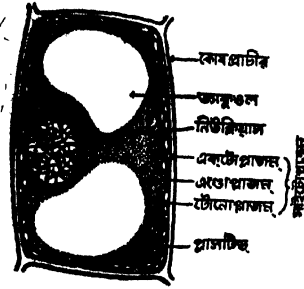
দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনের একক

Unit of Life

উদ্ভিদের কোষ [PLANT CELL]

তোমাদের বিজ্ঞানকের দালানটি যেমন কতকগুলি ইট পর পর সাজাইয়া নির্মাণ করা হইয়াছে, ঠিক তেমনই সমস্ত জীবদেহও অতি ক্ষুদ্র কতকগুলি প্রকোষ্ঠের মতো



২৩২ চিত্র ৥ উদ্ভিদের কোষ

আকারের পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই অতি ক্ষুদ্র পদার্থগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। উহাদেরই কোষ বা Cell বলে।

পূর্বেই জানিয়াছি, এই কোষের মধ্যে একপ্রকার গাঢ়, অর্ধ-তরল জেলীর মতো পদার্থ দেখা যায়, উহাকেই প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) বলে। এই প্রোটোপ্লাজমই জীবদেহের সার পদার্থ,

কেমনা প্রোটোপ্লাজম ব্যতীত জীবনের কোনও অস্তিত্ব থাকে না।

জীবনের একক কাকে বলে

উদ্ভিদের (ও প্রাণীদের) দেহ যে কোষগুলির দ্বারা নির্মিত উহাদের এক-একটিকে জীবনের একক (Unit of life) বলা যায়। কিংবা আন্তঃ খুলিয়া বলিলে, একটি কোষকে জীবদেহের গঠন (Structure) এবং জৈবনিক কার্যের (Vital functions) একক বলিতে পারা যায়। কেমনা, যেমন বিরাট অট্টালিকার এক-একটি ইটকে আমরা ঐ অট্টালিকার গঠনের (Structure-এর) এক-একটি একক বলিতে পারি, ঠিক তেমনই প্রতিটি কোষকেও আমরা জীবদেহের গঠনের একক (Structural unit) বলিতে পারি। আবার, জীবদেহের প্রতিটি কোষেই অতি মূহুর্তে নানা প্রকার বিপাক-ক্রিয়া (Metabolic activities) চলিতেছে, অর্থাৎ প্রতিটি কোষে জীবনের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী অহরহ চালাইতেছে এবং সকল কোষের এই সমষ্টিগত কার্যাবলীই সমগ্র জীবদেহে 'জীবন' নামে বিকশিত হইতেছে। যেহেতু প্রতিটি কোষই জীবদেহের

সমষ্টিগত জৈবনিক ক্রিয়ায় কিছু প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতেছে, সেই কারণেই কোষকে জৈবনিক কার্যের এককও (Functional unit) বলা হয়।

এক কথায়, কোষ বলিতে জীবদেহের আকৃতি (বা গঠনের) এবং জীবদেহের জৈবনিক ক্রিয়ার একককে (Structural and functional unit of an organism) বুঝায়। অথবা শুধুমাত্র জীবনের একককে (Unit of life-কে) বুঝায়।

কোষ-প্রাচীর (Cell-wall) : প্রতি কোষের চারিদিকে প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরিয়া সেলুলোজ দ্বারা গঠিত একটি শক্ত দেওয়াল বা প্রাচীর থাকে ; উহাকেই কোষ-প্রাচীর (Cell-wall) বলে। যদিও কোষের মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম জীবিত পদার্থ, কোষের চারিদিকে কোষপ্রাচীরটি কিন্তু জড়। কোষপ্রাচীর কোষের চারিদিকে একটি শক্ত আবরণ সৃষ্টি করিয়া প্রতি কোষকে একটি বিশেষ আকৃতি ও দৃঢ়তা প্রদান করে। প্রাণীদের দেহের কোষে কিন্তু এই রকম শক্ত কোষ-প্রাচীর নাই। তাহাদের কোষের চারিপাশে একটি অপেক্ষাকৃত পাতলা আবরণী থাকে বটে, কিন্তু তাহা উদ্ভিদের কোষ-প্রাচীরের মতো শক্তও নয় কিংবা সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত নয়। তাহারা বরং প্রোটোপ্লাজম দ্বারাই তৈয়ারী এবং তাহাদের প্রাণ আছে। এই আবরণীকে কোষ-আবরণী (Cell membrane) বলে। পরে জানিতে পারিবে যে, কোনও কোনও নিমন্তরের অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের দেহেও কোষ-প্রাচীর থাকে না।

আবার সমস্ত রকম উদ্ভিদেই আর এক প্রকারের কোষ উৎপন্ন হয়, উহারা উদ্ভিদের বংশ-বিস্তারের জন্য দায়ী, উহাদেরও কোনও কোষ-প্রাচীর থাকে না। ইহাদের **নগ্ন-কোষ (Naked cell : ২৭নং চিত্র)** বলে।

উদ্ভিদের জীবন্ত দেহে কিন্তু এইরূপ জীবিত কোষসমূহ ছাড়াও অনেক মৃত কোষ আছে বাহাদের মধ্যে কোনও প্রোটোপ্লাজম থাকে না। ইহাদের **মৃত-কোষ (Dead cell)** বলে।

এককোষী ও বহুকোষী উদ্ভিদ

UNICELLULAR AND MULTICELLULAR PLANTS

আমাদের চারিদিকে অনেক স্পন্দদেহী উদ্ভিদ আছে বাহাদের দেহ একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত। ইহাদের **এককোষী উদ্ভিদ (Unicellular plants)** বলে। ইহারা অতি নিমন্তরের উদ্ভিদ। যেমন, ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) বা কোনও কোনও শৈবাল বা শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ।

যে সকল শেওলা ও উচ্চতর শ্রেণীর উদ্ভিদের দেহ, যেমন মসৃ-জাতীয়, কর্ন-জাতীয় কিংবা সপুষ্পক উদ্ভিদের দেহ বহু সংখ্যক কোষ দ্বারা নির্মিত, উহাদের **বহুকোষী উদ্ভিদ (Multicellular plants)** বলে।

প্রোটোপ্লাজম [PROTOPLASM]

প্রোটোপ্লাজমের উপস্থিতি ও জীবনের অস্তিত্ব কথা দুইটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি ছাড়া আর একটি থাকিতে পারে না। জীবের সকল জৈবধর্ম পালনের জন্য একমাত্র প্রোটোপ্লাজমই দায়ী। এই প্রোটোপ্লাজম একটি রহস্যময় পদার্থ। কেননা, যদিও তাহার সবন্ধে অনেক কিছুই জানিতে পারা গিয়াছে, কিন্তু এত জানিয়াও বুঝিমান যাহুব আজও পর্যন্ত তাহার সব কিছু রহস্যকে জানিতে বা বুঝিতে পারিতেছে না। জীবনের সকল রকমের আশ্চর্যজনক রহস্য ঐ প্রোটোপ্লাজমেই লুকাইয়া আছে এবং এমনভাবে আছে যে, বৈজ্ঞানিকেরা বহুকাল ধরিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও সকল রহস্যের সমাধান করিতে পারিতেছেন না। প্রোটোপ্লাজমের গুণ সবন্ধে এখন একটু একটু করিয়া আলোচনা করিব।

প্রোটোপ্লাজমের গুণ [PROPERTIES OF PROTOPLASM]

প্রোটোপ্লাজম অনেকটা ঘন, অর্ধ-তরল, দানাদার (Granular), আঠালো ও ঈষদচ্ছ (Translucent) পদার্থ।

রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রোটোপ্লাজমের প্রায় ৮০% জাগই গুণু জল। এই জলে অনেক প্রকার জটিল যৌগিক পদার্থ (Chemical compounds) মিশ্রিত। জল ছাড়া নিম্নলিখিত যৌগিক পদার্থগুলি দ্বারা প্রোটোপ্লাজম গঠিত : ১. কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) অথবা শর্করা জাতীয় পদার্থ, ২. প্রোটিন (Protein) বা আমিষ জাতীয় পদার্থ, ৩. ফ্যাট (Fat) বা চর্বিজাতীয় পদার্থ, ৪. অনেক রকমের অজৈব লবণ (Inorganic salts)। এই যৌগিক পদার্থগুলি আবার নিম্নলিখিত মৌলিক উপাদানগুলি (Elements) দিয়া তৈয়ারী হয় : ✓

— কার্বোহাইড্রেট : কার্বন (Carbon), হাইড্রোজেন (Hydrogen) ও অক্সিজেন (Oxygen)।

প্রোটিন : কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন (Nitrogen) [কখনও কখনও সালফার (Sulphur) বা গন্ধক ও ফসফরাস (Phosphorus) উপস্থিত থাকে।]

ফ্যাট : কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

অজৈব লবণসকল : পটাসিয়াম (Potassium), ক্যালসিয়াম (Calcium), ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium), রৌহ (Iron) ইত্যাদি।

জল : হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

তাহা হইলে বলা বাইতে পারে যে প্রোটোপ্লাজম প্রধানত নিম্নলিখিত মৌলিক উপাদানগুলি (Elements) দিয়া তৈয়ারী :

কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার বা গন্ধক, ফসফরাস, ক্যাল-সিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ।

দেখা যাইতেছে যে, প্রোটোপ্লাজম নিজে সজীব পদার্থ হইলেও ইহা কতকগুলি জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত হয়। এই জড় পদার্থগুলি এমন কোনও একটি বিশেষ অনুপাতে (Ratio) মিশ্রিত হইয়া প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহাতে জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। পরীক্ষাগারে আমরা ঐ জড়পদার্থগুলি মিশ্রিত করিয়া প্রোটোপ্লাজম তৈয়ারী করিতে পারি কি? বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, ভবিষ্যতে ইহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধা এই যে, ঐ জড় পদার্থগুলিকে কি অনুপাতে পরস্পরের সহিত মিশাইতে হইবে তাহা এখনও কেহ সঠিকভাবে জানিতে পারেন নাই।

ইহার কারণ এই যে, কোষের মধ্যস্থ সজীব প্রোটোপ্লাজমকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করিতে গেলেই ইহার মৃত্যু হয়; মৃত্যু হইলে প্রোটোপ্লাজম জড় বস্তুতেই পরিণত হইল। ফলে, ইহার সেই রহস্যময় অনুপাতটির পরির্জন ঘটে। কাজেই, প্রোটোপ্লাজমকে কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারি করা সম্ভব হয় নাই; প্রোটোপ্লাজমই প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি করিতে পারে।

দেখা গিয়াছে যে, প্রোটোপ্লাজমকে পোড়াইলে অ্যামোনিয়া গ্যাস (Ammonia) বাহির হয়। বাহির হইতে কোনও উত্তেজক (Stimulus) প্রয়োগ করিলে ইহা সঙ্কুচিত হইয়া সাড়া দিতে পারে। অধিক তাপ বা অ্যালকোহল প্রয়োগ করিলে ইহার মৃত্যু হয়। তখন তাহা জমিয়া ডিমের সাদা অংশের মতো ঘন পদার্থে পরিণত হয়। আবার, জলের পরিমাণ কমিয়া গেলে প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে জীবনের কোনও সাড়া পাওয়া যায় না, তখন তাহা অনেকটা জড় বস্তুর মতো নির্জীবতা প্রাপ্ত হয়; ইহাকেই প্রোটোপ্লাজমের স্থপ্ত অবস্থা (Dormant condition) বলে। আবার জল প্রয়োগ করিলেই স্থপ্ত কাটিয়া তাহাতে সজীবতা ফিরিয়া আসে। অনেক সময়ে জলের অভাবে মৃত্যুও হইতে পারে; তখন আর সজীবতা ফিরিয়া আসে না।

প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর এই খেলা এখনও বৈজ্ঞানিকদের কাছে পরম রহস্যময়। বড় হইয়া এ সম্বন্ধে আরও জানিতে পারিবে।

প্রোটোপ্লাজমের কয়েকটি প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষা

১. **অ্যাক্সো-প্রোটিন পরীক্ষা (Xantho-Protein Test):** প্রোটোপ্লাজমে নাইট্রিক অ্যাসিড (Nitric acid) প্রয়োগ করিয়া উত্তাপ দিলে উহা হলুদ বর্ণ ধারণ করিবে। তখন ইহাকে ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে অ্যামোনিয়া (Ammonia) প্রয়োগ করিলে হলুদ রঙ পরিবর্তিত হইয়া কমলা রঙ হইবে।

২. মিলনের পরীক্ষা (Millon's Test): প্রোটোপ্লাজমের মিলনের রি-এজেন্ট (Millon's Reagent, অর্থাৎ পারদের নাইট্রেট) যোগ করিয়া উত্তাপ দিলে উহা তৎক্ষণাৎ সূর্যকির মতো লাল (Brick-red) হইবে।

৩. প্রোটোপ্লাজমের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric acid) ও ইন্সুর (Cane sugar) মিশ্রিত করিলে ইহা গোলাপের মতো লাল বর্ণ ধারণ করে।

৪. প্রোটোপ্লাজমের সহিত আয়োডিন দ্রব্য (Iodine solution) মিশ্রিত করিলে ইহা পিচ্ছলাক্ত হরিজা (Brownish yellow) বর্ণ ধারণ করে।

৫. প্রোটোপ্লাজমে কস্টিক পটাস (Caustic potash) ও ইউ-ডি-ক্যাল্ডেল (Eau-de-javelle—an aqueous solution of sodium hypochlorite) প্রয়োগ করিলে ইহা দ্রবীভূত (dissolve) হইয়া স্বচ্ছ হইয়া আসে।

✓ প্রোটোপ্লাজমের চলন [MOVEMENT OF PROTOPLASM]

জীবিত প্রোটোপ্লাজম কখনই স্থির হইয়া থাকে না; সর্বদাই জীবনী-শক্তিতে চঞ্চল হইয়া নড়া-চড়া করে। প্রোটোপ্লাজমের এই চঞ্চলতা ও নড়াচড়াকেই তাহার চলন (Movement) বলে।

কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও সকল কোষের মধ্যে এই চলন-ক্রিয়া স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। নয়-কোষে সাধারণত ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

নয়-কোষের চলন দুই প্রকারের :

✓ক. সিলিয়ারী (Ciliary): নয়-কোষের বাহিরে সাধারণত একটি দুইটি বা অনেকগুলি প্রোটোপ্লাজম-নির্মিত অতি সূক্ষ্ম সূতার মতো অংশ থাকে, উহাদের সিলিয়া (Cilia) বা রোম বলে। সিলিয়া বা রোমের সাহায্যে সমগ্র কোষটি জলের মধ্যে সাঁড়রাইয়া চলাফেরা করিতে পারে, উহাকেই সিলিয়ারী চলন বলে। মস্ বা ফার্নজাতীয় উদ্ভিদে যে পুং জনন-কোষের প্রজনন কার্য ঘটায় উহাদের এবং কয়েক রকমের এককোষী শৈবালের মধ্যে এইরূপ চলন দেখা যায়।

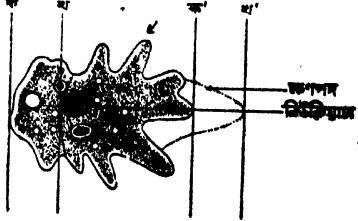


২৭৯ চিত্র ৥ নয়-কোষে রোম

✓খ. অ্যামিবিয়ড (Amoeboid): অ্যামিবি নামক একপ্রকার অতি নিরন্তরের সূক্ষ্ম ও এককোষী প্রাণীর নাম হইতেই এইরূপ চলনের নাম অ্যামিবিয়ড চলন হইয়াছে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় যে, অ্যামিবিাদের কোনও নির্দিষ্ট আকার নাই; যখন যেদিকে খুশি উহাদের কোষ-আবরণী ও প্রোটোপ্লাজম বিভিন্ন দিকে বিকশিত হইয়া অস্থায়ী অঙ্গপদের (Pseudopodia) সৃষ্টি করে। এই সকল অঙ্গপদের সাহায্যে

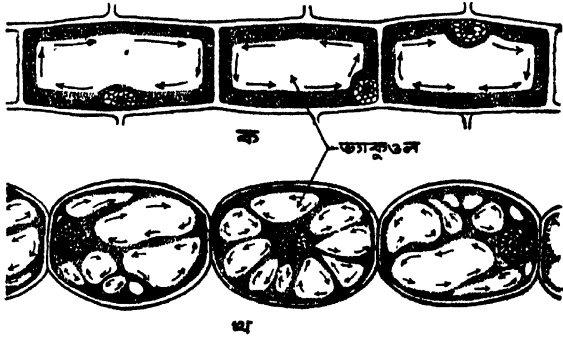
ইহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলাফেরা করিতে পারে। ধর, পাশের ২৮নং চিত্রে একটি অ্যামিবা ক' স্থানে অবস্থান করিতেছে। ক' স্থান হইতে তাহার ক্ষণপাট প্রসারিত হইয়া খ' স্থানে পৌঁছিল। সেই সঙ্গে আয়তন ঠিক রাখিবার জন্য ক' হইতে প্রোটোপ্লাজম কোষ-আবরণীসহ সংকুচিত হইয়া খ' স্থানে উপস্থিত হইল। দেখ, অ্যামিবাটি ক' হইতে



২৮নং চিত্র ॥ অ্যামিবারেড চলন

খ' স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ চলনকেই অ্যামিবিয়ড চলন বলে। উদ্ভিদ-জগতে মিক্সোমাইটিস নামক এক জাতীয় শৈবালে এইপ্রকার চলন দেখা যায়।

✓ **আবর্তন (Cyclosis) :** উপরে যে দুই প্রকার চলনের কথা বলা হইল ইহারা ছাড়াও আর এক প্রকারের চলন আছে। এইরূপ চলন যে-সকল কোষে স্পষ্ট কোষ-প্রাচীর আছে শুধু তাহাতেই ঘটে। এই সকল কোষেরা এই চলন-প্রক্রিয়া দ্বারা নব-কোষের মতো এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলাফেরা করে না; ইহাদের কোষ-প্রাচীরের সীমার মধ্যেই প্রোটোপ্লাজম চঞ্চলভাবে চলাফেরা করে। এইরূপ চলনকে **আবর্তন (Cyclosis)** বলে। জলজ উদ্ভিদের কোষে ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।



২৯নং চিত্র ॥ প্রোটোপ্লাজমের আবর্তন

ক. ঘূর্ণগতি : পাতা-শেওলায় পাতার কোষসমূহ

খ. আবর্তগতি : ট্রাডেস্ক্যান্সিয়ার ফুলের গুঁহ কেন্দ্রের পাশে রোমসমূহ

আবর্তন দুই প্রকার :

✓ **ক. ঘূর্ণগতি (Rotation) :** যখন প্রোটোপ্লাজম কোষ-প্রাচীরের দ্বারা ঘিরে একটি বড় ভ্যানকুডকে ঘিরিয়া কোনও একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়, তখনই

তাহাকে স্বর্ণগতি বলে। উদাহরণ, পাজা-শেওলা (Vallisneria), কীজি (Hydrilla) ইত্যাদি।

✓ খ. আবর্তগতি (Circulation): যখন কোনও কোষের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট ভ্যাকুওলকে ঘিরিয়া আলাদা আলাদাভাবে প্রোটোপ্লাজমের অনেকগুলি স্রোত অনির্দিষ্ট দিকে ও অনিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় তাহাকেই আবর্তনগতি বলে। ট্যাডেনস্ক্যান্সিয়া (Tradescantia) নামক গাছের ফুলের পুং-কেশরের গায়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম থাকে তাহার প্রতি কোষে এই গতি দেখা যায়। ফুঁড়া গাছের কাণ্ডের রোমের কোষেও এইরূপ গতি দেখিতে পাওয়া যায়।

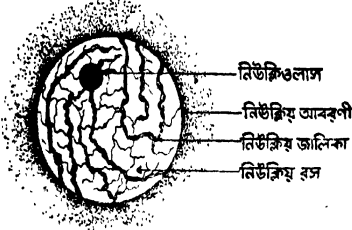
প্রোটোপ্লাজমিয় বস্তুসকল [PROTOPLASMIC CONTENTS]

প্রোটোপ্লাজমের অন্তর্গত তিন রকমের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রোটোপ্লাজমিয় উপাদানস্বরূপ গঠিত এবং সেই কারণেই সম্ভাব্য। বস্তুগুলি নিম্নরূপ: ১. নিউক্লিয়াস (Nucleus), ২. প্লাসটিড (Plastid) ও

৩. সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)।

১. নিউক্লিয়াস [NUCLEUS]:

নিউক্লিয়াস প্রোটোপ্লাজমের একটি ঘন ও বিশেষ গুণসম্পন্ন অংশ। সাধারণত ইহারা গোলাকার কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে একটু লম্বাটেও হইতে পারে। একটি কোষে সাধারণত একটি নিউক্লিয়াসই থাকে, কিন্তু কোনও কোনও নিমন্তরের উদ্ভিদের কোষে একটির বেশীও নিউক্লিয়াস থাকে।



৩০০ চিত্র ৥ নিউক্লিয়াসের গঠন

গঠন: ইহার গঠন নিম্নরূপ:

ক. নিউক্লিয় আবরণী (Nuclear membrane): নিউক্লিয়াসের চারিদিকে একটি পাতলা আবরণী ইহাকে প্রোটোপ্লাজমের বাকি অংশ হইতে পৃথক করিয়া রাখে। ইহাকেই নিউক্লিয় আবরণী বা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বলে।

খ. নিউক্লিয় রস (Nuclear sap বা Nucleoplasm): নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তর একপ্রকার স্বচ্ছ ও অর্ধ-তরল পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। তাহাকেই নিউক্লিয় রস বা নিউক্লিয় তাপ বলে।

গ. নিউক্লিয় জালিকা (Nuclear reticulum): নিউক্লিয় রসের মধ্যে

ভাসমান যে ক্ষুদ্র স্রুতার জালের মতো একপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই নিউক্লিয়াস বলা হয়।

৪. **নিউক্লিওলাস (Nucleolus)**: নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে সাধারণত একটি বা একাধিক সংখ্যক যে গোলাকার ঘন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের নিউক্লিওলাস বলে।

কার্য: ১. নিউক্লিয়াস প্রোটোপ্লাজমের সকল জৈবনিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই নিউক্লিয়াস প্রোটোপ্লাজমের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। উহাকে বাদ দিয়া কোনও কোষই বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

২. একটি কোষ বিভক্ত হইয়া যখন আর একটি নূতন কোষ উৎপন্ন করে, সেই সময়ে নিউক্লিয়াসও সেই কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

৩. নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে নিউক্লিয় জালিকার মধ্যে সকল জীবের বংশগত গুণগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ায় রক্ষিত হয়। এই বংশগত গুণাবলী নিউক্লিয় জালিকার মাধ্যমেই এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে, পিতামাতা হইতে সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

৪. জনন-ক্রিয়ার সময়েও নিউক্লিয়াস অনেক প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে।

৩. প্লাসটিড [PLASTID]

প্লাসটিড প্রোটোপ্লাজমেরই অংশ বিশেষ এবং দেখিতে সাধারণত গোলাকার দানার মতো। ইহারা সজীব; তাই একটি প্লাসটিড হইতেই আর একটি প্লাসটিড জন্মলাভ করিতে পারে; ইহা ব্যতীত নূতন করিয়া তাহাদের সৃষ্টি হইতে পারে না। এক ছত্রাক জাতীয় (ব্যাক্টেরিয়ার জাতীয়) উদ্ভিদ ছাড়া সকল উদ্ভিদের কোষেই ইহারা থাকে। প্রাণীদের কোষে কিন্তু ইহারা কখনও থাকে না।

প্লাসটিড সাধারণত তিন প্রকারের : ক. ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) খ. ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast) ও গ. লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast)।

✓ক. ক্লোরোপ্লাস্ট (সবুজ প্লাসটিড বা সবুজ কণিকা): ইহাদের বর্ণ সবুজ। কারণ, এই ক্লোরোপ্লাস্টগুলির মধ্যে একপ্রকার সবুজ রঙের পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহাকে ক্লোরোফিল (Chlorophyll) বলে। ক্লোরোফিলের সাহায্যেই গাছ সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে কার্ব-ডাই-অক্সাইড ও জলের সংমিশ্রণে নিজেদের দেহের মধ্যেই প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে।

সাধারণত উদ্ভিদের পাতা ও অন্তর্ভুক্ত যে কোনও সবুজ অংশেই ক্লোরোপ্লাস্ট পাওয়া যায়।

সূর্যালোকের অভাবে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে ক্লোরোফিল নষ্ট হইয়া যায়। ফলে ঐ ক্লোরোপ্লাস্ট বর্ণহীন হইয়া পড়ে, তখন ইহাকে লিউকোপ্লাস্ট বলে।

✓ খ. ক্রোমোপ্লাস্ট (লাল ও হলুদ প্রাসটিড) : এই প্রকার প্রাসটিডের বর্ণ লাল বা হলুদ ; কারণ ইহাদের মধ্যে হলুদ রঙের ক্যারোটিন (Carotin) ও কমলা রঙের অ্যাথোফিল (Xanthophyll) নামে দুই প্রকারের রঞ্জক পদার্থ উপস্থিত থাকে । ইহাদের সাধারণত লাল বা হলুদ ফুলের পাপড়ির কোষে, কিংবা লাল, হলুদ বা কমলা রঙের ফলের অকের কোষে পাওয়া যায় । গাছের মূলেও ইহারা থাকিতে পারে । উদাহরণ, গাজর । ইহাদের আকৃতি নানারকমের হয় ।

ক্রোমোপ্লাস্টদের যে কি কাজ তাহা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই । তবে ইহার একটি বিশেষ কাজ এই যে, ইহার জন্ম ফুল ও ফল উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে । ফলে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসে এবং ফল হইতে ফুলে পরাগ-সংযোগ ও স্থান হইতে স্থানান্তরে ফলের বিস্তার ঘটায় । এইরূপে উদ্ভিদের জনন-ক্রিয়া সম্পাদন ও বংশ বিস্তার হওয়া সম্ভব হয় ।

✓ গ. লিউকোপ্লাস্ট (বর্ণহীন প্রাসটিড) : এই প্রাসটিডের মধ্যে কোনও রঙ থাকে না বলিয়া ইহারা বর্ণহীন ।

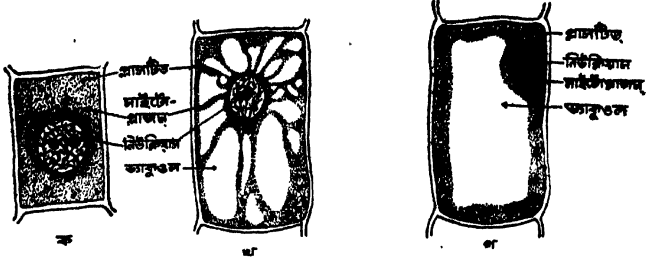
উদ্ভিদের দেহের যে সকল অংশ কখনও কোনও স্থানলোক পায় না সেখানেই ইহারা থাকে । উদাহরণ—মাটির নীচের রূপান্তরিত মূল (যেমন, মূলা, মিষ্টি আলু, গাজর), মাটির নীচের রূপান্তরিত কাণ্ড (যেমন, আলু, কচু) প্রভৃতি । ইহাদের আকার সাধারণত গোল কিংবা লম্বাটে হয় ।

লিউকোপ্লাস্ট দুই প্রকার—ছোট ও বড় । ছোট লিউকোপ্লাস্টগুলি ক্রমশ বড় লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয় । অথবা উপযুক্ত স্থানলোক পাইলে ইহারা ক্লোরোপ্লাস্ট কিংবা ক্রোমোপ্লাস্টে পরিবর্তিত হইতে পারে । লিউকোপ্লাস্টদের আর একটি বিশেষ নাম আছে—অ্যামিলোপ্লাস্ট (Amiloplast) । উদ্ভিদের দেহের যে সকল অংশে উদ্ভূত খাদ্য ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, এই অ্যামিলোপ্লাস্টেরা সেখানে উপস্থিত থাকিয়া উদ্ভূত তরল খাদ্য (শর্করা)-গুলিকে কঠিন খেতসার বা স্টার্চে (Starch) পরিবর্তিত করে । আবার প্রয়োজনমত এই খেতসার বা স্টার্চকে শর্করাতে (Sugar) পরিণত করিয়া উদ্ভিদের আহারের সহায়তা করে । ✓

৩. সাইটোপ্লাজম [CYTOPLASM]

নিউক্লিয়াস ও প্রাসটিড ছাড়া প্রোটোপ্লাজমের বাকি অর্ধ-তরল ঘন পদার্থকেই সাইটোপ্লাজম বলা হয় । কোষ যখন ছোট ও অপরিণত অবস্থায় থাকে তখন এই সাইটোপ্লাজম সমস্ত কোষ জুড়িয়া অবস্থান করে । কিন্তু কোষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ইহা আয়তনে বৃদ্ধি পায় তখন সাইটোপ্লাজম সেই অল্পপাতে

বাড়ে না। ইহার ফলে বর্ধিত কোষের সাইটোপ্লাজমে অনেক শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়। এই শূন্যস্থানগুলিকে **ভ্যাকুওল (Vacuole)** বলে।



৩১মং চিত্র ৥ উদ্ভিদের কোষে ভ্যাকুওল গঠনের ক্রমিক অবস্থা

প্রথম অবস্থায় এই ভ্যাকুওলগুলি অনেক ছোট ছোট এবং সংখ্যায় অনেক বেশী থাকে (৩১মং চিত্র)। পরে কোষের আরও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ছোট ছোট ভ্যাকুওল একত্র হইয়া কোষের মধ্যস্থলে অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া একটি বড় ভ্যাকুওলের সৃষ্টি করে (উপরের গ চিত্র দেখ)। ইহার ফলে সাইটোপ্লাজম বাধ্য হইয়া কোষ-প্রাচীরের ধারে একটি সরু আবরণের মতো অবস্থান করে। ইহাকে তখন বলে **প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকুল (Primordial utricule)**।

ভ্যাকুওলের মধ্যে সাধারণত একপ্রকার জলীয় পদার্থ থাকে, ইহাকে **কোষ-রস (Cell sap)** বলে। কখনও কখনও ইহার অভাবে বায়ুও থাকিতে পারে। এই কোষ-রস প্রোটোপ্লাজমের কোনও অংশ নহে।

নানাপ্রকারের প্রয়োজনীয় ও বর্জ্যদ্রব্য এই কোষ-রসে মিশ্রিত থাকে। ইহাদের এই সকল পদার্থগুলি প্রধান :

১. **সঞ্চিত খাদ্য** : সঞ্চিত খাদ্যগুলি নিম্নরূপ : নানাপ্রকার কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় তরল, শর্করা (Sugar)—যেমন, গ্রাপ-শর্করা (Grape sugar বা Glucose), ইন্ডু-শর্করা (Cane sugar বা sucrose) ; কখনও কখনও স্টার্চজাতীয় কঠিন তরল কার্বোহাইড্রেটও ; যেমন, অলিয়ার মূলে থাকে ইনিউলিন (Inulin) ; নানাপ্রকার প্রোটিন ; যেমন, অ্যালিউরোন দানা (Aleurone grains)। ইহারা গাছের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

২. **অজৈব লবণ (Inorganic salts)** : নাইট্রোজেন, সালফার ইত্যাদির লবণ। ইহারাও গাছের প্রয়োজনীয় পদার্থ।

৩. **জৈব অ্যাসিড (Organic acid)** : সাইট্রিক (লেবুতে), টার্টারিক (তেঁতুলে), ম্যালিক (টোমাটোতে) প্রভৃতি অ্যাসিড। ইহারা সাধারণত গাছের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়।

৪. **বর্জ্য পদার্থ (Excretory matters) :** ট্যানিন (হরিতকীতে), গাঁদ, রক্তন প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় পদার্থসকল।

৫. **রঞ্জক পদার্থ (Colouring matters) :** অ্যানথোসায়ানিন (Anthocyanin) নামক একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ। ইহাদের জন্ত ফুলের পাপড়িতে লাল, নীল রঙ ধরে।

ভ্যাকুওলের চারিদিকে সাইটোপ্লাজমের একটি ঘন অংশ সাইটোপ্লাজমকে ভ্যাকুওলে অবস্থিত কোষ-রস হইতে পৃথক ধরিয়া রাখে। উহাকে **টোনোপ্লাজম (Tonoplasm)** বলে। আবার কোষ-প্রাচীর-সংলগ্ন সাইটোপ্লাজম অপেক্ষাকৃত তরল ও দানাদার (Non-granular); ইহাকে বলে **একটোপ্লাজম (Ectoplasm)**। একটোপ্লাজম ও টোনোপ্লাজমের মধ্যবর্তী ঘন ও দানাদার সাইটোপ্লাজমকে **এন্ডোপ্লাজম (Endoplasm)** বলে।

প্রোটোপ্লাজম ব্যতীত কোষ-মধ্যস্থ জড়-বস্তুসকল

NON-PROTOPLASMIC CELL CONTENTS

কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমই একমাত্র সজীব বস্তু। প্রোটোপ্লাজম ছাড়াও কোষের অভ্যন্তরে আরও অনেক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা নিত্যন্তই জড় পদার্থ এবং প্রোটোপ্লাজমের গঠনের সঙ্গে ইহাদের কোনও সম্পর্ক নাই।

এই সকল পদার্থেরা সাধারণত সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিংবা ভ্যাকুওলের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। উহারা কতকগুলি তরল ও কতকগুলি কঠিন।

এইরূপ কয়েকটি প্রধান বস্তু নিম্নরূপ :

ক. **সঞ্চিত খাদ্যবস্তু (Reserve food) :** ইহারা উদ্ভিদের দেহের কোষে ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চিত থাকে এবং প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হয়।

এই সকল সঞ্চিত খাদ্য প্রধানত তিন প্রকারের—১. কার্বোহাইড্রেট, ২. প্রোটিন ও ৩. ফ্যাট।

১. কার্বোহাইড্রেট [CARBOHYDRATES]

ইহারা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত এবং ইহাদের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত ২ : ১।

কার্বোহাইড্রেট নানাপ্রকার,—তরল কিংবা কঠিন। সাধারণত তরল কার্বোহাইড্রেটগুলিকে **শর্করা (Sugar)** বলে।

ক. **শর্করা :** শর্করা (বা Sugar) নানা রকমের হয়।

জোকার্স বা গ্লুকোজ (Glucose) এক প্রকারের শর্করা। ইহারা সচরাচর ফলের মধ্যে, বিশেষত আঙুর ফলের মধ্যে থাকে।

অত্যন্ত পাকা মিষ্টি ফলের মধ্যেও অল্পবিস্তর গ্লুকোজ পাওয়া যায়। গ্লুকোজের রাসায়নিক গঠন— $C_6H_{12}O_6$ ।

ইস্কুরস বা সুক্রোজ (Sucrose) নামক শর্করা প্রধানত আখের ও অত্যন্ত অনেক উদ্ভিদের কাণ্ডে এমন কি অনেকক্ষেত্রে মূলের মধ্যেও পাওয়া যায়। উদাহরণ, বাটের মূল। ইহার রাসায়নিক গঠন $C_{12}H_{22}O_{11}$ ।

গ্লুকোজ ও সুক্রোজের রাসায়নিক পরীক্ষা: একটি টেস্ট-টিউবে সমান পরিমাণে অল্প একটু গ্লুকোজ, একটু ফেলিংস দ্রব ১ ও ফেলিংস দ্রব ২ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ দিলে ঐ মিশ্রণ টকটকে লাল বর্ণ ধারণ করিবে।

আর একটি টেস্ট-টিউবে একটু সুক্রোজ ও উহাতে দুই-এক ফোটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric acid) মিশাইয়া উত্তাপ দাও। পরে উহা ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে কিছু সোডিয়াম কার্বোনেট (Sodium carbonate) যোগ কর। এবারে টেস্ট-টিউবে পূর্বের পরীক্ষার মতো ফেলিংস ১ ও ২ মিশাইয়া আবার উত্তাপ দিলে দেখিবে পূর্বের মতো ঐ মিশ্রণ লালবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

খ. শ্বেতসার বা স্টার্চ (Starch): ইহা কঠিন কার্বোহাইড্রেট। স্টার্চ শীতল জলে অদ্রবণীয় (Insoluble)।

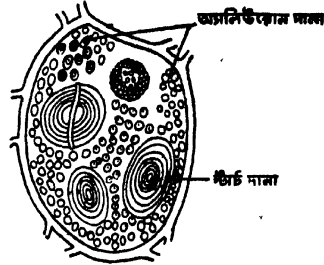
উদ্ভিদের দেহের প্রায় সকল অঙ্গেই ইহাদের পাওয়া যায়। ইহাদের আকার অতি ক্ষুদ্র দানার মতো। স্টার্চের রাসায়নিক $(C_6H_{10}O_5)_n$; n-এর মূল্য অজ্ঞাত।

আলুর স্টার্চদানা সাধারণত চ্যাপটা ও ডিম্বাকার, মটরে গোলাকার, ভুট্টাতে বহুভুজাকৃতি এবং ফনিমনসার কোবরসে ইহারা দেখিতে ভাষেলের মতো হয়। এই একটি দানার মধ্যে অনেকগুলি স্তর আছে বলিয়া মনে হয়। এই স্তরগুলি আবার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া বিরাজ করে। এই বিন্দুটিকে **হাইলাম (Hilum)** বলে। হাইলামকে কেন্দ্র করিয়া স্টার্চপদার্থের স্তরগুলি দুই রকমভাবে সজ্জিত থাকে। যখন স্টার্চদানায় হাইলামটি একধারে থাকে; তখন স্টার্চদানাকে **উৎকেন্দ্রীয় (Eccentric)** বলে। উদাহরণ—আলু। যখন হাইলামটি স্টার্চদানার একেবারে কেন্দ্রে থাকে; তখন স্টার্চদানাকে **এককেন্দ্রীয় (Concentric)** বলে। উদাহরণ—মটরগুটি।

স্টার্চদানাগুলি পরস্পর হইতে পৃথক থাকিলে উহাদের **অযুক্ত (Simple)** বলে। উহারা পরস্পর যুক্ত হইয়া একটি দানা গঠন করিলে উহাকে **যুক্ত (Compound)** বলে। কয়েকটি দানা যুক্ত হইয়া যদি কয়েকটি সাধারণ স্তর দ্বারা আবৃত থাকে, তখন উহাকে **অর্ধযুক্ত (Half-compound)** বলে। আলুতে অযুক্ত, যুক্ত ও অর্ধযুক্ত সকলপ্রকার দানাই পাওয়া যায়।

তৈলের পরিমাণ কম সেইখানেই এই দানাগুলি অপেক্ষাকৃত বড় বড় আকারের হয় ;—
যেমন, রেড়ির বীজে। মটরগুটি, ভুট্টা প্রভৃতি স্টার্চ-প্রধান বীজ ; এই দানা
আকৃতিতে ছোট হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বড় বড় অ্যালিউরোন দানার মধ্যে দুই প্রকারের কেলস
দেখা যায়—ক্রিস্টালয়েড ও গ্লোবয়েড।
ক্রিস্টালয়েড (Crystalloid) বহু
ভূজাকৃতি ও প্রোটিন জাতীয়। ইহার
একধারের গোলাকার কেলসটি (৩৩ক ও
৪ চিত্রে) গ্লোবয়েড (Globoid)।
ইহা ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ম্যাগনে-
সিয়াম ফসফেট (double phosphate
of calcium and magnesium)
দ্বারা গঠিত। অনেকক্ষেত্রে ক্রিস্টালয়েডের
মধ্যেই গ্লোবয়েড থাকিতে পারে (৩৩ গ চিত্র)। আবার গ্লোবয়েড একেবারে অস্পষ্টিতও
থাকিতে পারে (৩৩ ঘ চিত্র)।



৩৪নং চিত্র ॥ মটরগুটির বীজে ছোট ছোট
অ্যালিউরোন দানা

স্টার্চ কিংবা তৈলপ্রধান বীজগুলির ছোট ছোট অ্যালিউরোন দানার মধ্যে কিন্তু
কোনও ক্রিস্টালয়েড বা গ্লোবয়েড থাকে না (৩৪নং চিত্র দেখ)।

৩. ফ্যাট (চর্বি) ও তৈল [FATS AND OILS]

ইহারাও কার্বোহাইড্রেটের মতো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত
হইলেও ইহাদের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অসুপাত কখনই ২ : ১ থাকে না। যে
সকল ফ্যাট বা চর্বি সাধারণ তাপে তরল অবস্থায় থাকে, তাহাদেরই তৈল বলে। রেড়ি,
বাদাম প্রভৃতি বীজে প্রচুর তৈল আছে।

পরীক্ষা : ১. রেড়ির বীজ হইতে সস্ত (Endosperm) নামক কলা (Tissue)
বাহির করিয়া লও। ইহাতে তৈল আছে। এবার আগুনের শিখার উপর ধরিলে তাহা
জলিতে থাকিবে।

২. ঐ সস্তকে কোনও কাগজের উপর রাখিয়া ঘষিলে কাগজে তৈলের দাগ
পড়িবে। এই তৈল অস্ফটীয় (non-volatile) অর্থাৎ বাতাসে উড়িয়া যায় না।

বর্জ্য পদার্থ [WASTE PRODUCTS]

উদ্ভিদের দেহে বিপাক-ক্রিয়ায় (Metabolism) ফলে যে সকল অপ্ৰয়োজনীয়
পদার্থের স্রাব হয় উহারা দেহের মধ্যেই নানা জায়গায় সঞ্চিত থাকে। উহারা

নানাপ্রকার। ইহাদের মধ্যে দুইটির নাম ১. সিস্টোলিথ (Cystolith) ও

২. র‍্যাফাইড (Raphide)।

১. সিস্টোলিথ (Cystolith):

সিস্টোলিথ নামক কেলস (Crystal)

সাধারণত বট, রবার প্রভৃতি গাছের

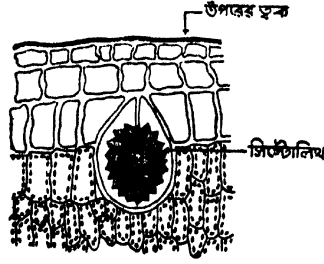
পাতায় পাওয়া যায়। ঐ পাতার মধ্যে

উপরিষেকের ঠিক নীচেই এক গুচ্ছ

আঙুলের মতো ইহারা ঝুলিয়া থাকে

(৩৫নং চিত্র)। ইহা ক্যালসিয়াম

কার্বনেট দ্বারা গঠিত।



৩৫নং চিত্র ॥ বটপাতার প্রস্থচ্ছেদ (সিস্টোলিথ)

২. র‍্যাফাইড (Raphide): র‍্যাফাইড নামক কেলস ক্যালসিয়াম অক্সালেট

দ্বারা গঠিত। ইহাদের

আকার নানারকমের হয়।

কচু বা কচুরিপানার

বৃন্তে কিংবা কচু, ওল

প্রভৃতির মাটির নীচের

কাণ্ডের মধ্যে একপ্রকার

শূচের মতো আকারের

র‍্যাফাইড থাকে। ইহারা

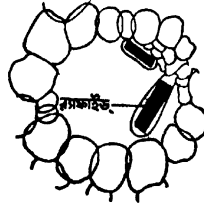
অনেকগুলি একত্রে মিলিয়া একটি গুচ্ছ

তৈয়ারি করিয়া নোঁকাকৃতি কতকগুলি

কোষের মধ্যে থাকে। যখন এই কোষের

মুখ ঝুলিয়া যায় তখনই র‍্যাফাইড

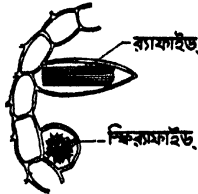
তীরবেগে বাহির হইয়া আসে। কচু



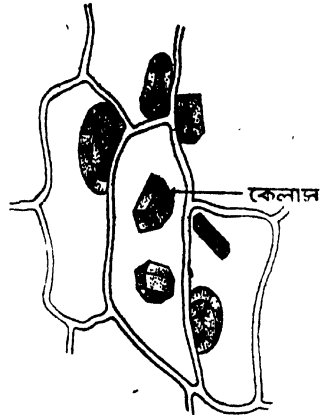
৩৬ক নং চিত্র ॥ র‍্যাফাইড



৩৬খ নং চিত্র ॥ র‍্যাফাইড বাহির হইতেছে



৩৭নং চিত্র ॥ কচুরিপানার পত্রমূলে ক্ষি-র‍্যাফাইড



৩৮নং চিত্র ॥ পিঁরাঙ্গের শুক শব্দপত্রের কেলসসকল

খাইলে উহার গলায় ফুটিয়া যায় বলিয়াই গলা ফুটফুট করে। অ্যাসিডে উহার দ্রবণীয়।

কচুরিপানার রুতে বা বড়পানার (Pistia) পত্রমূলে আর এক প্রকার তারাকাকৃতি স্ফারোইড দেখা যায়, উহাদের স্ফারোইড (Sphae-raphides) (৩৭নং চিত্র দেখ) বলে।

পিয়াজের উপরের গুরু শব্দপত্রের মধ্যে বহুভুজাকৃতি, প্রিজম প্রভৃতির আকৃতিবিশিষ্ট ও ক্যালসিয়াম অক্সালেট দ্বারা গঠিত কতকগুলি ক্রিস্টাল (Crystal) দেখা যায় (৩৮নং চিত্র দেখ)।

কোষ-প্রাচীর [CELL-WALL]

উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরিয়া যে একটি পুরু ও জড় আবরণী থাকে, উহাকে কোষ-প্রাচীর বলে। এই প্রাচীর কোষের অভ্যন্তরস্থ সম্ভাব্য প্রোটোপ্লাজমকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে ও কোষটিকেও একটি নির্দিষ্ট আকার দেয়।

কোষ-প্রাচীরের স্বাভাবিক গঠন

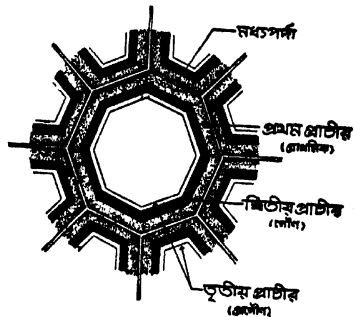
ইহা প্রধানত সেলুলোজ (Cellulose) নামক একপ্রকার কার্বো-হাইড্রেট দ্বারা গঠিত। সেলুলোজের প্রতিটি অণুর রাসায়নিক গঠন এইরূপ : $(C_6H_{10}O_5)_n$,
n-এর মূল্য অজ্ঞাত।

সেলুলোজ দ্বারা কোষ-প্রাচীর গঠিত হওয়ার আগে ইহাতে আরও কয়েকটি রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে।

১. প্রথম ধাপ : প্রথম প্রোটোপ্লাজমের চারিদিকে পেকটোজ (Pectose) নামক একপ্রকার কার্বোহাইড্রেট দ্বারা কোষ-প্রাচীর গঠিত হয়। ইহার পর ইহার উপর ক্যালসিয়াম পেকটেট (Calcium pectate) নামক পদার্থ জমা হয়।

এইরূপে প্রথম বা প্রাথমিক প্রাচীর (Primary wall) তৈয়ারী হইল।

২. দ্বিতীয় ধাপ : এই প্রক্রিয়ার পর প্রাথমিক প্রাচীরের উপরে আর একটি নূতন ও দ্বিতীয় প্রাচীর পেকটোজ ও সেলুলোজের সংমিশ্রণে গঠিত হয়। এই প্রাচীরকে গৌণ-প্রাচীর (Secondary wall) বলে।



৩৯নং চিত্র ৥ কোষ-প্রাচীরের বিভিন্ন স্তর

৩. তৃতীয় ধাপ : দ্বিতীয় ধাপের শেষে গৌণ প্রাচীরের উপরে

তৃতীয় প্রাচীরটি কেবলমাত্র সেলুলোজ দ্বারা গঠিত হয়। ইহা অগৌণ-প্রাচীর

(Tertiary wall)। প্রাথমিক, গৌণ ও প্রগৌণ প্রাচীরের আলোচনা করিয়া পরীক্ষা করা শক্ত।

সেলুলোজের গুণ : ১. ইহা একপ্রকারের বর্ণহীন, স্বচ্ছ ও স্থিতিস্থাপক (Elastic) পদার্থ। ২. ইহার মধ্য দিয়া জল ও গ্যাস অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। ৩. ইহা প্রচুর জল ধরিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু নিজে জলে দ্রবীভূত (dissolve) হয় না।

সেলুলোজের পরীক্ষা : কিছু তুলা লণ্ঠ (তুলা সেলুলোজ দ্বারা গঠিত)। ইহাতে অল্প অল্প ক্লোর-জিঙ্ক-আইওডিন (Chlor-zinc-iodine) দাগ। দেখিবে ইহার রঙ নীল, কিংবা কিছু বেগুনি, হইয়া যাইবে।

কোষ-প্রাচীরের পরিবর্তন

CHANGES IN THE SUBSTANCE OF CELL-WALLS

যদিও কোষ-প্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা গঠিত হয়, কিন্তু কোষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রাচীরের অনেক পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অনেক সময় প্রাচীরে নূতন নূতন পদার্থও জমা হয়।

১. **লিগনিভেশন (Lignification) :** সেলুলোজ-কোষ-প্রাচীরের উপর লিগনিন (Lignin) নামক একপ্রকার পদার্থ জমা হইয়া উহাকে স্থূল করিতে পারে। এই প্রক্রিয়াকেই **লিগনিভেশন (Lignification)** বলে।

লিগনিনযুক্ত কোষ-প্রাচীর খুব শক্ত এবং সামান্য স্থিতিস্থাপক (Elastic) হয়। ইহা গাছের দেহকে শক্ত ও অনমনীয় (Rigid) করে। লিগনিনযুক্ত কোষ সাধারণত মৃত হয়।

লিগনিনের গুণ : ১. লিগনিন কঠিন ও সামান্য স্থিতিস্থাপক পদার্থ। ২. ইহার মধ্য দিয়া জল যাতায়াত করিতে পারে। ৩. জলকে ধরিয়া রাখিবার কিছু ক্ষমতা ইহার আছে। ৪. ইহা জলে অদ্রবণীয়।

লিগনিনের রাসায়নিক পরীক্ষা : লিগনিনে ক্লোর-জিঙ্ক-আয়োডিন প্রয়োগ করিলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

২. **কিউটিনে রূপান্তর (Cutinisation) :** যে প্রক্রিয়ায় কোষপ্রাচীরের উপর কিউটিন (Cutin) নামক একপ্রকার পদার্থ সঞ্চিত হয়, তাহাকেই কোষপ্রাচীরের **কিউটিনে রূপান্তর (Cutinisation)** বলে।

কিউটিনযুক্ত কোষ-প্রাচীরের মধ্য দিয়া জল যাতায়াত করিতে পারে না। তাই গাছের কাণ্ড ও পাতার বহির্ভাগ কিউটিনের একটি আবরণ (অব) গঠিত হয়, তাহাকে **কিউটিকুল (Cuticle)** বলে। ইহার ফলে উদ্ভিদের দেহ হইতে জল-নির্গমন রুদ্ধ হয়।

কিউটিনের গুণ : ১. কিউটিন মোমের মতো (Waxy), স্থিতিস্থাপক পদার্থ। ২. ইহার মধ্য দিয়া জল ও গ্যাস যাতায়াত করিতে পারে না। ৩. ইহা জলে দ্রবণীয় নহে।

৩. সুবারীভবন (Suberisation) : এই প্রক্রিয়ায় সেলুলোজ-কোষ-প্রাচীরে সুবেরিন (Suberin) নামক একপ্রকার পদার্থ জমা হয়। ইহা গাছের দেহে উৎপন্ন কর্কে (Cork) পাওয়া যায়। যেমন—বোতলের ছিপি (Bottle Cork) যে মৃত কোষ দ্বারা গঠিত হয় তাহাদের প্রাচীরে সুবেরিন আছে।

সুবেরিনের গুণ : ১. সুবেরিন একপ্রকার তৈল জাতীয় পদার্থ। ২. ইহার মধ্য দিয়া জল ও গ্যাস যাতায়াত করিতে পারে না।

৪. মিউসিলেজে পরিবর্তন (Mucilagenous Change) : কখনও কখনও কোষ-প্রাচীরের সেলুলোজ মিউসিলেজ (Mucilage) নামক পদার্থে পরিণত হইতে পারে। অনেক বীজের ত্বকে মিউসিলেজ থাকে, যেমন—ইসপগুল, তোকমারি প্রভৃতি। আবার জবাফুল কিংবা টেঁড়সের যে আঠাল ও চটচটে পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও মিউসিলেজ।

মিউসিলেজের গুণ : ১. মিউসিলেজ শুষ্ক অবস্থায় কঠিন, কিন্তু জলের সংস্পর্শে ক্ষীণ ও আঠাল হইয়া উঠে। ২. ইহার জলধারণের ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী।

কোষ-প্রাচীরের পদার্থসকলের উৎপত্তি

কোষ-প্রাচীর যে সকল জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত হয়, তাহারা কোথা হইতে আসে। জানা গিয়াছে যে, প্রোটোপ্লাজমে যে নানা বিপাকক্রিয়া অহরহ সংঘটিত হইতেছে, তাহার ফলে প্রোটোপ্লাজম হইতে কিছু কিছু জড় পদার্থ সর্বদাই নিঃসারিত (secreted) হয়। ইহাদের বর্জ্য পদার্থ বলা চলে না; কেননা এই নিঃসরণ প্রক্রিয়া (Secretions) দ্বারা প্রোটোপ্লাজম হইতে যে পদার্থগুলি (যেমন, সেলুলোজ) উৎপন্ন হয়, তাহারা উদ্ভিদের জীবন-ধারণের অনেক কাজে লাগে।

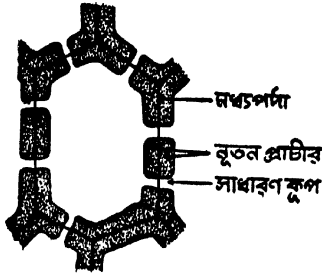
পেকটোজ, সেলুলোজ ইত্যাদি পদার্থগুলি প্রোটোপ্লাজম হইতেই নিঃসারিত (secreted) হয় এবং প্রোটোপ্লাজমের চারিদিকে বিন্দু বিন্দু জমা হইয়া ও পরে একত্রিত হইয়াই কোষ-প্রাচীর গঠন করে। পরে অবশ্য সেই সেলুলোজেই অনেক রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কোষ-প্রাচীরের উপাদানের বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন ঘটে।

কোষ-প্রাচীরের স্থূলতা-বৃদ্ধি

THICKENING OF THE CELL-WALL

কোষ যখন অপরিণত অবস্থায় থাকে তখন তাহা আয়তনে ছোট থাকে এবং তাহার কোষ-প্রাচীরটিও থাকে অনেক পাতলা। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোষ ক্রমশঃ

আয়তনে বাড়িতে থাকে। আয়তনে বাড়িলেই কোষের স্থিতি-স্থাপক (Elastic) প্রাচীরটিতেও ক্রমশ টান পড়িতে থাকে। ফলে কোষ-প্রাচীরটি আরও পাতলা ও সরু হইয়া যাওয়ারই কথা। কিন্তু তাহা হয় না, কেননা, তখনই কোষ-প্রাচীরের গায়ে নূতন করিয়া সেলুলোজ জমা হইতে থাকে। এই সেলুলোজকণাগুলি প্রোটোপ্লাজম হইতেই



৪০নং চিত্র ॥ পাশাপাশি কোষের
মূল কোষ-প্রাচীরে মধ্যপর্দা ও সাধারণ কূপ

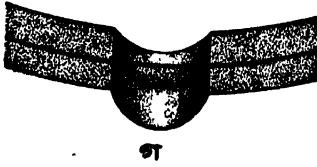
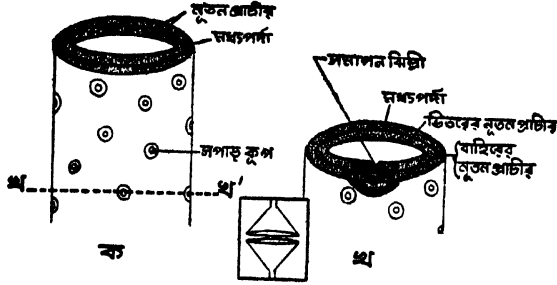
নূতন উপকরণ জমা হইয়াছে এবং যাহার উপর জমা হইয়াছে সেই পুৰাতন, পাতলা ও সাধারণ প্রাচীরটিও দেখা যাইতেছে। এই দুই কোষের মধ্যবর্তী সাধারণ প্রাচীরটিকে **মধ্যপর্দা (Middle lamella)** বলে। (৪০নং চিত্র দেখ)।

কূপ (Pits) : মধ্যপর্দার উপর প্রাচীরের নূতন উপকরণগুলি সমানভাবে জমে না। কোনও কোনও স্থানে এই উপকরণ একেবারেই জমে না; ফলে ঐ স্থানগুলি মোটেই স্থূল হয় না। ঐ স্থানগুলিকে ছোট ছোট গর্ত বা **কূপের** মতো বোধ হয়। দেখা যায় যে, মধ্যপর্দার যেদিকে একটি কূপ তৈয়ারী হয়, ইহার অপর পিঠেও ঠিক একই জায়গায় আর এক কূপ গঠিত হয়। এইভাবে দুইটি কূপের মধ্য দিয়া মধ্যপর্দা চলিয়া যায়। মধ্যপর্দার এই অংশটুকুকে **সমাপন বিল্লী (Closing membrane)** বলা হয়। (৪০নং চিত্র দেখ) কূপ (Pit) ভ্রাবার দুই রকমের হয় ১. সাধারণ কূপ ও ২. সপাড় কূপ।

১. সাধারণ কূপ (Simple Pit) : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোনও সাধারণ কূপযুক্ত কোষের প্রাচীরটির বহির্ভাগ (Outer surface) লক্ষ্য করিলে সাধারণ কূপগুলিকে কতকগুলি গোলাকার ছিদ্রের মতো দেখায় (৪১ক চিত্র)। বাহির হইতে কোষ-প্রাচীরের গায়ে গোল ছিদ্র ছাড়া কূপের ভিতরের গঠন আর কিছুই বুঝা যায় না। কূপের ভিতরের গঠন বুঝিতে হইলে অস্বত কোনও একটি কূপের মধ্য দিয়া কোষটির **প্রস্থচ্ছেদ (Transverse section—যেমন উপরের ক চিত্রের বর্ক দেখায়)** করিতে হইবে। প্রস্থচ্ছেদ করিলে (উপরের খ চিত্র অমুখ্যায়ী) দেখা যাইবে যে, সমাপন বিল্লীর দুই দিকে যে দুইটি কূপ রহিয়াছে, কোষ-প্রাচীরের বহির্ভাগ হইতে

ক্রমাগত নিঃসারিত (secreted) হয়। ইহার ফলে কোষ-প্রাচীরটি পাতলা না হইয়া বরং স্থূল হইতে থাকে। কয়েকটি পূর্ণায়তন ও পূর্ণ-বয়স্ক কোষকে অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, যে কোনও দুইটি কোষের পরস্পর-সংলগ্ন প্রাচীরটির দুই পিঠে কোষ-প্রাচীরের

অন্তর্ভাগে সমাপন বিল্লী অবধি তাহাদের ব্যাস (Diameter) সমান (উপরের গ চিত্রটিও লক্ষ্য কর)। অতএব, যখন কূপ দেখিতে গোলাকার হয় এবং উহার ব্যাস যখন বাহির হইতে ভিতর অবধি (বহির্ভাগ হইতে সমাপন বিল্লী অবধি) সমান হয়, তখনই তাহাকে সাধারণ কূপ (Simple pit) বলে।

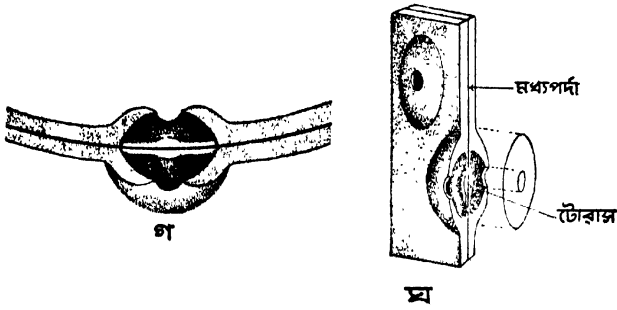
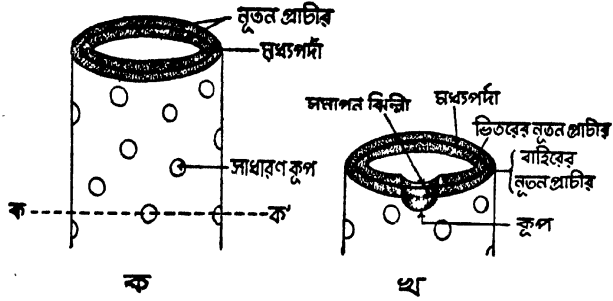


৪১নং চিত্র। ক. কোষ প্রাচীরে সাধারণ কূপ
খ. ক-চিত্রের কোষকে ক'ক' রেখায় প্রস্থচ্ছেদ করিয়া কূপের ভিতরের গঠন দেখান হইয়াছে।
গ. খ-চিত্রের অংশ বিশেষকে বড় করিয়া আঁকিয়া কূপটির ব্যাস যে আগাগোড়া সমান তাহা বুঝা যায়। কূপটির ছিদ্র গোলাকার।

২. সজপাট কূপ (Bordered Pit) : এই কূপগুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে মনে হয় যেন একটি ছোট কূপের চারিধারে আর একটি বৃত্ত রহিয়াছে (৪২ ক চিত্র)। এইবার, একটি সজপাট কূপের মধ্য দিয়া (৪২ খ চিত্র অল্পদায়ী খর্চ রেখায়) কোষটির প্রস্থচ্ছেদ (Transverse section) করিলে দেখা যাইবে যে, কূপটির বাহির হইতে ভিতরের দিকে ব্যাস সমান হয় না ; বরং বাহিরে ছোট ও ভিতরের দিকে ক্রমাগত বড়—অনেকটা যেন ফানেলের (Funnel) মতো (৪২ খ চিত্র) হয়।

কেন এমন হয়, জ্ঞান ? প্রথমত কোষের প্রাচীরে (৪১ গ চিত্রের মতো) একটি সাধারণ কূপ তৈয়ারী হয়। কিন্তু পরে এই কূপটির মুখের কাছে (বহির্ভাগে) প্রাচীরের উপাদান ভিতরের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। ফলে কূপটির ব্যাস ভিতর হইতে বাহিরে মুখের দিকে ক্রমাগত ছোট হইয়া আসে ও একটি ফানেলের (Funnel) মতো আকার ধারণ করে। (৪২ গ চিত্র) বাহির হইতে কূপের মুখটি ছোট গোলাকার ছিদ্রের মতো দেখায় এবং ইহার চারিধারে ঝুলান অংশটি একটি বৃত্তের মতো দেখায় (৪২ ঘ চিত্র)।

সপাড় কূপে সমাপন বিদ্যমান দুইধার একটি স্থূল হয়, ইহাকে **টোরাস (Torus)** বলে। টোরাস মাঝে মাঝে সরিয়া আসিয়া গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারে।



৪২নং চিত্র ৥ ক. কোষ-প্রাচীরের সপাড় কূপ। খ. ক-চিহ্নের কোষকে খ খ' রেখায় প্রস্থচ্ছেদ করিয়া কূপের ভিতরের গঠন দেখান হইয়াছে। গ. খ-চিত্রের অংশ-বিশেষকে বড় করিয়া কূপটির ব্যাস যে আগাগোড়া সমান হয় তাহা বুঝান হইয়াছে। পান্দেই মুখোমুখী দুইটি কানেল, দুইটি সপাড় কূপ যেন দুইটি মুখোমুখী কানেল এবং ইহাদের মধ্যে থাকে সমাপন বিদ্যার ব্যবধান। ঘ. কোষের একটি প্রাচীরের সপাড় কূপের গঠন (3 dimensional view)

অতএব, যখন কোনও গোলাকার কূপের চারিদিকে একটি পাড় বা বৃত্ত থাকে এবং কূপের ব্যাসও ভিতর হইতে বাহিরে অসমান হয়, তখনই তাহাকে **সপাড় কূপ (Bordered pit)** বলে।

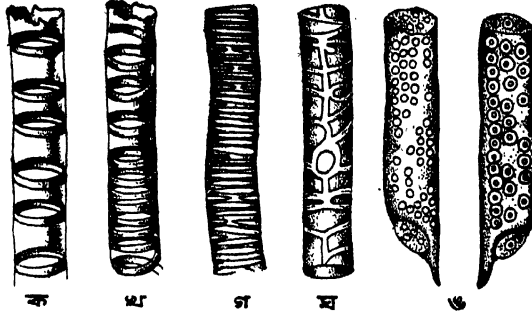
কোষ-প্রাচীরের স্থূলীকরণের বিভিন্ন নমুনা

১. যে প্রক্রিয়ায় স্থূলীকরণকালে কোষ-প্রাচীরে কূপ তৈয়ারী হয়, তাহাকে **কূপযুক্ত (pitted)** স্থূলীকরণ বলে (৪৩ ও চিত্র)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কূপ দুই প্রকার—ক. সাধারণ ও খ. সপাড় কূপ।

২. যখন কোষ-প্রাচীরের গায়ে আংটির মতো আকারের স্থূলীকরণ হয়, তখন তাহাকে বলয়াকার (Annular) স্থূলীকরণ বলে।

৩. যখন স্থূলীকরণ পেঁচান ফিতার মতো হয়, তখন তাহাকে সর্পিলাকার (Spiral) স্থূলীকরণ বলে।



৪৩নং চিত্র ॥ স্থূলীকরণের বিভিন্ন নমুনা :

ক. বলয়াকার, খ. সর্পিলাকার, গ. সোপানাকার, ঘ. জালাকার, ঙ. কুণ্ডল

৪. যখন ইহা সিঁড়ির ধাপের মতো হয়, তখন তাহাকে সোপানাকার (Scalariform) স্থূলীকরণ বলে।

৫. যখন ইহা জালের মতো আকার লাভ করে, তখন তাহাকে জালাকার (Reticulate) স্থূলীকরণ বলে।

এইভাবে গঠিত স্থূল অংশের ফাঁকে ফাঁকে কোষ-প্রাচীর কিন্তু পাতলাই থাকে।

স্থূলীকরণের উপাদান : সাধারণত সেলুলোজ ও লিগনিন দ্বারা উপরোক্ত পদ্ধতিতে কোষ-প্রাচীর স্থূল হয়।

অনুশীলনী

1. What do you understand by 'Unit of life'? Describe a typical plant cell and state the functions of its different parts. ('জীবনের একক' বলিতে কি বুঝ? উদ্ভিদের একটি আদর্শ কোষ বর্ণনা করিয়া উহার বিভিন্ন অংশের কি কি কার্য, তাহা বল।)
2. What is a plastid? Describe the various types of structure and functions of plastids. (প্লাসটিড কাকে বলে? বিভিন্ন রকমের প্লাসটিডের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর।)

3. Describe the various types of non-living cell-inclusions.
(কোষের মধ্যস্থ জড় বস্তুসকল বর্ণনা কর।)

4. Describe the various types of Food stored-up in a cell.
(উদ্ভিদ-কোষের বিভিন্ন রকমের সঞ্চিত খাদ্যবস্তু বর্ণনা কর।)

5. Describe the various chief waste-products stored in the cells of a plant body. (উদ্ভিদদেহের কোষের মধ্যস্থ প্রধান প্রধান বর্জ্য দ্রব্যগুলি বর্ণনা কর।)

What is meant by the movement of protoplasm? Explain the various types of protoplasmic movement. (প্রোটোপ্লাজমের চলন কাহাকে বলে? বিভিন্ন রকমের প্রোটোপ্লাজমীয় চলন ব্রহ্মাইয়া দাও।)

7. What are the materials required for the thickening of the cell wall? How cell-walls are thickened? Describe the various types of the thickening of cell-walls. (কোষ-প্রাচীর কি উপাদান দ্বারা কি ভাবে শুল হয়? শুলীকরণের বিভিন্ন রকমের নমুনা দাও।)

8. What is cellulose? What modifications may it undergo?
(সেলুলোজ কাহাকে বলে? ইহার কত রকমের রূপান্তর ঘটিতে পারে?)

9. Write notes on (টীকা লিখ):

(a) Starch grain (স্টার্চদানা), (b) Aleurone grain (অ্যালিউরোন দানা), (c) Cystolith (সিস্টোলিথ), (d) Raphide (রাফাইড), (e) Simple and bordered pit (সামান্য ও সপাড় কূপ), (f) Sugar (শর্করা), (g) Plastid (প্লাসটিড).

তৃতীয় অধ্যায়

১.৬.৭ **এককের সংখ্যা বৃদ্ধি** *Increase in the Number of Units*

জনন-ক্রিয়ার দ্বারা সকল রকমের জীব যখন প্রথম সৃষ্টিলাভ করে, তখন তাহারা একটিমাত্র কোষ দ্বারাই গঠিত থাকে এবং ঐ অবস্থাতেই তাহাদের জীবন শুরু হয়। পরে বহুকোষী জীবদের বেলায় ঐ কোষটি ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া বহুসংখ্যক কোষ গঠন করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন বহুকোষী জীবের দেহের বৃদ্ধি হয়, তখনও ঐরূপ প্রক্রিয়ায় কোষ বিভক্ত হয়।

যে প্রক্রিয়ায় জীবের দেহের কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহাকে **মাইটোসিস** (Mitosis) বলে।

উদ্ভিদের (এবং প্রাণীদের) দেহে পূর্ণতা আসিলে তাহার বংশ-বিস্তারের প্রয়োজন হয়; তখন আর এক রকমের পদ্ধতিতে উহাদের দেহে কোষ-বিভক্ত হইয়া জনন-কোষের (Reproductive cells) সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াকে মাইসিস (Meiosis) বলে। মাইসিসের কথা অনেক পরে জানিতে পারিবে।

আপাতত আমরা মাইটোসিস প্রক্রিয়াটি আলোচনা করিব।

উদ্ভিদের দেহে কোষ-বিভক্ত হইয়া নূতন কোষ-সৃষ্টির প্রক্রিয়া : একটি দেহ-কোষ (body-cell or somatic cell) বিভক্ত হইয়া যে আর একটি নূতন কোষের গঠন করে, তাহার মূলতত্ত্বটি (principle) এইরূপ :

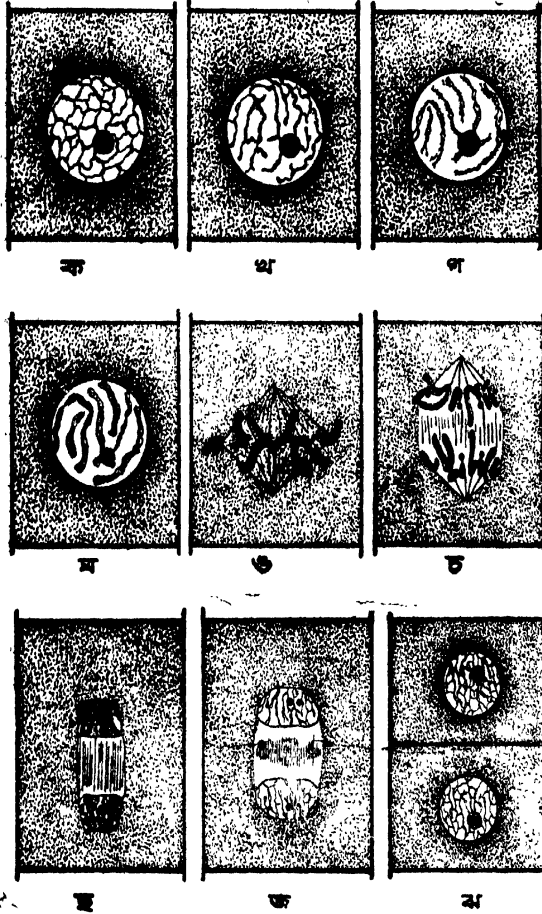
১. মাতৃ-কোষের (Mother cell) মধ্যেই উহার নিউক্লিয়াসটি বিশেষ নিয়মে সমান দুই অংশে বিভক্ত হইয়া দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস (daughter nuclei) গঠন করে। যে প্রক্রিয়ায় মাতৃ-নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হইয়া দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে। তাহাকেই **মাইটোসিস** (Mitosis) বা **ক্যারিওকাইনেসিস** (Karyokinesis) বা **পরোক্ষ নিউক্লিয় বিভাজন** (Indirect nuclear division) বলে।

২. ঐ দুইটি অপত্য-নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী সাইটোপ্লাজমে একটি নূতন কোষ-প্রাচীর গঠিত হইয়া মাতৃ-কোষটিকে দুইটি সমান অপত্য-কোষে (Daughter cell) বিভক্ত করে। এই প্রক্রিয়াকে **সাইটোকাইনেসিস** (Cytokinesis) বলে।

এইবার আমরা সমগ্র কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করিব।

১. মাইটোসিস [MITOSIS]

মাইটোসিস নিম্নলিখিত চারটি দশায় (Phase) সম্পন্ন হয় :



৩৩৭ চিত্র ৥ মাইটোসিস ও মাইটোকাইনেসিস : প্রাথমিক দশা ৥ ক. মাতৃকোষের ব্লিউ স্ক্রিন।
খ. ক্রোমোজোম তৈরী হইল। গ. ক্রোমোজোম জোড়া উৎপন্ন হইল। ঘ. নিউক্লিয়াস আবরণী ও
নিউক্লিওলাস লুপ্ত হইল। বেগ উৎপন্ন হইতেছে। ঙ. দ্বিতীয় দশা ৥ ঙ. বেগ। ছ. জোড়া ক্রোমোজোম
আকর্ষণভুক্ত আটকাইয়া আছে। জ. বেগ-তন্তুরা এক মেরু হইতে অন্য মেরুতে বৃদ্ধ।
চ. দ্বিতীয় দশা ৥ চ. দুই ক্রোমোজোম এক মেরুতে ও অপর দুইটি অন্য মেরুতে আকর্ষণ-ভুক্ত টানে চলিয়া
বাইতেছে ৥ চতুর্থ দশা ৥ ছ. দুই মেরুতে দুইটি ক্রোমোজোম পৌঁছিল। জ. দুইটি নিউক্লিয়াস
গঠিত হইল। ঙ. মাইটোকাইনেসিস : দুই নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী মাইটোডোমকে কোষ-প্রাচীর
উৎপন্ন হইয়া মাতৃকোষকে দুইটি অপত্য-কোষে ভাগ করিল।

✓ **প্রথম দশা (Prophase)** মাতৃ-কোষটি বিভক্ত হইতে আরম্ভ করিবার পূর্বে উহার নিউক্লিয়াসটিকে স্থির-নিউক্লিয়াস (Resting nucleus) বলা হয় (৪৪ক চিত্র)। কোষ-বিভাজন শুরু হইলেই এই স্থির নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়-জালিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া কয়েকটি স্থির-সংখ্যক হুতার মতো পদার্থ গঠন করে। ইহাদের **ক্রোমোজোম** (Chromosome) বলে। বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের (এবং প্রাণীর) দেহের প্রতি-কোষে ক্রোমোজোমগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যায় থাকে। [যেমন, মানব জাতির বেলায় প্রতি দেহ-কোষে ৪৬টি করিয়া ক্রোমোজোম থাকে]।

ক্রোমোজোমগুলি ক্রমশ আকৃতিতে ছোট ও মোটা হয় ; দেখিতে সাধারণত অনেকটা V. L. কিংবা ছোট রডের মতো হয়। ক্রোমোজোমগুলিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার দেখিতে হইলে উহাদের বিশেষ প্রক্রিয়ায় রঙ-করা (stain) দরকার। রঙ করিলে দেখা যায় যে, প্রতি ক্রোমোজোমের কোনও একটি ছোট অংশে রঙ ধরে না, সেই অংশটিকে **সেন্ট্রোমিয়ার** (Centromere) বলে।

প্রতিটি ক্রোমোজোম সর্বদা লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত থাকে ; কিন্তু বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও উহার পরস্পর পাশাপাশি গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকে। ক্রোমোজোমের প্রতিটি খণ্ডকে **ক্রোমাটিড** (Chromatid) বলে (৪৪গ চিত্র)। ক্রোমাটিডগুলি নিউক্লিয়-আবরণীর মধ্যে নিউক্লিয়-রসে ভাসমান (৪৪ঘ চিত্র)।

প্রথম দশায় শেষের দিকে নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়-আবরণীটি লুপ্ত হয়। তাহা হইলে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়-রসের মধ্যে আর কোনও ব্যবধানের সীমারেখা রহিল না।

দ্বিতীয় দশা (Metaphase) : এই দশায় খুব সরু এবং প্রোটোপ্লাজম-নির্মিত **বেম-তন্তু** (spindle fibres) ঐ মাতৃকোষটির অভ্যন্তরে প্রোটোপ্লাজম হইতে উৎপন্ন হয় এবং ঐ তন্তুগুলি সকলে মিলিয়া একটি বেমের (spindle) আকার ধারণ করে (৪৪ উ চিত্র)। বেমের দুই প্রান্তকে দুইটি মেরু (Pole) বলে। বেম-তন্তুগুলি পরস্পর প্রায় সমান্তরাল থাকে। এইবার ক্রোমাটিডগুলি বেমের দুই মেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে (বিষুব-রেখায়—(Equatorial plane-এ) জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। প্রতি মেরু হইতে একটি করিয়া তন্তু প্রতি ক্রোমাটিড জোড়ার একটি ক্রোমাটিডের সেন্ট্রোমিয়ারের কাছাকাছি সংযোজক স্থানে (Attachment region-এ) আটকাইয়া থাকে ; ইহাদের **আকর্ষ-তন্তু** (Tractile fibres) বলে। *

তৃতীয় দশা (Anaphase) : এইবার বেমের বিষুব-রেখায় অবস্থিত প্রতি জোড়া ক্রোমাটিড ইহাদের সেন্ট্রোমিয়ার হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আকর্ষ-তন্তুর সংকোচনে দুই মেরুর দিকে চলিয়া বাইতে থাকে (৪৪ চ নং চিত্র)।

চতুর্থ দশা (Telophase) : ইহাই মাইটোসিসের সর্বশেষ দশা। ক্রোমাটিডেরা দুই মেরুতে পৌঁছিলে, তাহাদের তখন আবার ক্রোমোজোম বলা যাইতে পারে। প্রতিটি মেরুতে এখন যে ক্রোমোজোম পৌঁছিল, উহারা সেখানে একটি করিয়া নূতন অপত্য-নিউক্লিয়াস গঠন করে। এই সময়ে আকর্ষ-তন্তুগুলি বিলুপ্ত হয় (৪৪ জ নং চিত্র)।

২. সাইটোকাইনেসিস [CYTOKINESIS]

এই প্রক্রিয়ায় মাতৃ-কোষের মধ্যে দুইটি অপত্য-নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে সাইটোপ্লাজম দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকালে বেম-তন্তুগুলির মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম দানার মতো সেলুলোজকণা জমিতে থাকে। ক্রমে সেই দানাগুলি পরস্পর জুড়িয়া একটি পাতলা পর্দা গঠন করে। এই পর্দাই স্থূল হইয়া একটি কোষ-প্রাচীর গঠন করে ও সাইটোপ্লাজমকে দুইটি সমান অংশে ভাগ করে। এই ভাবে দুইটি অপত্য-কোষের সৃষ্টি হয় এবং সকল বেম-তন্তু বিলুপ্ত হয় (৪৪ খ নং চিত্র)।

মাইটোসিসের বৈশিষ্ট্য

১ উপরের বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই প্রক্রিয়ায় মাতৃ-নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হইয়া যে দুইটি অপত্য-নিউক্লিয়াস গঠন করে, উহাদের উভয়ের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সর্বদা সমান থাকে।

২. শুধু তাহাই নয়, উভয় অপত্য-নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের উপাদানও একেবারে সমান থাকায় উহারা সমান গুণ-সম্পন্ন।

৩. প্রতিটি অপত্য-নিউক্লিয়াসের ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া আকৃতি ও গুণে সর্বতোভাবে উহাদের মাতৃ-নিউক্লিয়াসের সমতুল্য হয়।

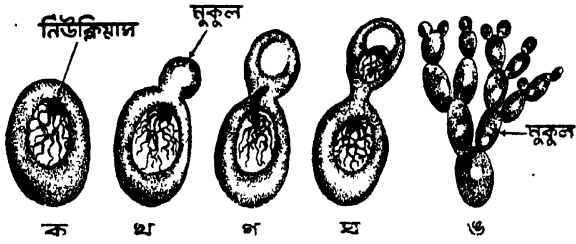
৪. এইভাবে কোষ-বিভাজন দ্বারা উদ্ভিদের যে দেহ গঠিত হয়, সেই দেহের প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে সমান-সংখ্যক ও সমান গুণসম্পন্ন ক্রোমোজোম থাকে।

দেহকোষ বিভক্ত হইবার আরও একটি প্রক্রিয়া

মাইটোসিসের ত্রায় প্রক্রিয়ায় কোষ বিভক্ত হওয়াই সাধারণ রীতি। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটি সহজ ও সরল রীতি আছে; উহাকে প্রত্যক্ষ নিউক্লিয়-বিভাজন (Direct nuclear division) বলে। কিন্তু ইহা কদাচিৎ দেখা যায়।

✓ **দ্রষ্ট (Yeast)** নামক একপ্রকার এককোষী ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদে এই প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাগ দেখা যায়। দ্রষ্টের বংশ-বিস্তারের সময় তাহাদের কোষের ধার হইতে একটি ছোট ক্ষীণ অংশ বাহির হইতে শুরু করে। এই অংশটিকে মুকুল বা কোরক

(Bud) বলে। সঙ্গে সঙ্গে ইহার নিউক্লিয়াসটির মধ্যে একটি খাঁজ পড়ে এবং ইহার আকৃতি অনেকটা ডাষেলের মতো হইয়া যায় (৪৫ গ নং চিত্র)। ইহার পরে ঐ খাঁজটিতে নিউক্লিয়াসটি দুইটি অসমান টুকরায় ভাগ হইয়া যায়। বড় অংশটি মাতৃ-



৪৫নং চিত্র ॥ দাঁট ও মুকুল

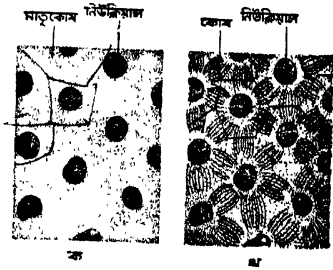
কোষটিতে থাকিয়া যায় ও ছোটটি মুকুল বা কোরকের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় (৪৫ ঘ নং চিত্র)। এই কোষ-প্রাচীর গঠিত হইয়া মুকুলটিকে মাতৃ-কোষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে পারে এবং ক্রমাগত এইরূপ মুকুল গঠিত হইয়া একটি শিকলের মতো আকার গঠন করে (৪৫ঙ নং চিত্র)। পরে এই মুকুলেরা মাতৃ-কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

লক্ষ্য কর যে, এই কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাইটোসিসের স্থায় ক্রোমোজোম গঠিত হইল না। তবে নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়-জালিকা অবশ্যই আছে। এই প্রক্রিয়াকে **মুকুলোদগম** বা **বাডিং** (budding) বলে।

✓ অবাধ কোষ-গঠন [FREE CELL-FORMATION]

এই প্রক্রিয়াতে মাতৃ-কোষের নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া দুইটি অপত্য-নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।

কিন্তু এই বিভাজনের পরেই সাইটো-কাইনেসিস হয় না। ঐ দুইটিই আবার বারবার বিভক্ত হয়, ফলে একই মাতৃ-কোষে অসংখ্য অপত্য-নিউক্লিয়াস একই সাইটোপ্লাজমে ভাসিতে থাকে। পরে এক-একটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরিয়া কোষ-প্রাচীর গঠিত হয় এবং অসংখ্য ছোট ছোট অপত্য-কোষ মাতৃকোষের মধ্যেই গঠিত হয়। কখনও কখনও কোষ-প্রাচীর গঠিত না হইয়া এক-একটি নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কিছু কিছু সাইটোপ্লাজম জমিয়া অসংখ্য নগ্ন-কোষ গঠন করিতে পারে। তখন মাতৃ-কোষের প্রাচীর ফাটিয়া যায় ও নগ্ন-কোষেরা বাহির হইয়া আসে।



৪৬নং চিত্র ॥ অবাধ কোষ-গঠন প্রক্রিয়া:

ক. একই মাতৃকোষে অসংখ্য অপত্য-নিউক্লিয়াস, খ. কোষ-প্রাচীরের খুঁটি ও গঠন

অবুদীলনী

1. Describe Mitosis. State its importance. (মাইটোসিস প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ইহার প্রয়োজনীয়তা কি ?)
2. Write notes on (টীকা লিখ) :—
 - (a) Budding in yeast cells (ইস্টের মুকুলোদ্ভব) ;
 - (b) Free cell-formation (অবাধ কোষ-গঠন) ।

চতুর্থ অধ্যায়

এককদের মধ্যে কার্য-বন্টন

Division of Labour among the Units

উদ্ভিদের দেহে কলা বা টিস্যু : অতি নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের দেহ একটি মাত্র কোষ দ্বারা গঠিত থাকে এবং ঐ একটি কোষদ্বারা ইহারা সকল প্রকার জৈবনিক কার্য সম্পাদন করে। কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর উদ্ভিদের দেহ সাধারণত বহুকোষ দ্বারা গঠিত হয়। এই সকল কোষের আকৃতিও সমান হয় না, আবার ধর্মও এক হয় না। এই সকল কোষের আপন আপন ক্ষমতা অনুযায়ী সকল কার্যকে নিজেদের মধ্যে স্বত্বরূপে ভাগ করিয়া লয়। বিভিন্ন রকমের কোষ বিভিন্ন রকমের কার্যের জন্য দায়ী থাকে।

আবার সমধর্মী কোষেরা সাধারণত এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া থাকে। বিভিন্ন দল ভিন্ন

ভিন্ন কাজের জন্য দায়ী।

কোষের এক-একটি দলকে এক-একটি কলা বা টিস্যু (Tissue) বলে। একটি কলা যে সকল কোষে গঠিত হয় তাহারা সকলেই সাধারণত একই রকম আকৃতির হয়, তাহারা এক সঙ্গে একই রকমের কার্য সম্পাদন করে এবং তাহাদের উৎপত্তি-স্থানও এক হয়। বলিতে পারা যায়, আকৃতি, ধর্ম ও উৎপত্তি-স্থান এক, এইরূপ কতকগুলি কোষের সমষ্টিকে একটি কলা (Tissue) বলে।

কলা বা টিস্যু দুই প্রকারের : ১. ভাজক কলা (Meristematic tissue) ও ২. স্থায়ী কলা (Permanent tissue) ।

ভাজক কলা : যে কলার কোষগুলি অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং যাহারা বিভক্ত হইয়া অপত্য-কোষ সৃষ্টি করিতে পারে, তাহাদের ভাজক কলা বলে। যেমন, কাণ্ডের অগ্রভাগ কিংবা মূলের অগ্রভাগের কলা।

স্থায়ী কলা : যে কলার কোষগুলি পরিণত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে এবং তাহাদের আর বিভক্ত হইবার কোনও ক্ষমতা থাকে না, তাহাকেই স্থায়ী কলা বলে।

ভাজক কলা [MERISTEMATIC TISSUE]

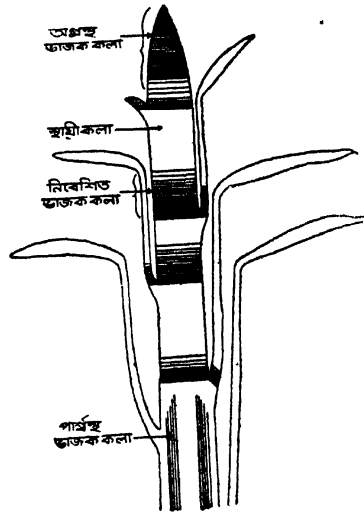
✓ **ভাজক কলার কোষগুলির বৈশিষ্ট্য :** এই কোষগুলি ছোট ও প্রোটোপ্লাজম দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তাই তাহাদের মধ্যে কোনও ভ্যাকুওল থাকে না। কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। ভাজক কলা হইতেই পরিণত অবস্থায় স্থায়ী কলা গঠিত হয়।

বিভিন্ন রকমের ভাজক কলা

✓ ১. **অগ্রস্থ ভাজক কলা (Apical meristem) :** যে সকল ভাজক কলা কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগে থাকে, তাহাদের অগ্রস্থ ভাজক কলা বলে।

✓ ২. **নিবেশিত ভাজক কলা (Intercalary meristem) :** উদ্ভিদের দেহে দুইটি স্থায়ী কলার মধ্যে এক খণ্ড ভাজক কলা থাকিতে পারে, তাহাকেই নিবেশিত ভাজক কলা বলে।

✓ ৩. **পার্শ্বীয় ভাজক কলা (Lateral meristem) :** উদ্ভিদের কাণ্ডের পরিণত অংশের মধ্যে যে সকল স্থায়ী কলা বর্তমান, তাহাদের একপাশ ধরিয়া সমস্ত কাণ্ডের পরিধিকে সমান্তরাল করিয়া একটি ভাজক কলা উপর হইতে কাণ্ডের গোড়া অবধি নামিয়া যাইতে পারে, তাহাকেই পার্শ্বীয় ভাজক কলা বলে। এই কলার কোষেরা বিভক্ত হইলেই উদ্ভিদদেহ স্থূল হয়।



প্রাথমিক ও গৌণ ভাজক কলা (Primary and Secondary meristematic tissues) : যদিও স্থায়ী কলার কোষেরা বিভক্ত হইতে পারে না, কিন্তু বিশেষ সময়ে স্থায়ী কলার ভাজক কলার মতো নিজেদের বিভক্ত করিবার শক্তি অর্জন করিতে পারে। এইরূপে স্থায়ী কলা হইতে নূতন করিয়া যখন ভাজক কলার উৎপত্তি

৪৭নং চিত্র ৥ কাণ্ডকে লম্বাংশে বিভাজিত করিয়া ভাজক কলাদের অবস্থিতি দেখানো হইয়াছে।

হয়, তখন সেই ভাজক কলাকে **গৌণ ভাজক কলা** (Secondary meristematic tissues) বলে। অপরাপর খাটি ভাজক কলার, যাহারা স্থায়ী কলা হইতে উৎপন্ন হয় নাই বরং গোড়া হইতেই উদ্ভিদে রহিয়াছে, তাহাদের **প্রাথমিক ভাজক কলা** (Primary meristematic tissues) বলে।

স্থায়ী কলা [PERMANENT TISSUES]

✓ **স্থায়ী কলার কোষের বৈশিষ্ট্য :** এই কলার কোষগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হয়। কোষগুলি পরিণত অবস্থায় থাকে বলিয়া ইহাদের সুনির্দিষ্ট আকৃতি থাকে এবং এই আকৃতিও বিভিন্ন স্থায়ী কলায় বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। কোষগুলির মধ্যে বড় বড় ভ্যাকুওল থাকে। অনেক সময়ে কতকগুলি মৃতকোষ দ্বারাও একটি স্থায়ী কলা গঠিত হয়। কোষের মধ্যে মধ্যে বিস্তর ফাঁকও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রকমের স্থায়ী কলা : স্থায়ী কলা প্রধানত দুই প্রকারের :
১. **সরল** (Simple) ও ২. **জটিল** (Complex)। ইহা ছাড়াও আর এক প্রকার বিশেষ রকমের স্থায়ী কলা আছে।

সরল কলা : যখন কোনও কলায় কেবলমাত্র একই রকমের আকৃতি-বিশিষ্ট কতকগুলি কোষ থাকে এবং তাহারা সকলেই সমজাতীয় হয়, তখনই তাহাকে **সরল কলা** বলা হয়।

জটিল কলা : যদি কোনও একটি কলায় অনেক রকম আকৃতির কোষ থাকে, তখনই তাহাকে **জটিল কলা** বলে।

✓ সরল কলা [SIMPLE TISSUES]

প্রধানত তিন প্রকারের সরল কলা আছে : ১. **প্যারেনকাইমা** (Parenchyma), ২. **কোলেন কাইমা** (Collenchyma) ও ৩. **স্কেলেনকাইমা** (Sclerenchyma)।

✓ প্যারেনকাইমা [PARENCHYMA]

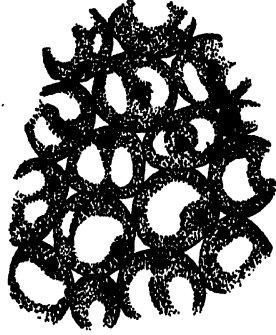
গঠন : এই কলার কোষগুলি সাধারণত গোল অথবা বহুভুজের মতো ; এই কোষগুলিকেও **প্যারেনকাইমা** কোষ বলে। ইহাদের মধ্যে প্রচুর প্রোটোপ্লাজম এবং বড় বড় ভ্যাকুওল থাকে। কোষ-প্রাচীরটি খুব পাতলা এবং সেলুলোজ দ্বারা গঠিত হয়। কোষের মধ্যে মধ্যে অনেক রক্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

অবস্থিতি : মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি অধিকাংশ স্থানে এই কলা প্রচুর পরিমাণে থাকে।

কার্য : উদ্ভিদেদের অধিকাংশ ভৈষিক কার্যই এই কলা দ্বারা সংঘটিত হয়।

ক. গাছের সবুজ অংশে, যেমন, পাতায় থাকিয়া ইহারা খাত উৎপাদন করে।

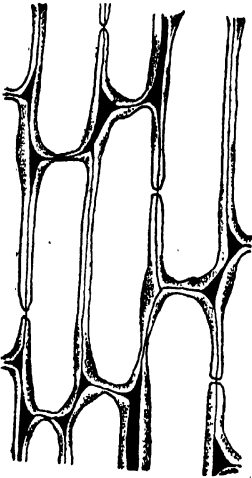
খ. উদ্ভিদেদের বিভিন্ন অংশে ইহারা উৎপাদিত খাত সঞ্চয় করিয়া রাখে। গ. ইহাদের দ্বারা এক স্থান হইতে অপস্থানে খাত-সংবহন কার্যও চলিতে পারে। ঘ. ইহারা যখন সামান্য পরিবর্তিত আকারে মূল, কাণ্ড ও পত্রের স্বকে থাকে, তখন ইহারা ঐ অংশগুলিকে নানানভাবে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।



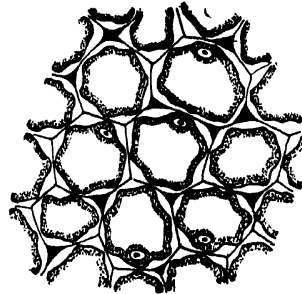
৪৮নং চিত্র ॥ প্যারেনকাইমা

২. কলেনকাইমা [COLLENGHYMA]

গঠন : এই কলা এমন কতকগুলি লম্বাটে ধরনের কোষদ্বারা গঠিত যাহাদের কোষ-প্রাচীর পাতলা, কিন্তু প্রতিটি কোষায় অতিরিক্ত সেলুলোজ ও পেকটিক জমিয়া তাহা স্থল হইয়া উঠে।



ক.



খ.

৪৯নং চিত্র ॥ কলেনকাইমা : ক. দীর্ঘচ্ছেদ (Longitudinal section) খ. প্রস্থচ্ছেদ (Cross section)

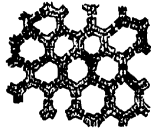
প্রস্থচ্ছেদ (Cross section) করিলে ইহাদের অনেকটা বহুবীজবীজ মতো দেখায়। ইহার কোষগুলি জীবিত। ইহাদের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, ও প্রাচীরগায়ে সাধারণ কুপ থাকে।

অবস্থিতি : ইহার সাধারণত উদ্ভিদের কাণ্ডের অকের নীচেই থাকে। ইহা ছাড়া পত্রবৃন্ত (Floral stalk), পত্রের মধ্যশিরা (Mid-rib), পুষ্পদণ্ড (Floral axis) ইত্যাদিতেও ইহার থাকে।

✓ **কার্য :** উদ্ভিদের কাণ্ডে দৃঢ়তা প্রদান করে। এই কলার কিছুটা স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) আছে বলিয়া ইহার উপস্থিতি থাকিলে বাতাসে যখন কাণ্ড এদিক-ওদিকে হেলে-দুলে, তখন সহজে ভাঙিয়া পড়ে না। দৃঢ়তা-প্রদান ছাড়াও ইহার আর একটি কাজ আছে এই যে, ক্লোরোপ্লাস্টের সাহায্যে ইহার খাণ্ডও তৈয়ারি করিতে পারে।

৩/ স্কেলেনকাইমা [SCLERENCHYMA]

গঠন : এই কলার কোষগুলির প্রাচীর অত্যন্ত স্থূল ও শক্ত থাকে। কোষ-প্রাচীরগুলি লিগনিনদ্বারা গঠিত এবং তাহাতে সপাড় কুণ দেখিতে পাওয়া যায়। কোষ-প্রাচীর এত স্থূল হয় যে, ক্ষেত্রবিশেষে কোষের মধ্যস্থ গহ্বরটি প্রায় বন্ধ হইয়া আসে। এই কোষগুলি কিন্তু মৃত; উহাদের মধ্যে কোনও প্রোটোপ্লাজম থাকে না।



তাই প্রকারের স্কেলেনকাইমা আছে—১. স্কেলেনকাইমা তন্তু (Sclerenchyma fibre) ও ২. স্কেরাইড (Scleride)।

১. **স্কেলেনকাইমা তন্তু :** এই কোষগুলি সাধারণত লম্বাটে হয় এবং ইহার দুই প্রান্ত স্থূল থাকে (৫০নং নীচের চিত্র)। ইহাতে সপাড় কুণ ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাধারণ কুণও থাকে। প্রস্থচ্ছেদে ইহাদের ঘন সন্নিবেশিত বহুভুজাকৃতির কোষ বলিয়া মনে হয়।

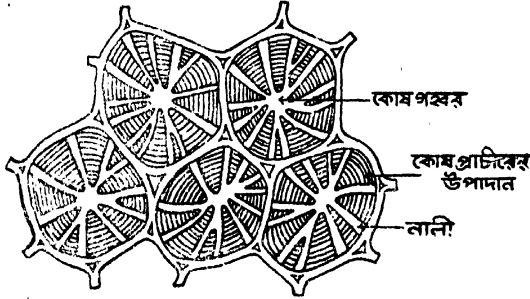
৫০নং চিত্র II (উপরে) স্কেলেনকাইমা
কলা—প্রস্থচ্ছেদ ; (নীচে) স্কেলেনকাইমা কলা—দীর্ঘচ্ছেদ

অবস্থিতি : উদ্ভিদদের প্রায় সকল স্থানেই ইহার থাকে।

কার্য : ইহার উদ্ভিদদের নানা জায়গায় থাকিয়া দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

২. **স্কেরাইড :** স্কেলেনকাইমা জাতীয় আর এক প্রকার মৃত কোষের নাম স্কেলরটিক কোষ (Sclerotic cell) বা স্কেরাইড (Scleride)। ইহার গোল এবং ইহার প্রাচীরগুলি লিগনিনযুক্ত কিংবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুবেরিন বা

মিউসিলেজযুক্ত হয়। কোষ-গহ্বর অত্যন্ত ছোট থাকে। গহ্বরে কোষ-প্রাচীরের উপাদান এমনভাবে জমে যে গহ্বরটিতে অনেক নালী বা শাখার মতো আকৃতি দেখা যায়।



১১ম চিত্র ৥ স্ক্. রাইড

অবস্থিতি : পেয়ারার বীজ-ত্বকে, কিংবা নাসপাতি, আপেল প্রভৃতি ফলের ত্বকে এই কলা রহিয়াছে।

কার্য : দৃঢ়তা-প্রদান।

জটিল কলা [COMPLEX TISSUES]

উদ্ভিদের দেহে দুইটি জটিল কলা আছে। একটির নাম **জাইলেম (Xylem)** ও অপরটির নাম **ফ্লোয়েম (Phloem)**। প্রথমটির মাধ্যমে উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে জল-সরবরাহ কার্য চলে এবং দ্বিতীয়টির মাধ্যমে পাতা হইতে প্রস্তুত খাদ্য দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করা হয়।

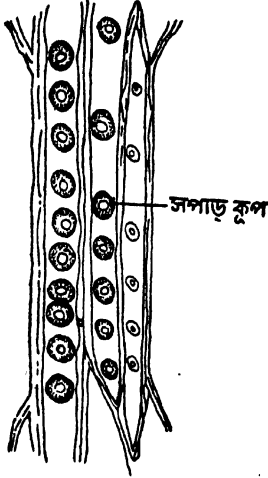
ক. জাইলেম [XYLEM]

জাইলেম চারি প্রকারের উপাদান দ্বারা গঠিত, ১. **ট্র্যাকিড (Tracheid)**
২. **ট্র্যাকীয়া (Trachea)** বা **বাহিকা** বা **ভেসেল (Vessel)**,
৩. **জাইলেম-প্যারেনকাইমা কোষ (Xylem-Parenchymatous cells)**
ও ৪. **স্ক্লে-রেনকাইমা তন্তু (Sclerenchyma fibres)** বা **কাঠিক তন্তু (Wood fibres)**।

১. ট্র্যাকিড [TRACHEID]

গঠন : এই মৃত কোষগুলি লম্বা, ইহার দুই প্রান্ত সরু বটে, কিন্তু খুব স্থূচাল নহে। ইহাদের কোষপ্রাচীর খুব স্থূল ও লিগনিনযুক্ত। কোষ-প্রাচীরের গায়ে অনেক

সপাড় কুপ থাকে। স্থলীকরণের অন্তিম নমুনাও ইহাতে দেখা যায়,—বধা, বলয়াকার, সর্পিলাকার ইত্যাদি।



৫২নং চিত্র ॥ ট্রাকিড

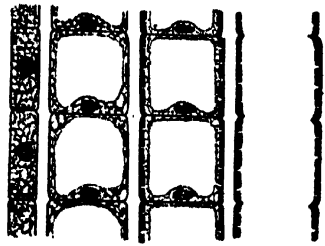
অবস্থিতি : কান ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের কাণ্ড, পত্র ও মূলে ট্রাকিড পাওয়া যায়।

কার্য : ইহার কার্য তিন প্রকারের :

১. একটির উপরে আর একটি ট্রাকিড কোষ পাড়াইয়া যে লম্বা আকার ধারণ করে, তাহার সাহায্যে উদ্ভিদেবো দেহের একস্থান হইতে অপর স্থানে নানা ধাতব-পদার্থমিশ্রিত জল সরবরাহ করে।
২. এই মৃত কোষে যে বড় গহ্বর আছে, তাহাতে ইহার জল-সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে।
৩. ইহার উদ্ভিদের দেহে দৃঢ়তা-প্রদান করে।

২. ট্রাকিয়া বা ভেসেল বা বাহিকা [TRACHEA OR VESSEL]

গঠন : ইহারা এক প্রকার লম্বা নল বিশেষ। এই নলগুলি এই প্রকার প্রক্রিয়ায় গঠিত হয় : একটির পর একটি কোষ, যেমন একটি ট্রাকিডের উপর আর একটি ট্রাকিড পাড়াইয়া একটি লম্বা কোষের সারি তৈয়ারি করে। তারপর এই সারির মধ্যে প্রতি দুইটি কোষের সংযোজক কোষ-প্রাচীরটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলে একটি লম্বা খোলা নল গঠিত হয়; ইহার মধ্যে কোনও কোষ-প্রাচীর না থাকায় মাঝে কোনও বাধা থাকে না।



৫৩নং চিত্র : বাহিকা বা ভেসেলের উৎপত্তি

নলটি সম্পূর্ণ মৃত। ইহাদের লিগনিনযুক্ত প্রাচীর-গায়ে বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালাকার, সাধারণ কুণ্ডলিত ও সপাড় কুণ্ডলিত—সকল প্রকারের স্থলীকরণের নমুনাই দেখা যায়।

ইহারা কখনও সঙ্গ আবার কখনও মোটা হয়। সঙ্গবাহিকাগুলির প্রাচীরগায়ে বলয়াকার ও সর্পিলাকার স্থলীকরণ হয় এবং মোটা বাহিকাগুলির জালাকার, সোপানাকার

ও কৃণযুক্ত স্থলীকরণ হয়। সন্মুখলিকে প্রোটোজাইলেম (Protoxylem) এবং মোটাগুলিকে মেটা জাইলেম (Metaxylem) বলা হয়।

অবস্থিতি : ইহারা কেবল গুপ্তবীজী (Angiosperms) উদ্ভিদের জাইলেমেই থাকে।

কার্য : ১. ইহাদের সাহায্যে উদ্ভিদে জল-সংবহন কার্য চলে। যেমন, মূল হইতে কাণ্ড বাহিয়া জল এই নলের মধ্য দিয়া পাতায় গিয়া পৌঁছায়। ২. ইহারা উদ্ভিদে দৃঢ়তা-প্রদান করে।

৩. জাইলেম প্যারেনকাইমা [XYLEM PARENCHYMA]

গঠন : ইহারা একপ্রকার প্যারেনকাইমা কোষ। কিন্তু সাধারণ প্যারেনকাইমার মতো ইহারা গোল নহে, বরং একটু লম্বা। কোষ-প্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে লিগনিনযুক্ত হইয়া স্থল ও হইতে পারে। স্থল হইলে কখনও কখনও প্রাচীর-গায়ে কৃণও থাকিতে পারে।

অবস্থিতি : উদ্ভিদের জাইলেমের মধ্যেই ইহারা অবস্থিত।

কার্য : জল-সংবহন, খাদ্য সঞ্চয় ও দৃঢ়তা প্রদান।

৪. স্কেলেরেনকাইমা তন্তু বা কাষ্ঠিক তন্তু

SCLERENCHYMA FIBRES OR WOOD FIBRES

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইহারা স্কেলেরেনকাইমা-জাতীয় লম্বা সূচল কোষ। দৃঢ়তা-প্রদানই ইহাদের কার্য।

খ. ফ্লোয়েম [PHLOEM]

এই কলাও সাধারণত চারি প্রকারের উপাদান দ্বারা গঠিত :

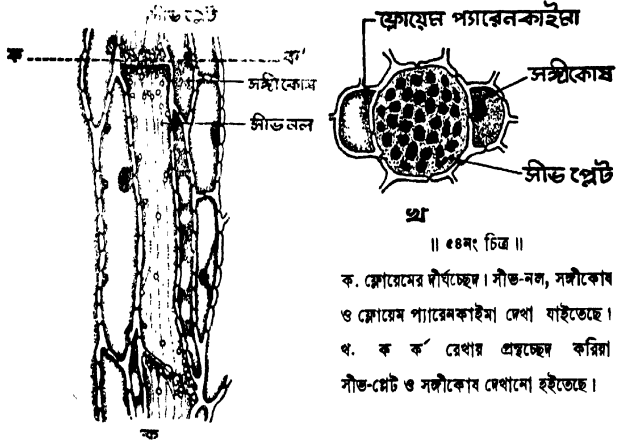
১. সীভ-নল (Sieve Tube), ২. সঙ্গীকোষ (Companion Cell),

৩. ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem Parenchyma) ও ৪. বাস্ট-তন্তু (Bast Fibres)।

১. সীভ-নল [SIEVE TUBE]

গঠন : ইহা এক প্রকার নল বিশেষ। এই নলও একটির উপর আর একটি পরপর দাঁড়ানো কোষদ্বারা গঠিত হয়। কিন্তু ভেসেলের মতো কখনও ইহার মধ্যে দুইটি পাশাপাশি কোষের অন্তর্বর্তী প্রাচীর একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় না। বরং দুইটি কোষের অন্তর্বর্তী প্রাচীর আংশিকভাবে লুপ্ত হইয়া কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বা গর্তের সৃষ্টি করে (৫০নং ক চিত্র)। ঠিক এই স্থান দিয়া ক'র রেখা

খরিয়ী ঐ নলটির প্রস্থচ্ছেদ (Cross section) করিলে ঐ ছিদ্রময় প্রাচীরটিকে একটি চালনির (Sieve) মতো দেখাইবে (৫৪খ নং চিত্র)। টুক এই কারণেই ঐ নলটিকে **সীভ-নল** বলা হয়। ছিদ্রময় প্রাচীরটিকে **সীভ-প্লেট** (Sieve plate) বলে। ঐ নলের প্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। প্রাচীরের ধারে ধারে সাইটোপ্লাজম আছে,



কিন্তু কোনও নিউক্লিয়াস নাই। সীভ-প্লেটের ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া কোনও নলের একটি কোষের সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কোষের সাইটোপ্লাজম সংযুক্ত থাকে। সাইটোপ্লাজমে লিউকোপ্লাস্ট ও স্টার্চদানা থাকিতে পারে।

নলের প্রতিটি কোষের মধ্যস্থলে একটি বড় ভ্যাকুওল আছে। ভ্যাকুওলের মধ্যে যে কোষ-রস আছে, তাহাতে প্রোটিনজাতীয় পদার্থের আধিক্য দেখা যায়।

ব্যক্তবীজী ও ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের সীভ-নলে সীভ-প্লেটের অবস্থান একটু ভিন্ন রকমের। তাহারা নলের পার্শ্বস্থ প্রাচীরে থাকে।

অবস্থিতি : সমাঙ্গদেহী ও মস্জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া সকল জাতীয় উদ্ভিদেই ক্লোয়েম রহিয়াছে এবং সকল ক্লোয়েমেই সীভ-নল অবস্থাই আছে। কিন্তু সকল জাতীয় উদ্ভিদেই সীভ-নলের মধ্যস্থ সীভ-প্লেটের অবস্থান একরকম নহে।

কার্য : পাতা হইতে তরল খাদ্য কাণ্ডের মধ্যে দিয়া উদ্ভিদের সর্বত্র প্রেরণ করাই ইহার একমাত্র কার্য।

সীভ-প্লেটে ক্যালোস (Callose) : কখনও কখনও শীতকালে সীভ-প্লেটের উপর ক্যালোস নামক একপ্রকার কার্বোহাইড্রেট জমিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিতে পারে। আবার পরে বসন্তকালে ক্যালোস দ্রবীভূত হইলে সীভ-প্লেট মুক্ত হয়।

২. সঙ্গীকোষ [COMPANION CELLS]

গঠন : সীড-নলের ধারে ধারে ঘন সাইটোপ্লাজমপূর্ণ ও নিউক্লিয়াস সংবলিত কতকগুলি লম্বা কোষ থাকে। ইহাদের সঙ্গীকোষ বলে।

অবস্থিতি : কেবলমাত্র গুপ্তবীজী (Angiosperms) উদ্ভিদের ফ্লোয়েমেই সীড-নলের ধারে ধারে সঙ্গীকোষেরা থাকে।

কার্য : যতদূর জানা গিয়াছে, খুব সম্ভব ইহারা সীড-নলকে খাত্ত-সংবহন করিতে সাহায্য করে।

৩. ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা [PHLOEM PARENCHYMA]

গঠন : সাধারণ প্যারেনকাইমা কোষ। তবে কোষগুলি লম্বাটে ও চওড়া।

অবস্থিতি : উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে ইহারা থাকিলেও একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে ইহারা থাকে না।

কার্য : খাত্ত-সংবহন ও খাত্ত-সঞ্চয়।

৪. বাস্ট-তন্তু [BAST-FIBRE]

ইহারা স্কেলেনকাইমা তন্তুবিশেষ।

বিশেষ রকমের কলা [SPECIAL TISSUES]

সবল ও জটিল কলা ছাড়া আর এক রকমের কলা আছে, ইহাদের বিশেষ রকমের কলা (Special tissues) বলে।

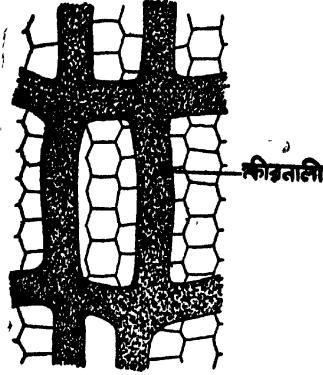
এই বিশেষ রকমের কলাগুলির মধ্যে একপ্রকারের কলা আছে যাহাদের কোষগুলি হইতে নানাপ্রকার পদার্থ নিঃসারিত বা বহিঃক্ষরিত (Secreted), এইজন্য এই কলাগুলিকে বহিঃক্ষরিত কলা (Secretory tissues) বলা হয়। এইরূপ বহিঃক্ষরিত কলাগুলির মধ্যে একটির নাম ল্যাটিসিফেরাস নালী (Laticiferous duct)।

ল্যাটিসিফেরাস নালী [LATICIFEROUS DUCT]

এই নালীগুলির মধ্যে একপ্রকার গাঢ় ঘন দুধের মতো সাদা কষ থাকে; ইহাকে তরুক্ষীর (Latex) বলে। কোষের ভ্যাকুগলে যে কোষ-রস আছে তাহাতে গঁদ, রজন, ট্যানিন প্রভৃতি বর্জ্য পদার্থগুলি সঞ্চিত হইলেই তাহা একরূপ সাদা ঘন দুধের মতো আকার ধারণ করে। যেমন, আকন্দ গাছের কষ। ল্যাটিসিফেরাস নালী আবার দুই রকমের : ১. ক্ষীরনালী (Latex vessel), ২. ক্ষীরকোষ (Latex cell)।

১. ক্ষীরনালী (Latex vessel) : প্রথমত কতকগুলি কোষ একটির পর একটি জুড়িয়া একটি কোষের সারি প্রস্তুত করে। ইহার পর পাশাপাশি প্রতি দুইটি

কোষের অন্তর্বর্তী প্রাচীরটি বিলুপ্ত হয়। ফলে, সকল কোষগুলি মিলিয়া একটি লম্বা



৫৫নং চিত্র ॥ ক্ষীরনালী

নালী গঠন করে। এই নালীতেই বথন তরুক্ষীর (Latex) জমে তখনই তাহাকে ক্ষীরনালী (Latex vessel) বলে। দুইটি ক্ষীরনালী পাশাপাশি থাকিলে তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বহু শাখাবিশিষ্ট এবং জালের মতো আকার ধারণ করে। ক্ষীরনালী সজীব এবং ইহার প্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা গঠিত (৫৫নং চিত্র)। এইরূপ নালী কলা গাছ, আফিম গাছ ইত্যাদিতে আছে।

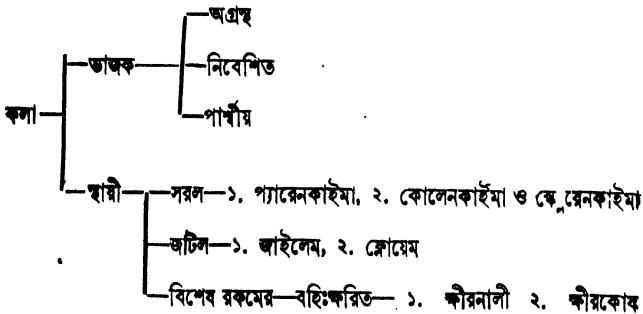
২. ক্ষীরকোষ (Latex Cells): ইহারা এককোষী। কোষটি ছোট

হইতে ক্রমশ বড় ও লম্বা হয় এবং অবশেষে অনেক শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন করে। কিন্তু ইহার শাখাগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলেও কখনও সংযুক্ত হয় না। ইহারাও সজীব ও বহু নিউক্লিয়াস সংবলিত কোষ। আকন্দ, ফণিমনসা, করবী, নয়নভারী, বট, অশ্বখ, পিপুল, রবার ইত্যাদি গাছে ইহাদের পাওয়া যায়।



৫৬নং চিত্র ॥ ক্ষীরকোষ

নীচে নানারকম কলার শ্রেণীবিভাগ ছকের সাহায্যে বুঝানো হইল।



অনুশীলনী

1. What is a tissue? Name the various types of plant tissues. (কলা কাহাকে বলে? উদ্ভিদেব্ধের বিভিন্ন রকমের কলাগুলির নাম বল।)
2. What do you understand by Permanent and Meristematic tissues? State their peculiarities. (স্থায়ী ও ভাজক কলা কাহাদের বলে? উহাদের বৈশিষ্ট্য কি কি?)
3. Mention the names of various types of meristematic tissues and state their respective positions in the plant body. (বিভিন্ন রকমের ভাজক কলাগুলির নাম ও উদ্ভিদেব্ধে উহাদের প্রত্যেকের স্থান নির্দেশ কর।)
4. Describe the structure and functions of various types of simple tissues. (বিভিন্ন রকমের সরল কলার গঠন ও কার্য বর্ণনা কর।)
5. What are the differences between complex and simple tissues? State the structure of complex tissues. (জটিল কলা ও সরল কলার পার্থক্য কি? জটিল কলাগুলির গঠন বর্ণনা কর।)
6. What is a laticiferous duct? What is its function? Describe the various types of laticiferous ducts found in plants. (ল্যাটিসিফেরাস নালী কাহাকে বলে? ইহার কাজ কি? বিভিন্ন রকমের ল্যাটিসিফেরাস নালী বর্ণনা কর।)
7. Write notes on (টীকা লিখ):
 (a) Xylem (জাইলেম), (b) Phloem (ফ্লোয়েম), (c) Latex (ল্যাক্স)

পঞ্চম অধ্যায়

কলাতন্ত্র

Tissue System

কতকগুলি সম্বন্ধী কোষ লইয়া যেমন একটি কলা তৈয়ারী হয়, তেমনই যখন কতকগুলি বিভিন্ন রকমের কলা একই রকমের কার্য সম্পাদন করে, তখন উহাদের একটি কলাতন্ত্র (Tissue System) বলে। একটি কলাতন্ত্রে যে সর্বদাই অনেকগুলি করিয়া কলা থাকিবে তাহা নহে, অনেক সময় একটি কলাতন্ত্রে মাত্র একটি কলাই থাকিতে পারে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের কলাতন্ত্র ফার্নজাতীয় উদ্ভিদে ইহাতে স্তম্ভ করিয়া সুস্পষ্টক উদ্ভিদগুলিতেই শুধু রহিয়াছে। সমাঙ্গদেহী (Thallophita) বা মসজাতীয় উদ্ভিদে উহাদের পাওয়া যাইবে না।

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদদেহের এই কলাগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটি কলাতন্ত্র (Tissue system) বিভক্ত করা যায় :

- ক. ত্বক কলাতন্ত্র (Epidermal tissue system)
- খ. আদি কলাতন্ত্র (Fundamental or Ground tissue system)
- গ. সংবহন-তন্ত্র (Vascular tissue System)

ক. ত্বক কলাতন্ত্র [EPIDERMAL TISSUE SYSTEM]

ত্বক (Epidermis) : এই কলাতন্ত্রের অন্তর্গত একটিমাত্র কলাই আছে ; উহাকে ত্বক (Epidermis) বলে। কাণ্ড ও পাতার ত্বকেই আমরা ত্বক বা এপিডারমিস (Epidermis) বলিব ; কিন্তু মূলের ত্বকে বলিব মূলত্বক বা এপিপ্লেমা (Epiblema)।

ত্বক বা এপিডারমিস কাণ্ড বা পাতার একেবারে বাহিরের কলা। কাণ্ডের বেলায় সমস্ত কাণ্ডটিকে এই ত্বক ঘিরিয়া ঢাকিয়া রাখে ; কিন্তু পাতার বেলায়, উহার উপর ও নীচের দুই পিঠকে এই ত্বক আবৃত করিয়া রাখে।

ইহা প্যারেনকাইমা কোষেরই একটি মাত্র স্তর। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন,—রবার, বট ইত্যাদি গাছের কাণ্ডে, প্যারেনকাইমা কোষের একাধিক স্তর দ্বারাও ত্বক গঠিত হইতে পারে।

কাণ্ড বা পাতার প্রস্থচ্ছেদ করিয়া (৫৭নং চিত্র) ত্বককে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার কোষগুলি অনেকটা ঘন এক-একটি আয়তক্ষেত্রের

সতো। উহারা ঘন-সন্নিবিষ্ট; এবং উহাদের মধ্যে কোনও আন্তঃকোষ রক্ত (Inter-cellular space) নাই।

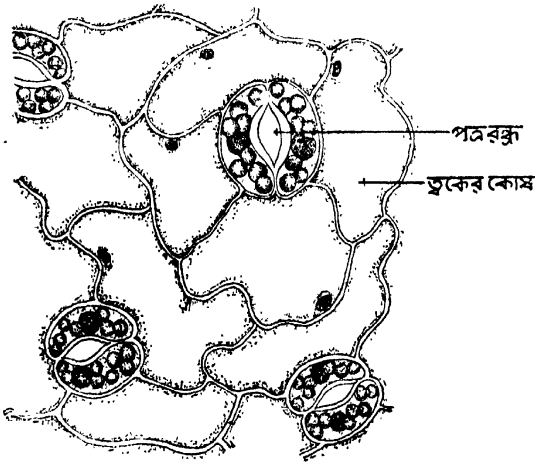
প্রতিটি কোষের প্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। ইহাদের প্রাচীরের ধারে ধারে অতি অল্প পরিমাণে সাইটোপ্লাজম থাকে।

প্রতি কোষেই বড় একটি ভ্যাকুওল ও উহার মধ্যে বর্ণহীন কোষ থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজম মরিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন ঐ মৃত কোষের মধ্যে বাতাস ও অন্ত্রাচ্ছ পদার্থ সঞ্চিত থাকে।



৫৭নং চিত্র ॥ অকের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া কোষ-গুলির আকার দেখান হইয়াছে

অকের কোষ-প্রাচীরের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে কোষের বাহিরের দিকের প্রাচীরের উপর সাধারণত পুরু করিয়া কিউটিন জমে, ফলে বাহিরে কিউটিনের যে পুরু স্তরটি পড়ে, উহাকেই কিউটিকুল (Cuticle) বলা হয়। অনেক সময় অকে মোমও (Wax) জমে।



৫৮নং চিত্র ॥ পাতার অকের ডেউ-খেলানো কোষ-প্রাচীর ও উহাদের স্থানে স্থানে পত্ররক্তসমূহ

অকের বা এপিডারমিসের প্রস্থচ্ছেদ না করিয়া যদি কাণ্ড বা পাতার উপরের বা নীচের তল (Surface) হইতে একটু পাতলা অংশ তুলিয়া লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা যায়, তবে অকের কোষগুলির প্রাচীর অনেকটা ডেউ-খেলানো বলিয়া বোধ হয় (৫৮নং চিত্র) ; উহাদের স্থানে স্থানে যে অনেক ছোট ছোট রক্ত রহিয়াছে, উহাদের

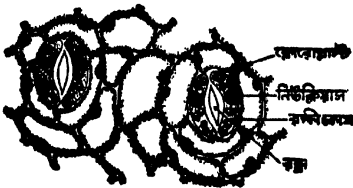
পত্ররন্ধ বা স্টোমা (Stoma) বলে। যেকের বাহিরের দিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণে রোম (Hairs) জন্মিতে পারে; যেমন কুমড়া গাছ। এই রোমগুলি কোথাও এককোষী কোথাও বহুকোষী হয়।

মূলত্বক বা এপিপ্লেমা (Epiblema) : ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে,—১. ইহার বাহিরের প্রাচীরে কিন্তু কিউটিকুল কিংবা মোম থাকে না। ইহাদের গারে যে মূলরোম (Root hairs) থাকে, উহারা সর্বদাই এককোষী (৬৫ নং চিত্র দেখ)। ২. ইহাদের কার্ণও আলাদা। ইহাদের সাহায্যে মূল মাটি হইতে জল শোষণ করিতে পারে। ৩. ত্বক ও মূলত্বক উভয়েরই উৎপত্তি স্থান আলাদা। [এপিপ্লেমা বা মূলত্বক, পেরিলেম (Periblem) এবং এপিডারমিস বা ত্বক, ডার্ম্যাটোজেন (Dermatogen) হইতে উৎপন্ন হয়। এই কথা এই অধ্যায়ের একেবারে শেষে বুঝান হইয়াছে।]

এই সকল কারণের জন্য মূলের ত্বককে ভিন্ন নামে ডাকা হয়।

ত্বক বা এপিডারমিসের কার্য : ১. ইহা বাহিরের আবাস, অত্যধিক তাপ ও শৈত্য এবং পরজীবী ছত্রাক ও জীবাণুর আক্রমণ হইতে গাছের দেহের অভ্যন্তরস্থ কলাগুলিকে রক্ষা করে। ২. ইহার বাহিরের প্রাচীরে মূল কিউটিকুল, মোম, রোম ও অন্যান্য পদার্থ থাকে বলিয়া উদ্ভিদের দেহের অভ্যন্তরস্থ কোষগুলি হইতে অযথা জল বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যাইতে পারে না; ফলে জলের অপচয় বন্ধ হয়। ৩. ইহাদের মধ্যে অনেক সময় জল সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে; যেমন,—মৃক অঞ্চলের জলজ উদ্ভিদ। ৪. কোনও কোনও এপিডারমিস বা ত্বকে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে বলিয়া উহাতে খাদ্য তৈয়ারী হইতে পারে; ৫. কতকগুলি উদ্ভিদের এপিডারমিস বা ত্বকের গায়ে যে রোম থাকে উহাতে বিবাক্ত পদার্থ থাকে বলিয়া তৃণভোজী প্রাণীরা ঐ গাছগুলি আহার করিতে সাহসী হয় না; ফলে গাছগুলি বাঁচিয়া যায়। যেমন,—বিছুটি।

ত্বকের রন্ধ (Epidermal Openings) : উদ্ভিদের দেহের সবুজ অংশ-গুলিতে, যেমন সবুজ পাতায় কিংবা সবুজ কাণ্ডে যে ত্বক বা এপিডারমিস আছে, তাহাতে অনেক স্থান রন্ধ থাকে, উহাদেরই পত্ররন্ধ বা স্টোমা (Stoma Plural, Stomata) বলে।



৫৯নং চিত্র ॥ পত্ররন্ধ

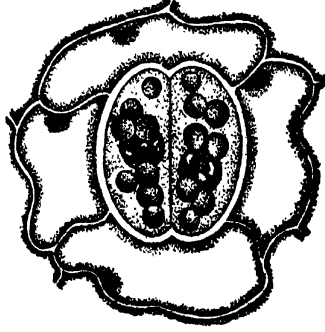
পত্ররন্ধ বা স্টোমার গঠন :
প্রতিটি রন্ধের দুই ধারে দুইটি অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির কোষ থাকে। ইহাদের রক্ষীকোষ (Guard Cells) বলে। রন্ধ ও উহার দুই পাশের

দুইটি রক্ষীকোষ লইয়াই একটি পত্ররন্ধ বা স্টোমা গঠিত হয়।

প্রতিটি রক্ষীকোষে একটি নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম ও ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

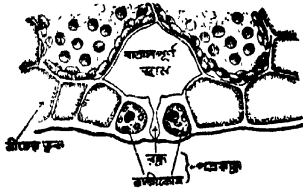
দিনের বেলায় রক্ষীকোষ দুইটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুই ধারে সরিয়া যায়, তাহাতেই রক্তটি উন্মুক্ত হয়। কিন্তু রাত্রিবেলায় রক্ষীকোষ দুইটি ভিতরের দিকে সরিয়া আসিয়া পরস্পরকে চাপিয়া ধরে, তাহাতেই রক্তটি বন্ধ হইয়া যায় (৬০নং চিত্র দেখ)।

পাতার প্রস্থচ্ছেদ করিলে দেখা যাইবে যে পত্ররক্তের ঠিক নীচেই পাতার অভ্যন্তরে একটি বড় বাতাবকাশ (Air chamber) রহিয়াছে; ইহাকেই শ্বাসরন্ধ্র (Res-



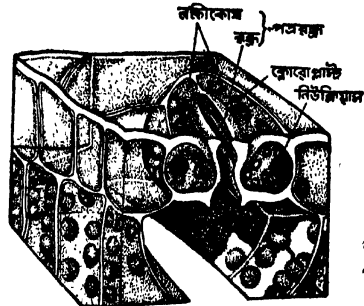
৬০নং চিত্র ॥ বন্ধ পত্ররন্ধ্র

piratory Cavity) বলে। ইহাতে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস সমূহ রহিয়াছে। ইহারা প্রয়োজনমত উদ্ভিদের কাজে আসে। পাতা বা কাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত অন্তঃকোষ-রক্তের সহিত এই শ্বাসরন্ধ্রের যোগাযোগ আছে; ফলে উদ্ভিদের দেহের ভিতরে ও বাহিরে অনায়াসে বাতাস চলাচল করিতে পারে।



৬১নং চিত্র ॥ একটি পাতার প্রস্থচ্ছেদ করিয়া পত্ররন্ধ্রের গঠন দেখান হইয়াছে

রক্তের (Pore) দুইপাশে রক্ষীকোষ দুইটির ভিতরের দিকের প্রাচীর অগ্রধারের প্রাচীর হইতে বেশী স্থূল। রক্ষীকোষের প্রাচীরের এইরূপ গঠনের জগুই পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষ দুইটি সরিয়া আসিয়া রক্তটিকে খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে। রক্ষীকোষগুলি যখন জলে পরিপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, তখন রক্ষীকোষ দুইটির পাতলা প্রাচীর ক্ষীত হইয়া স্থূল প্রাচীরকে টানিয়া ধরে; ফলে রক্তটি খুলিয়া যায়। আবার



৬২নং চিত্র ॥ পাতার মধ্যে পত্ররন্ধ্র (Three dimensional view)

জল বাহির হইয়া গেলে রক্ষীকোষের পাতলা প্রাচীর শ্লথ (Flaccid) হইয়া পড়ে, ফলে রক্তের মুখ বন্ধ হইয়া যায়।

খুঁ ধু যে রাজিবেলাতেই পত্ররক্ত বন্ধ হয় তাহা নহে, দিনের বেলাতেও প্রয়োজন হইলে পত্ররক্ত বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

পত্ররক্তের কার্য : বাতাস হইতে প্রয়োজনমত নানা গ্যাস (অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড) গ্রহণ করা ও উদ্ভিদের দেহ হইতে গ্যাস বাহির করিয়া দেওয়া এই পত্ররক্তের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। যেমন—

১. উদ্ভিদ যখন সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় নিজদেহে খাদ্য উৎপাদন করে, তখন বাতাস হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে। এই গ্যাস পত্ররক্তের মধ্য দিয়াই উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে। আবার এই প্রক্রিয়ার ফলে যে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহা আবার এই পত্ররক্তের মধ্য দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

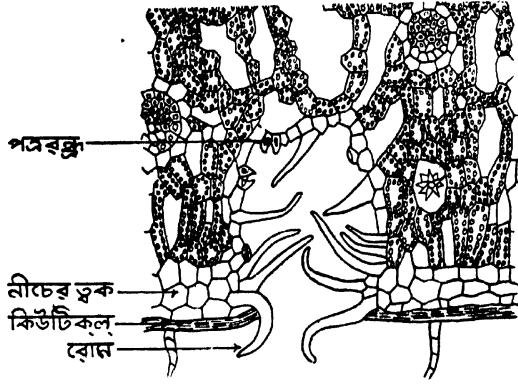
২. শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন পত্ররক্তের মধ্য দিয়া উদ্ভিদের দেহের অন্যান্য অংশে প্রবেশ করে, আবার এই প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড পত্ররক্ত দ্বারাই বাহির হইয়া যায়। ইহা ছাড়া,

৩. উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে যে পরিমাণ জল গ্রহণ করে, তাহার কিছুটা বাষ্পাকারে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই বাষ্পমোচন প্রক্রিয়াটিও পত্ররক্তের সাহায্যে ঘটে।

পত্ররক্তের বিভিন্ন অবস্থিতি ও শ্রেণীবিন্যাস : সকল পাতাতেই পত্ররক্ত কিন্তু সমানভাবে থাকে না। যেমন, এমন গাছ আছে যাহাদের পাতাগুলি এমনভাবে কাণ্ডের গায়ে লাগানো থাকে যে সূর্যের রশ্মি খাড়াভাবে তাহাদের পাতার উপরের পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। কিন্তু নীচের পৃষ্ঠে সেই পরিমাণে তত আলো লাগে না। ফলে পাতার উপরের পৃষ্ঠে বেশী ক্লোরোপ্লাস্ট তৈয়ারী হয়; এই পৃষ্ঠটি খুব গাঢ় সবুজ রং ধারণ করে। কিন্তু নীচের পৃষ্ঠটি হালকা সবুজ থাকে। এইরূপ বিষয়পৃষ্ঠ (Dorsiventral) পাতার উপরের পৃষ্ঠে খুব কম পত্ররক্ত থাকে, কিন্তু নীচের পৃষ্ঠে অধিক সংখ্যক পত্ররক্ত গঠিত হয়। কারণ, পাতার উপরের পৃষ্ঠে বেশী পত্ররক্ত থাকিলে সূর্যের খাড়া রশ্মি লাগিয়া পাতা হইতে পত্ররক্তের মধ্য দিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাষ্পমোচন হইয়া যাইবে। জলের অপচয় নিবারণের জন্তই এই ব্যবস্থা। আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদিতে পাতা বিঘমপৃষ্ঠ হয়।

কতকগুলি উদ্ভিদে পাতাগুলি তেরছাভাবে লাগানো থাকে; ফলে সূর্যের রশ্মি কোনও পৃষ্ঠের উপর খাড়াভাবে পড়ে না। যেমন কলাবতী, বাঁশ, ধান প্রভৃতি একবীজপত্রী উদ্ভিদ। এই সকল পাতার উভয় পৃষ্ঠেই প্রায় সমান ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে; ফলে উভয় পৃষ্ঠেই সমান সবুজ রঙ ধরে। এইরূপ সমান্তরপৃষ্ঠ (Isobilateral) পাতার উভয় পৃষ্ঠেই সমান সংখ্যক পত্ররক্ত থাকে।

শুষ্ক অঞ্চলে (যেমন, মরু-অঞ্চল) যেখানে মাটিতে জলের পরিমাণ কম, ও গাছকে অনেক কষ্টে মাটির অনেক নীচ হইতে জল-সংগ্রহ করিয়া নিজের দেহের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিতে হয়, সেইখানে উদ্ভিদের দেহে পত্ররক্তের সংখ্যা কম থাকে। উদাহরণ—ফশিয়নসা, বাবলা প্রভৃতি শুষ্ক অঞ্চলের উদ্ভিদ। বাষ্পমোচন হ্রাস করিবার জন্য অনেক



৬৩নং চিত্র ৥ করবীপাতার প্রস্থচ্ছেদ। নীচের এপিডারমিসের গর্ভে পত্ররক্ত লুকাইয়া আছে। গর্ভটি রোমাবৃত।

ক্ষেত্রে, যেমন—করবী গাছে, পত্ররক্তগুলি পাতার নীচের ত্বক বা এপিডারমিসে একটি সুন্দর গর্ভের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। গর্ভের মুখও অনেক রোমদ্বারা আবৃত থাকে। (৬৩নং চিত্র)

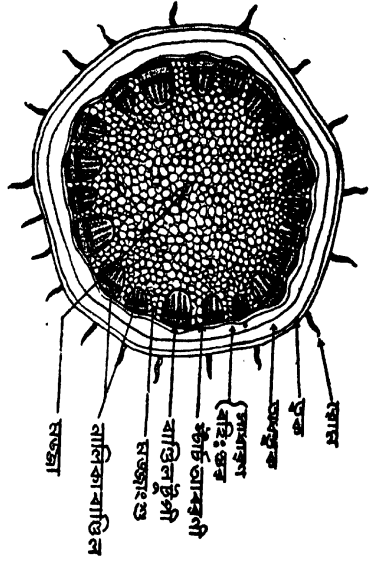
জলের মধ্যে যে সকল উদ্ভিদ ভাসমান বা অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে, তাহাদের পাতার উপরের পৃষ্ঠে পত্ররক্ত থাকে। কিন্তু এই পত্ররক্তগুলির রক্ষাকোষে কোনও প্রোটোপ্লাজম থাকে না; এবং পত্ররক্তও কখনও বন্ধ হয় না,—সর্বদাই খোলা থাকে। কারণ, চারিপাশে অনেক জল থাকায় ঐ সকল জলজ উদ্ভিদের বাষ্পমোচন হ্রাস করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না, বরং যত বেশী হয় ততই ভালো। এই জাতীয় পত্ররক্তকে জলরক্ত, বা ওয়াটার স্টোমাটা (Water Stomata) বলে।

যে সকল উদ্ভিদ একেবারে জলে ডুবিয়া থাকে উহাদের কোনও পত্ররক্ত থাকে না। উহাদের সারা দেহের পাতলা ত্বক দিয়া জলের সহিত দ্রবীভূত গ্যাস আদান-প্রদান হয়, তাই পত্ররক্তের প্রয়োজন হয় না।

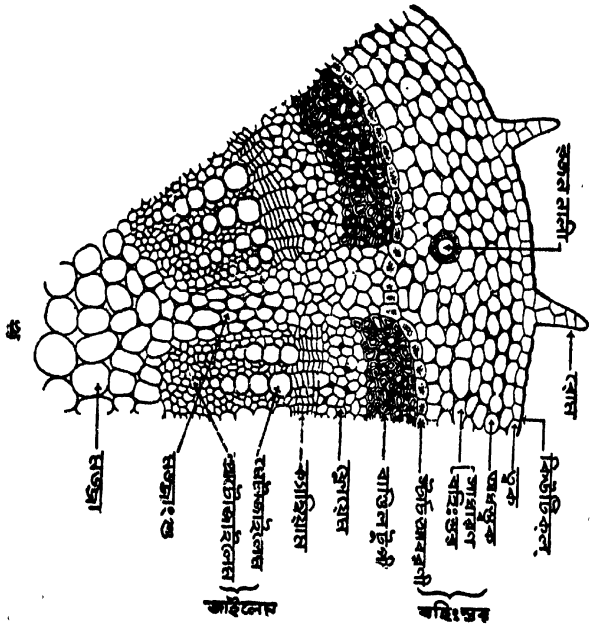
৫. আদি কলাতন্ত্র

FUNDAMENTAL OR GROUND TISSUE SYSTEM

উদ্ভিদের দেহের বেশীর ভাগ অংশ এই কলাতন্ত্র দ্বারাই গঠিত। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের (৬৪নং চিত্র) স্বকের ও মূল-স্বকের (৬৫নং চিত্র) ঠিক নীচ হইতে,

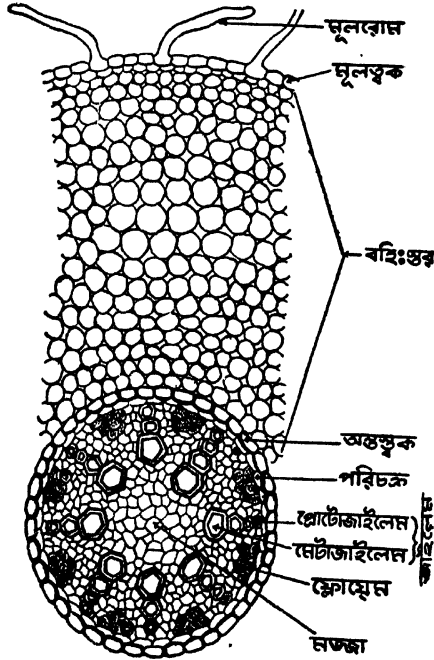


৩০০০ মি.মি. ক. সর্বস্বীয় ক্যারিওক্স (কো-প্যাঁওয়ার)
৭. সর্বস্বীয় ক্যারিওক্স অন্ডকোষ করিয়া বিভিন্ন কলাতর
দ্রব্যাদি সংরক্ষণ (স্টোরেজ)



অর্থাৎ কাণ্ডের অধঃস্থক (Hypodermis) নামক কলা হইতে শুরু করিয়া কাণ্ড ও মূলের একেবারে মধ্যভাগে মজ্জা (Pith) নামক কলা পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। শুধুমাত্র নালিকা বাণ্ডিলগুলি (Vascular bundles) ইহার অন্তর্গত নহে। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত কলাগুলি এই কলাতন্ত্রের অন্তর্গত।

১. অধঃস্থক (Hypodermis—মূলে অবশ্য এই কলাটি নাই), ২. সাধারণ বহিঃস্তর (General Cortex), ৩. স্টার্চ আবরণী (Starch Sheath) বা অন্তঃস্থক (Endodermis), ৪. পরিচক্র (Pericycle), ৫.- মজ্জাংশ (Medullary rays) এবং ৬. মজ্জা (Pith)। মূলে মজ্জাংশ (Medullary rays) বসলে রহিয়াছে যোজক কলা (Conjunctive tissue)।

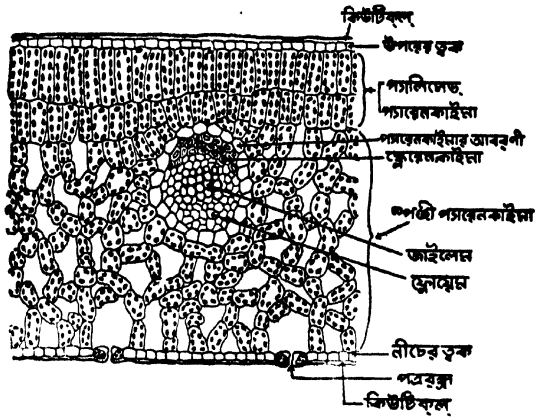


৩-নং চিত্র ॥ মূলের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া বিভিন্ন কলাতন্ত্র দেখানো হইয়াছে

ষিবিজ্ঞপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূলের মধ্যস্থলে অন্তঃস্থক, (স্বর্ষমুখীর বেলায় উহাকে স্টার্চ আবরণী বলে)—পরিচক্র, নালিকা বাণ্ডিল, মজ্জাংশ ও মজ্জাকে ঘিরিয়া বাহিরের অগ্র কলাগুলি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। পরিচক্রসহ কাণ্ডের মধ্যস্থ এই অংশটিকে কেন্দ্রস্থ (Stele) বলে। কেন্দ্রস্থের অন্তর্গত কলাসমূহকে পরিচক্র, নালিকা

বাণ্ডিল, মজ্জাও ও মজ্জাকে অন্তঃস্থ বা অন্তঃস্থীয় কলাসমূহ (Intrastelar tissues) এবং কেন্দ্রস্থলের বাহিরের কলাসমূহকে, যেমন—সাধারণ বহিঃস্থ ও অধঃস্থকে (কেবল কাণ্ডের বেলায় আছে) বহিঃস্থ বা বহিঃস্থীয় কলাসমূহ (Extra-stelar tissues) বলে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে অন্তঃ ও বহিঃস্থ অঞ্চল বলিয়া কোনও পার্থক্য নাই (৩৭নং চিত্র দেখ)। এই সকল উদ্ভিদের কাণ্ডে স্বকের নীচ হইতে অর্থাৎ অধঃস্থ হইতে শুরু করিয়া নালিকা বাণ্ডিলগুলি বাদ দিয়া একেবারে কাণ্ডের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত বহিঃস্থের আদি কলাস্তরের অন্তর্গত।

পাতার বেলায় উপর ও নীচের পৃষ্ঠের স্বক দুইটির মধ্যবর্তী কলাসমূহ (নালিকা বাণ্ডিলগুলি বাদ দিয়া) এই কলাস্তরের অন্তর্গত। এই কলাগুলিকে একযোগে মেসোফিল (Mesophyll) বলে। মেসোফিল প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। ইহাতে দুই প্রকারের প্যারেনকাইমা কোষ আছে : ১. প্যালিসেড প্যারেনকাইমা

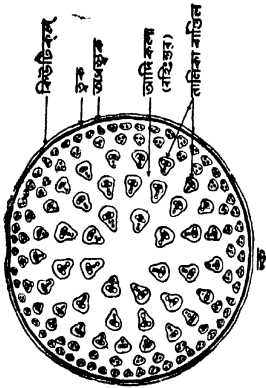
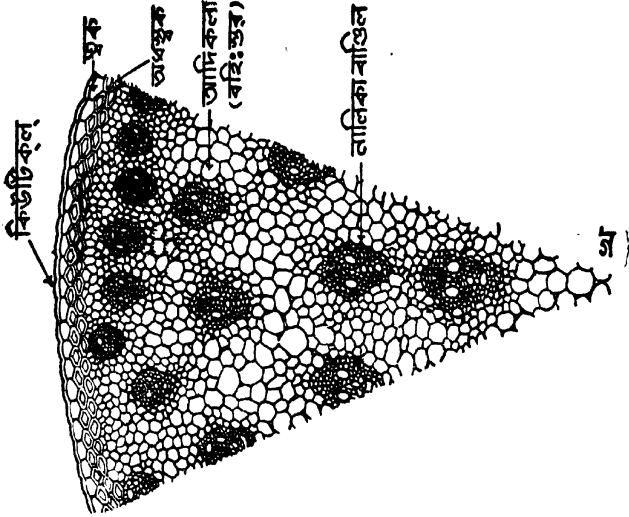


৩৭নং চিত্র ॥ বিষমপৃষ্ঠ পাতার প্রস্থচ্ছেদ

(Palisade Parenchyma) ও ২. স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা (Spongy Parenchyma)। (কেবলমাত্র বিষমপৃষ্ঠ পাতায় দুই প্রকার প্যারেনকাইমা আছে ; সমাপৃষ্ঠ পাতায় এই রকম নাই) এইবার আমরা আদি কলাস্তরের অন্তর্গত কলাসমূহ বর্ণনা করিব।

১. অধঃস্থক (Hypodermis) : স্বকের ঠিক নিচেই অধঃস্থক থাকে। কাণ্ডের বেলায় সচরাচর সর্বদাই অধঃস্থক থাকে। এই অধঃস্থক কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোলেনকাইমা, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্ফেরেনকাইমা দ্বারা গঠিত হয়। সাধারণত পাতার স্বকের নীচে কোনও অধঃস্থক থাকে না, কিন্তু কোনও কোনও পাতায়, যেমন পাইন পাতায় স্ফেরেনকাইমা নির্মিত অধঃস্থক আছে। মূলে কোনও অধঃস্থক নাই।

২. সাধারণ বহিঃস্তর (General Cortex) : দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে ইহা অধঃকেন্দ্রের ঠিক নীচ হইতে শুরু করিয়া অন্তঃক-পর্বন্ত বিস্তৃত থাকে (৬৪নং চিত্র দেখ)। একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে ইহা অধঃকেন্দ্রের নীচ হইতে শুরু করিয়া কাণ্ডের



৬৭নং চিত্র ॥ ক. একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (লো-পাওয়ার)। খ. একবীজপত্রী কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (হাই-পাওয়ার)। অঃ ও বহিঃস্তর অংশ বলিয়া কিছু নাই। অন্তঃক, পরিচ্ছন্ন নাই।

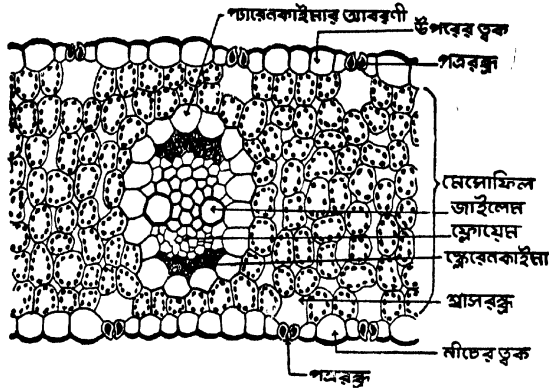
কেন্দ্র পর্বন্ত বিস্তৃত থাকে (৬৭নং চিত্র দেখ)। মূলের মধ্যে ইহা ঠিক মূলক বা এপিগ্নেয়ার নীচ হইতে শুরু করিয়া অন্তঃক বা এণ্ডোডার্মিস অবধি বিস্তৃত থাকে (৬৫নং চিত্র দেখ)।

কাণ্ডে ও মূলে ইহা পাতলা কোষ-প্রাচীরবিশিষ্ট গোল বা বহুভুজাকৃতি প্যারেনকাইমা

কোষদ্বারা গঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে সাধারণত প্রচুর আন্তঃকোষ-রক্ত থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্যারেনকাইমা কোষের সহিত ল্যাটিসিমেরাস নালী ও স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুও বিক্ষিপ্তভাবে থাকিতে পারে।

পাতার মধ্যে এই কলাই মেসোফিল (mesophyll) নামে পরিচিত।

এই মেসোফিল বিষমপৃষ্ঠ পাতার বেলায় দুই প্রকার কলা দ্বারা গঠিত হয়। ঠিক উপরের ত্বক বা এপিডারমিসের নীচে থাকে কয়েক সারি থামের মতো আকৃতির প্যারেনকাইমা কোষ। ইহাদের প্যালিসেড (Palisade) প্যারেনকাইমা বলে। আর তাহাদের নীচ হইতে নীচের ত্বক বা এপিডারমিসের পূর্ব পর্যন্ত থাকে গোল, অন্তঃকোষ-রক্তময় প্যারেনকাইমা কোষ; ইহাদের স্পঞ্জী (Spongy) প্যারেনকাইমা বলে। উভয়ের মধ্যেই ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে (৬৬নং চিত্র দেখ)। সমাকৃষ্ট পাত্রে মেসোফিল শুধু গোল প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত হয় (৬৮নং চিত্র)।



৬৮নং চিত্র ॥ সমাকৃষ্ট পাতার প্রস্থচ্ছেদ

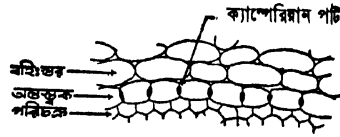
কার্য : কাণ্ড ও মূলে ইহাদের প্রধান কাজ খাদ্য সঞ্চয় করা। কাণ্ডের বেলায় ইহারা খাদ্যও প্রস্তুত করিতে পারে। পাতার বেলায়ও খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য সঞ্চয় করাই এই কলার প্রধান কার্য।

৩. অন্তঃত্বক (Endodermis) ঘিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে যে সকল উদ্ভিদের মূলে ঠিক সাধারণ কটেজের নীচেই একটি কলা থাকে; ইহাকে অন্তঃত্বক (Endodermis) বলা হয়। এই কলাটি কেন্দ্রস্তম্ভের (Stele) বাহিরের দিকে থাকিয়া ইহার আত্মরক্ষা করে। অন্তঃত্বক মাত্র একসারি কোষ-দ্বারা গঠিত (৬৯ ও ৬৯নং চিত্র দেখ)। কোষগুলির আকৃতি পিপার মতো; ইহারা ঘনসন্নিবিষ্ট। ইহাদের মধ্যে কোনও অন্তঃকোষরক্ত নাই। ঘিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে ইহা ডেউ-

খেলানো থাকে, কিন্তু মূলের মধ্যে ইহা চক্রের মতো থাকে (৬৫নং চিত্র দেখ)। ইহাতে অনেক সময় স্টার্চদানা জমিয়া থাকে, তখনই ইহাকে স্টার্চ আবরণী (Starch sheath) নামে অভিহিত করা হয়,—যেমন, শিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড।

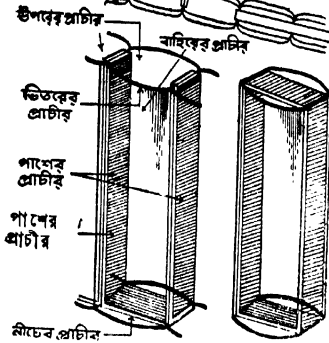
মূলের মধ্যে যে অন্তস্তবক আছে, তাহার কোষগুলির আকৃতির একটু বিশেষত্ব আছে। প্রতিটি কোষের যে চারিটি প্রাচীর দেখা যায় (৬৯নং চিত্রটি দেখ) ইহাদের মধ্যে একেবারে বাহিরের ও ভিতরের প্রাচীর দুইটি পাতলা। বাকি দুইটি ধারের প্রাচীর কিউটিন বা সুবেরিনমুক্ত থাকে বলিয়া স্থূল দেখা যায়। স্থূলতা যে শুধু ধারের প্রাচীর দুইটিতেই হয়, তাহা নহে। কিউটিন বা সুবেরিন

একটি ফিতার মতো একধারের প্রাচীর ধরিয়া কোষের তলদেশের প্রাচীর হইয়া আর এক ধারের প্রাচীর অবধি বিস্তৃত হয় (৭০নং



৬৯নং চিত্র ॥ মূলের অন্তস্তবকের কোষগুলির আকৃতি

চিত্র দেখ)। তাই প্রস্রুচ্ছেদ করিলে (৬৯নং চিত্র) শুধু দুইটি ধারের প্রাচীরের স্থূলতাটুকুই দেখা যায়। একেবারে

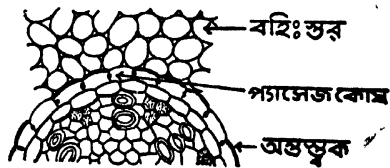


৭০নং চিত্র ॥ ক্যাস্পেরিয়ান পটি দেখানো হইয়াছে

অন্ধদেশটি আর দেখা যায় না। এই কিউটিন বা সুবেরিনের ফিতাকে ক্যাস্পেরিয়ান পটি (Casparyan strip) বলে। মূলরোম দ্বারা শোষিত জল যখন বহিঃস্তর হইতে অন্তস্তবকের মধ্যে দিয়া কেন্দ্রস্তম্ভের মধ্যে প্রবেশ করে তখন জলের ধারাকে ঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত করিবার জগাই এই ক্যাস্পেরিয়ান পটি ঐভাবে অবস্থান করে।

অনেকক্ষেত্রে মূলের অন্তস্তবকের কোষের চারিদিকের প্রাচীরই স্থূল হইয়া যায়।

তখন বহিঃস্তর হইতে জল আর ইহাদের মধ্য দিয়া কেন্দ্রস্তম্ভের মধ্যস্থ জাইলেমে প্রবেশ করিতে পারে না। তাই সেই সকল ক্ষেত্রে অন্তস্তবকের স্থূল প্রাচীরযুক্ত কোষগুলির মধ্যে মধ্যে অনেক



৭১নং চিত্র ॥ প্যাসেজ কোষ

পাতলা কোষ-প্রাচীরযুক্ত কোষ থাকে। এই কোষগুলি জাইলেমের নিকটেই থাকে,

বাহ্যতে ইহাদের মধ্য দিয়াই জল বহিঃস্তর হইতে জাইলেমে সহজে প্রবেশ করিতে পারে (৭১নং চিত্র)। ইহাদের প্যাসেজ কোষ (Passage cell) বলে।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে কোনও অন্তঃস্থক থাকে না। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের পাতায় ইহা থাকিতেও পারে, কিংবা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের পাতায় ইহারা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট থাকে।

কার্য : ইহার কার্য যে কি তাহা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই। তবে ইহা মধ্যে মধ্যে খাদ্য সঞ্চয় করে। মূলের মধ্যে ইহারা জলশোষে নিয়ন্ত্রিত করে এইটুকু বুঝা যাইতেছে।

উপরে আদিকলাতন্ত্রের অন্তর্গত অধঃস্থক, সাধারণ বহিঃস্তর ও অন্তঃস্থক নামে যে তিনটি বহিঃস্তর বা বহিঃস্থলীয় কলার কথা বলা হইল উহাদের তিনটিকেই আবার একত্রযোগে **বহিঃস্তর (Cortex)** নামে অভিহিত করা হয়।

৪. পরিচক্র (Pericycle) : এই কলাটি অন্তঃস্থকের ঠিক নীচে নালিকা বাণ্ডিলগুলিকে ঘিরিয়া অবস্থান করে। এক বা একাধিক কোষের সারি দিয়া ইহা গঠিত হইতে পারে। এই কলাটি শুধুমাত্র প্যারেনকাইমা বা স্কেলেনকাইমা কিংবা উভয় কোষের মিশ্রণে গঠিত হইতে পারে।

শুলের বেলায় ইহা একসারি প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। কুমড়া গাছের কাণ্ডে ইহা অনেক সারি (বা স্তরের) স্কেলেনকাইমা কোষ দ্বারা নির্মিত। আবার সূর্যমুখীর কাণ্ডে ইহা অনেক সারি কোষ দ্বারা গঠিত তো বটেই ; ইহার আবার কতক অংশ স্কেলেনকাইমা ও কতক অংশ প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। স্কেলেনকাইমা কোষগুলির অবস্থান এইরূপ যে, ইহারা প্রতিটি নালিকা বাণ্ডিলের উপরে থাকে ; দেখিলে মনে হয় যেন প্রতিটি নালিকা বাণ্ডিলের মাথায় ইহারা একটি করিয়া টুপী তৈয়ারী করিয়াছে। ইহাদের তখন **নালিকা টুপী (Bundle cap)** বা **কঠিন শকল (Hard bast)** বলে (৬৪ নং চিত্র)।

এই কলা কেন্দ্রস্তম্ভের অন্তর্গত। একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে কোনও কেন্দ্রস্তম্ভ নাই, কাজেই সেখানে পরিচক্র নাই।

জলজ উদ্ভিদের কাণ্ডে ও মূলেও ইহা থাকে না।

কার্য : খাদ্য সঞ্চয় করা ও দেহকে দৃঢ়তা-প্রদান করাই ইহার প্রধান কার্য। প্রধান মূল হইতে যে শাখা-প্রশাখা বাহির হয়, তাহা এই কলা হইতেই উৎপন্ন হয়। কাণ্ড হইতে অনেক সময়ে যে সকল মূল বাহির হইয়া আসে, তাহাও এই কলা হইতেই উৎপত্তি লাভ করে।

৫. মজ্জাংশ (Medullary rays) : দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে ইহা দুইটি নালিকা বাণ্ডিলের মধ্যবর্তী অংশে থাকে (৬৪নং চিত্র)। ইহা

প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। খাত সঞ্চয় করাই এই কোষগুলির কাজ। ইহা ছাড়া মজ্জা হইতে বহিঃস্তর পর্যন্ত খাতসংবহন কার্য ইহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

৬. মজ্জা (Pith) : কাণ্ড ও মূলের একেবারে মধ্যস্থলে অর্থাৎ একেবারে কেন্দ্রস্থলে ইহা থাকে (৬৪ ও ৬৫নং চিত্র)। এই কলা গোল প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। কোষগুলির মধ্যে মধ্যে অনেক অন্তঃকোষ-রক্ত আছে।

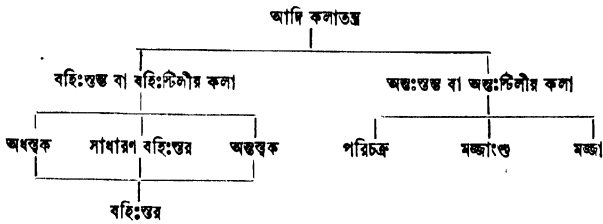
সকল উদ্ভিদের মূলে ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডেই ইহা আছে। এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে কেন্দ্রস্থত নাই বলিয়া ইহাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। বলিতে পারা যায় যে, ইহা বহিঃস্তরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে (৬৭নং চিত্র)।

অনেক ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের কেন্দ্রস্থতে ইহার থাকেও না।

অনেক উদ্ভিদে এই কলাটি ছিন্ন হইয়া কাণ্ডের মধ্যস্থলে একটি জলপূর্ণ বড় গহ্বর সৃষ্টি করে; কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা স্কেলেনকাইমা কোষ দ্বারাও গঠিত হইতে পারে।

কার্য : খাত সঞ্চয়ই ইহার প্রধান কার্য। স্কেলেনকাইমা দ্বারা গঠিত মজ্জা গাচকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

নিম্নে ছকের সাহায্যে আদি কলাতন্ত্রের অন্তর্গত কলাসমূহের নাম বলা হইল :



গ. সংবহন তন্ত্র [VASCULAR TISSUE SYSTEM]

নালিকা বাণ্ডিলগুলি দ্বারাই এই কলাতন্ত্র গঠিত। জাইলেম ও স্কোয়েম কলা দুইটি একযোগে যখন একটি গুচ্ছ বাণ্ডিল তৈয়ারী করে, তাহাকেই তখন একটি নালিকা বাণ্ডিল (Vascular bundle) বলে। সকল নালিকা বাণ্ডিলেই যে জাইলেম ও স্কোয়েম এক সঙ্গে গুচ্ছ বাধিয়া থাকে তাহা নহে। অনেক নালিকা বাণ্ডিল আছে যাহারা শুধুমাত্র জাইলেম কিংবা শুধুমাত্র স্কোয়েম দ্বারা গঠিত। মূলের বাণ্ডিলগুলি এইরূপ হয়; কিন্তু কাণ্ডের মধ্যে ও পাতার মধ্যে প্রতি বাণ্ডিলে জাইলেম ও স্কোয়েম উভয়েই এক সঙ্গে থাকে।

ব্যক্তবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে বাণ্ডিলগুলি কেন্দ্রস্থতের (Stele) মধ্যে চক্রাকারে সাজানো থাকে (৬৪নং চিত্র)। শুধু তাহাই নহে, ইহাদের আরও বিশেষত্ব

আছে। প্রতিটি বাঙিলে জাইলেম ও স্কোয়েমের মধ্যে একটি ভাজক কলা (পার্শ্বীয় ভাজক কলা) অবস্থান করিয়া ঐ দুইটি জটিল কলাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই ভাজক কলাটির নাম ক্যাম্বিয়াম (Cambium)। ব্যক্তবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের যখন বয়স বাড়িতে থাকে, তখন এই ক্যাম্বিয়াম কলার কোষগুলি ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া ইহার ভিতরের দিকে নূতন নূতন জাইলেম ও বাহিরের দিকে নূতন নূতন স্কোয়েম তৈয়ারী করিতে থাকে। যতই নূতন কলাসমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে, উদ্ভিদদেহও ততই প্রস্বেত্ব লাভ হয়।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে কেন্দ্রস্তম্ভ (Stele) নাই; সেখানে বাঙিলগুলিও বহিঃস্তরের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকে (৬৭নং চিত্র)। শুধু তাহাই নহে, ইহাদের মধ্যে কখনও ক্যাম্বিয়াম কলা থাকে না; ফলে প্রতি বাঙিলে জাইলেম ও স্কোয়েম ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন থাকে।

পাতায় কখনই ক্যাম্বিয়াম থাকে না। সেখানে প্রতি বাঙিলেই পাতার উপরের পৃষ্ঠের দিকে জাইলেম ও নীচের পৃষ্ঠের দিকে স্কোয়েম থাকে।

নালিকা বাঙিলের কার্য : ইহার অন্তর্গত জাইলেম কলা দ্বারা মাটি হইতে মূল দ্বারা আহৃত রস উদ্ভিদের পাতায় প্রেরিত হয়। স্কোয়েম-দ্বারা পাতায়-প্রাপ্ত খাদ্য হেঁচ হের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয়। খাদ্য ও জল-সংবহন করা ছাড়াও ইহারা উদ্ভিদদেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

বিভিন্ন রকমের নালিকা বাঙিল : নালিকা বাঙিলে জাইলেম ও স্কোয়েম নানাপ্রকার পদ্ধতিতে সাজানো থাকে। এই সকল সাজানো পদ্ধতি অনুসারে নালিকা বাঙিলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ১. সংযুক্ত (Conjoint) ও ২. অরীয় (Radial)।

১. **সংযুক্ত (Conjoint) :** এই সকল নালিকা বাঙিলে জাইলেম ও স্কোয়েম এক সঙ্গে গুচ্ছ থাকে—যথা, পাতায় ও কাণ্ডে।

তিন প্রকারের সংযুক্ত নালিকা বাঙিল আছে :

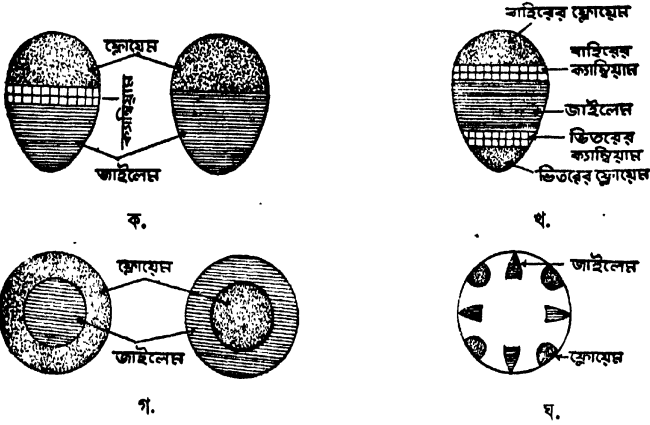
ক. সমপার্শ্বীয় (Collateral) : এই প্রকারের বাঙিলে জাইলেম ও স্কোয়েম এমনভাবে পাশাপাশি থাকে যে, জাইলেম কলাটি থাকে কাণ্ডের ভিতরের দিকে, অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে; স্কোয়েম থাকে বাহিরের দিকে (৭১নং ক চিত্র)। উদাহরণ,—প্রায় সকল জাতীয় ব্যক্তবীজী, একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা।

সমপার্শ্বীয় বাঙিলে যখন জাইলেম ও স্কোয়েমের মধ্যে ক্যাম্বিয়াম থাকে, তখন গ্রাহকে যুক্ত সমপার্শ্বীয় (Open Collateral) বলে, যেমন—ব্যক্তবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড [৭২ক নং-এর বাম দিকের চিত্র]।

যখন জাইলেম ও ক্লোয়েমের মধ্যে কোনও ক্যাম্বিয়াম থাকে না, তখন তাহাকে **বদ্ধ সমপার্শ্বীয় (Closed Collateral)** বলে, যেমন,—একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড [৭২ক নং-এর ডান দিকের চিত্র]।

খ. **সমদ্বিপার্শ্বীয় (Bicollateral)** : এই প্রকার সংযুক্ত বাণ্ডিলের মধ্যস্থলে জাইলেম এবং হাঁহর উভয় পার্শ্বই ক্যাম্বিয়াম, ও ক্লোয়েম থাকে। যেমন, ভিতরের ক্লোয়েম, ভিতরের ক্যাম্বিয়াম, জাইলেম ও বাহিরের ক্যাম্বিয়াম ও বাহিরের ক্লোয়েম (৭২খ নং চিত্র)। উদাহরণ,—কুমড়া, লাউ ইত্যাদি জাতীয় গাছের কাণ্ড।

গ. **কেন্দ্রীয় (Centric)** : এই প্রকারের বাণ্ডিলে হয় জাইলেমকে মধ্যে রাখিয়া ক্লোয়েম উহাকে একেবারে ঘিরিয়া রাখে, নয়তো ক্লোয়েমকে মধ্যে রাখিয়া জাইলেম উহাকে ঘিরিয়া থাকে।



৭২নং চিত্র ॥ বিভিন্ন প্রকারের মালিকা বাণ্ডিল

ক, সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় (বাম দিকের) মুক্ত, (ডান দিকের) বদ্ধ, খ, সংযুক্ত সমদ্বিপার্শ্বীয়

গ, সংযুক্ত কেন্দ্রীয়, (বাম দিকের) হ্যাড্রোকেন্দ্রীয়, (ডান দিকের) লেপ্টোকেন্দ্রীয় ঘ, অরীয়

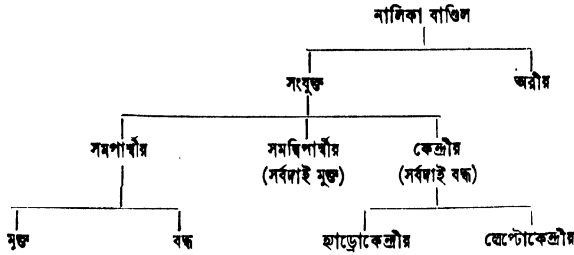
খন জাইলেমকে ঘিরিয়া ক্লোয়েম থাকে, তখনই তাহাকে **হ্যাড্রোকেন্দ্রীয় (Hadrocentric)** বলে। উদাহরণ—ফার্ন ও কোনও কোনও জলজ গুপ্তবীজী উদ্ভিদের কাণ্ড [৭২গ নং-এর বাম দিকের চিত্র]।

যখন ক্লোয়েমকে ঘিরিয়া জাইলেম থাকে, তখন তাহাকে **লেপ্টোকেন্দ্রীয় (Leptocentric)** বলে। উদাহরণ,—কোনও কোনও একবীজপত্রী উদ্ভিদ, বিশেষত জালিনা উদ্ভিদের কাণ্ড। [৭২গ নং-এর ডান দিকের চিত্র]।

২. **অরীয় (Radial)** : এই প্রকার বাণ্ডিলে জাইলেম ও ক্লোয়েম এক স্তরে গুল্ল বীথিয়া থাকে না। এক-একটি বাণ্ডিলে হয় জাইলেম, নয় ক্লোয়েম থাকে

উদাহরণ—গাছের মূল। মূলের কেন্দ্রভক্তের মধ্যে এই জাইলেম ও ক্লোয়েমের বাণ্ডিলগুলি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে (৭২ঘ নং চিত্র)।

নীচে ছকের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের নালিকা বাণ্ডিলের নাম বলা হইল।

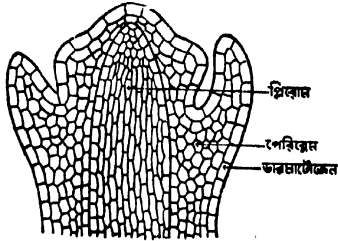


কলাতন্ত্রের বিভিন্ন কলাগুলির উৎপত্তি

উপরে তিন প্রকারের কলাতন্ত্রের নাম জানিয়াছ এবং ইহাদের অন্তর্গত বিভিন্ন কলাগুলির সহিত পরিচিত হইয়াছ। এইবার ঐ কলাগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলি।

কাণ্ডে ও মূলে অগ্রস্থ ভাজক কলা (Apical Meristems of Stems and Roots) : কাণ্ড এবং মূলের অগ্রস্থ ভাজক কলাকে দীর্ঘচ্ছেদ (Longitudinal section) করিয়া অণুবীক্ষণ

যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে তাহাদের নিম্নরূপ দেখায়।



৭৩নং চিত্র ॥ কাণ্ডের অগ্রভাগে ভাজক কলা ও তাহার বিভিন্ন অংশ

কাণ্ডের অগ্রভাগে অগ্রস্থ

ভাজক কলা : কাণ্ডের অগ্রস্থ ভাজক কলাটি কতকগুলি ছোট ছোট ঘনসন্নিবিষ্ট কোষ দ্বারা গঠিত ; ইহাদের মধ্যে ঘন সাইটোপ্লাজম ও একটি করিয়া নিউক্লিয়াস থাকে।

এই কলাটি প্রাথমিক জাতীয় ; তাই ইহাকে **আদিভাজক কলা (Pre-meristem or Primordial meristem)** বলে।

শীঘ্রই এই কলাটি তিনটি অংশে বিভক্ত হয় এবং এই তিনটি অংশের কোষগুলি বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন রকমের স্থায়ী কলা গঠন করিতে থাকে। এই অংশগুলির নাম :

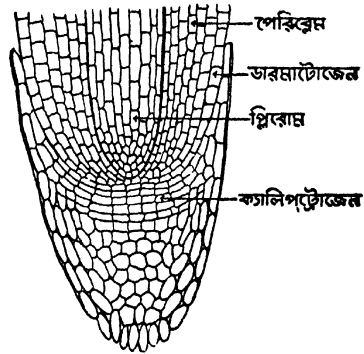
১. **ভারম্যাটোজেন (Dermatogen) :** অগ্রভাগের ভাজক কলাটির একেবারে বাহিরের দিকে যে এক সারি কোষের আবরণ থাকে, ইহাকে ভারম্যাটোজেন এই কোষগুলিই বিভক্ত হইয়া কাণ্ডের অক্ষ উৎপন্ন করে।

২. **পেরিলেম (Periblem) :** পেরিলেম অংশটি ডারমোটোজেনের নীচেই থাকে। ইহা অগ্রবিন্দুতে মাত্র এক সারি কোষ কিন্তু নীচের দিকে বহুস্তরের কোষ দ্বারা নির্মিত। এই অংশটি হইতে কাণ্ডের অধঃস্থ, সাধারণ বহিঃস্তর ও অন্তঃস্থক উৎপন্ন হয়।

৩. **প্লিরোম (Plerome) :** ইহা একেবারে মধ্যের অংশ। ইহা হইতে কাণ্ডের কেন্দ্রস্থ অর্থাৎ পরিচক্র, নালিকা বাণ্ডিল, মজ্জাংশ ও মজ্জা উৎপন্ন হয়। এই অংশের মধ্যে যে বিশেষ কোষগুলি নালিকা বাণ্ডিল গঠনের জন্য দায়ী থাকে, তাহারা একটু লম্বাটে হয়। তাহাদের আদি ক্যাম্বীয় স্ট্র্যাণ্ড (Pro-cambium strands) বলে। এই আদি ক্যাম্বীয় স্ট্র্যাণ্ডের কোষগুলি হইতে জাইলেম ও স্লেগেম গঠিত হয় ও কখনও কখনও ঐ দুই স্থায়ী কলার মধ্যে আদি ক্যাম্বীয় কোষগুলির যে অবশিষ্ট অংশ থাকিয়া যায়, উহাই ক্যাম্বিয়াম।

মূলের অগ্রভাগে অগ্রস্থ ভাজক কলা : মূলের মধ্যেও ইহার আদি ভাজক কলাটিতে কাণ্ডের মতো তিনটি অংশ থাকে ; তিনটি অংশের নাম ১. ডারমোটোজেন ২. পেরিলেম ও ৩. প্লিরোম।

কিন্তু এই তিনটি অংশের মাথায় কয়েকটি অংশ থাকে, তাহাকে ক্যালিপট্রোজেন (Calyp-trogen) বলে। এই ক্যালিপট্রোজেন নামক ভাজক কলাটিকে ডারমোটোজেনই উৎপন্ন করে। ক্যালিপট্রোজেনের কাজ মূলের মাথার মূলকটি (Root cap) গঠন করা। [মূলের আগায় যে একটি টুপীর মতো ঢাকনা থাকে, তাহাকেই মূলক বলে।] ডার-



৭৪নং চিত্র ॥ মূলের অগ্রভাগে ভাজক কলা ও তাহার বিভিন্ন অংশ

মোটোজেন এইভাবে ক্যালিপট্রোজেনকে উৎপন্ন করিতে করিতে ক্ষয় হইয়া বাইতে পারে। তাই দেখা যায় পেরিলেমই মূলের স্বককে (এপিলেমাকে) উৎপন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। [কাণ্ডের এপিডারমিস ডারমোটোজেন হইতে, কিন্তু মূলের এপিলেমা পেরিলেম হইতে উৎপন্ন হয়।]

১. **ডারমোটোজেন :** ক্যালিপট্রোজেন উৎপন্ন করে। কিংবা সোলাহজি মূলক গঠন করিতে পারে।

২. **পেরিলেম :** বহিঃস্তর উৎপন্ন করে।

৩. **প্লিরোম :** কেন্দ্রস্থ গঠন করে। ইহার কতকগুলি আদি ক্যাম্বিয়াম স্ট্র্যাণ্ড

আইলিম সংবলিত নালিকা বাণ্ডিল, আবার কতকগুলি স্কোয়েম-সংবলিত নালিকা বাণ্ডিল গঠন করে।

১১

অনুলিখিত

1. What is meant by 'Tissue system'? Describe the various types of tissue system in plants. Mention the names of tissues under each system. (কলাতন্ত্র কাকে বলে? উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন রকমের কলাতন্ত্রগুলি বর্ণনা কর। ইহার অন্তর্গত কলাগুলির নাম বল।)

2. What is an epidermis? What tissue system does it belong to? Describe its structure and function? What are its differences from epiblema? (এপিডারমিস কাকে বলে? ইহা কোন কলাতন্ত্রের অন্তর্গত? ইহার গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। এপিলেমার সহিত ইহার কি কি পার্থক্য?)

3. What is a stoma? Describe its structure and functions. What is meant by water-stomata? What are the characteristic feature of stomata found in desert plants? (পত্ররন্ধ্র কাকে বলে? ইহার গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। জলরন্ধ্র বলিতে কি বুঝায়? মরু অঞ্চলের উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্রের বৈশিষ্ট্য কি কি?)

4. Describe the structure and functions of tissues belonging to Fundamental Tissue Systems. (আদি কলাতন্ত্রের অন্তর্গত কলাগুলির গঠন কার্য বর্ণনা কর।)

5. What is a vascular bundle? What are its functions? Describe various types of vascular bundles you have studied. (নালিকা বাণ্ডিল কাকে বলে? ইহার কার্য কি? বিভিন্ন রকমের নালিকা বাণ্ডিল বর্ণনা কর।)

6. Describe the various tissues of plants where foods are stored up. (উদ্ভিদের দেহে সঞ্চয়ক কলাগুলি—অর্থাৎ যে কলাগুলি—খাদ্য সঞ্চয় করে—বর্ণনা কর।)

7. Write notes on (টীকা লিখ):

(a) Starch sheath (স্টার্চ আবরণী), (b) Palisade and spongy Parenchyma (প্যালিসেড ও স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা), (c) Passage cell (প্যাসেজ কোষ), (d) Casparian strip (ক্যাস্পারিয়ান পট), (e) Hard bast (কঠিন শকল), (f) Medullary rays and pith (মজ্জাংশু ও মজ্জা), (g) Stele (কেন্দ্রস্তম্ভ), (h) Calyptrogen (ক্যালিপট্রোজেন।)

8. Describe the apical meristem of stem and state the functions of its different parts. (কাণ্ডের অগ্রস্থ ভাজক কলাটি বর্ণনা কর ও ইহার বিভিন্ন অংশের কার্য কি, তাহা বল।)

9. Describe the apical meristem of roots and state the functions of its different parts. (মূলের অগ্রস্থ ভাজক কলার গঠন ও কার্য বর্ণনা কর।)

आवि-विद्या

প্রথম অধ্যায়

প্রাণি-জগৎ

A General Survey of Animal Kingdom

তোমরা জানিয়াছ, উদ্ভিদ-জগতের মতো প্রাণি-জগৎও জীবজগতেরই আর একটি প্রধান শাখা। পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য রকমের অতি সূক্ষ্মদেহী এককোষী প্রাণী আছে, তেমনই অগণিত বহুকোষী ও বিশালদেহী প্রাণীও রহিয়াছে। অতি সূক্ষ্ম এককোষী ‘অ্যামিবা’ (Amoeba) হইতে শুরু করিয়া জোঁক, প্রবাল, বিহুক, কঁাকড়া, বিছা ইত্যাদি ; নানারকমের ছোট-বড় মাছ ; ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটি, কুমীর, সাপ ; নানা বিচিত্ররকমের পাখি ; হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক, গরিল, শিম্পাঞ্জী, বানর, এমন কি মানুষ অবধি এই বিরাট প্রাণি-জগতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাণীরা জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সর্বত্রই বাস করে। জলে যেমন মাছেরা বাস করে, তেমনই অনেক মারাত্মক সাপ ও অনেক সূক্ষ্মদেহী প্রাণীরাও বাস করে। ইহারা অনেকেই যেমন নিরীহ, অনেকে আবার তেমনই হিংস্র। ধাল-বিল, পুষ্করিণী-স্থল, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগরে ইহাদের আবাস। আবার অনেক উভচর প্রাণী, যেমন—ব্যাঙ জল ও স্থল উভয় স্থানেই বাস করে। স্থলে ছোট-বড় অনেক প্রাণীই আছে। কতকগুলি গৃহপালিত, তাহারা সহজে পোষ মানে ; কতকগুলি বণ্য ও হিংস্র, তাহারা সহজে পোষ মানে না। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি ও মেরু অঞ্চল, তৃণভূমি ও লোকালয়ই ইহাদের আবাস। অন্তরীক্ষে ছোট-বড় অনেক পাখী উড়িয়া বেড়ায় ; বনে-জঙ্গলে গাছের কোটরে কোটরে সাধারণত ইহাদের বাসা। ইহা ছাড়া বাতাসে অনেক সূক্ষ্মদেহী প্রাণীও অদৃশ্যভাবে বিরাজ করে। আবার অনেক প্রাণী আছে যাহারা অল্প প্রাণীদের দেহের অভ্যন্তরে বাসা বাঁধিয়া জীবন অতিবাহিত করে।

এই সকল প্রাণীদের অনেকে মারাত্মক ও মানুষের অনেক ক্ষতি করে ; এমন কি মানুষের মৃত্যুরও কারণ হয়, যেমন হিংস্র জন্তু, সাপ, আগুবীক্ষণিক কীটাদি ইত্যাদি। আবার অনেকে অনেক রকমভাবে মানুষের উপকারও করে, যেমন—গৃহপালিত জন্তুরা। মানুষ নানাভাবে অগাধ প্রাণীদের দেহ বা দেহের অংশকে নিজেদের কাজে লাগায় ; যেমন—জন্তু-জানোয়ারের চামড়া, হাড়, দাঁত, বিহকের মুক্কা, প্রবাল ও স্পঞ্জের দেহ, শাম্বের খোলক, শাপের বিষ ইত্যাদি। আবার অনেক প্রাণী মারিয়া মানুষ তাহাদের আহার করে।

পৃথিবীতে এই যে বিভিন্ন রকমের আকৃতি ও স্বভাবের প্রাণী বাস করে, ইহাদের

মাঝে মাঝেই বুদ্ধি ও কৌশলে সর্বাৎকৃষ্ট। নিজেদের বুদ্ধি ও কৌশলে মাছের পৃথিবীর অসংখ্য প্রাণীর উপর প্রভুত্ব করিয়া তাহাদের সহিত এক সঙ্গে পৃথিবীর আলো, বাতাস ও খাদ্য-সম্ভার ইচ্ছামত ভোগ করিতেছে। তাই চারিপাশের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, উপকারী ও অপকারী সকল রকমের প্রাণীর সম্পর্কেই মাছের কোতূহল চিরন্তন ও অপরিণীম।

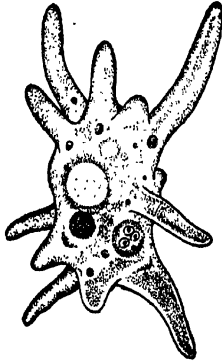
প্রাণি-জগতের বিভাগ : সমগ্র প্রাণি-জগৎকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ১. **আকর্ডাটা অথবা অমেরুদণ্ডী (A chordata or Invertebrate) :** যাহাদের মেরুদণ্ড নাই ; এবং ২. **কর্ডাটা বা মেরুদণ্ডী (Chordata) :** যাহাদের মেরুদণ্ড আছে। অমেরুদণ্ডী প্রাণী আবার নয়টি পর্ব (Phylum) বিভক্ত। ইহারা এককোষী (Unicellular) বা বহুকোষী (Multicellular) হইতে পারে। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা একটি মাত্র পর্বেরই (Phylum Chordata) অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বদাই বহুকোষী।

আকর্ডাটা বা অমেরুদণ্ডী প্রাণী [ACHORDATA]

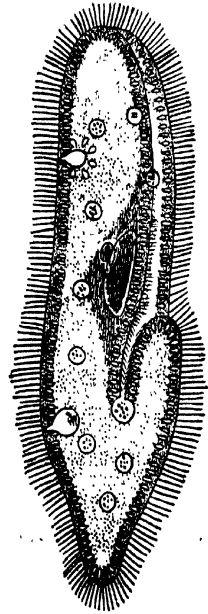
✓ক. এককোষী প্রাণী [UNICELLULAR ANIMALS]

১. **প্রোটোজোয়া (Protozoa) বা আন্তপ্রাণী**

ইহাদের দেহ একটি মাত্র কোষদ্বারা গঠিত এবং খালি চোখে দেখা যায় না। ইহারা সমুদ্র, নদী, হ্রদ, পুকুরিণী, নালা, ডোবা, এমন কি স্যাঁতসেঁতে ভিজা মাটিতেও বাস করে।



১ম চিত্র ॥ অ্যামিবা



২ম চিত্র ॥ প্যারামেসিয়ার

একটি মাত্র কোষদ্বারা ইহারা সকল জৈবিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে।

চলা-ফেরার সুবিধার জন্য ইহাদের কাহারও দেহে কণপদ (Pseudopodium)

জানি-জব

থাকে, যেমন—অ্যামিবা (১নং চিত্র দেখ); আবার কাহারও মেহে ফ্লাজেলাম (Flagellum) থাকে, যেমন নিত্রোরোগের কীটাণু (Trypanosome)। আবার, কাহারও মেহে রোম (Cilia) দ্বারা আবৃত থাকে, যেমন—প্যারামেসিয়াম (Paramecium)। কেহ কেহ (ইউলিনা) উদ্ভিদের দ্বায় সালোক-সংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য তৈয়ারি

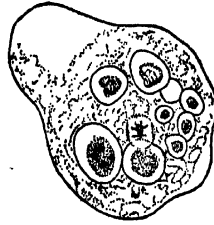
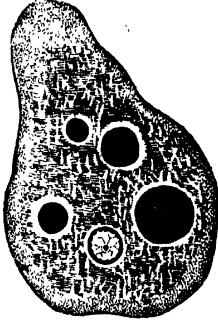


৩৬ নং চিত্র ॥ ম্যালেইরির কীটাণু

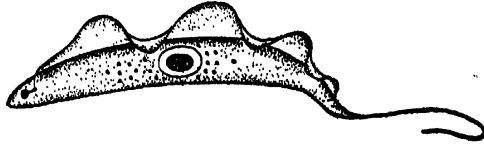


৩৭ নং চিত্র ॥ কালাজরের কীটাণু

করিতে পারে; কেহ বা অল্প কোন আণুবীক্ষণিক জীবকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, আবার কেহ বা মেহের সমস্ত বহিরাবরণ দ্বারা খাদ্যব্রব্য শোষণ করে। ইহারা যেমন



৩৮ নং চিত্র ॥ আমাশয় ও পাইওরির কীটাণু



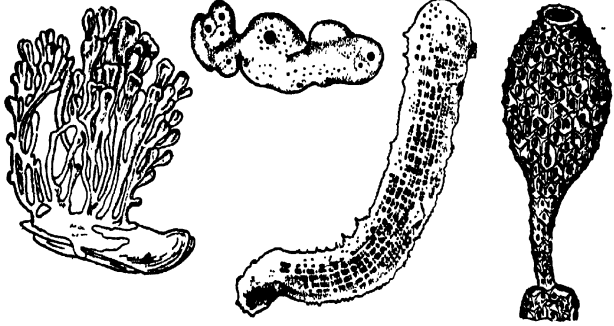
৩৯ নং চিত্র ॥ নিত্রোরোগের কীটাণু

স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে, তেমনই অত্যন্ত প্রাণীর মেহে পরজীবীর (Parasite) মতোও বাস করিতে পারে। যেমন—কোনও কোনও অ্যামিবা জলে স্বাধীনভাবে বাস করে বটে, কিন্তু অ্যামিবার অত্যন্ত সমগোত্রীয়েরা মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া আমাশয়, নিত্রোরোগ (sleeping sickness) কালাজর, পাইওরিয়া, ম্যালেইরিয়া ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি করে।

৭. বহুকোষী প্রাণী [MULTICELLULAR ANIMALS]

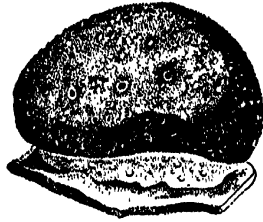
✓২. স্পঞ্জ বা ছিদ্রাল প্রাণী [Porifera : পোরিফেরা]

এই সকল প্রাণীর দেহ ছিদ্রযুক্ত এবং ইহারা সাধারণভাবে স্পঞ্জ (Sponge) নামেই পরিচিত। ইহারা অধিকাংশই সামুদ্রিক প্রাণী। প্রাণী হইলেও ইহারা সাধারণত চলাকেরা করে না; কোনও পাখর বা ঐ জাতীয় বস্তুর গায়ে



৪র্থ চিত্র ॥ বিভিন্ন রকমের স্পঞ্জ

সারা জীবন লাগিয়া থাকে। কোনও কোনও স্পঞ্জ গাছের মতো শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। কোনও কোনও স্পঞ্জ চ্যাপটা, কেহ গোল, কেহ বা লম্বা।



৫ম চিত্র ॥ গা রগড়াইবার স্পঞ্জ

ইহাদের দেহ খুবই নরম। অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া বাহিরের জল দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, আবার উপরের দিকের এক বা অনেক বড় ছিদ্রের মধ্য দিয়া বর্জ্যাব্য সকল নিষ্কাশিত হয়।

সাধারণত স্নানের সময় গা রগড়াইবার জন্য আমরা স্পঞ্জ ব্যবহার করি। ইহা ছাড়া হাসপাতালে, বিজ্ঞানাগারে, এমন কি অকিসের নানা কাজেও আমরা স্পঞ্জ ব্যবহার করি।

৩. এক-নালী-দেহী প্রাণী [Coelenterata : সিলেন্টেরাটা]

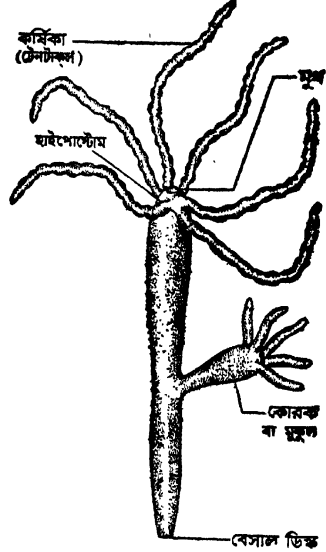
এই প্রাণীগুলি সর্বদাই জলে এবং অধিকাংশই সমুদ্রে বাস করে। ইহারা আকারে ক্ষুদ্র। ইহাদের দেহে একটি মাত্র ছিদ্র আছে, ইহাই মুখ এবং দেহের ভিতরে মুখের সহিত একটি মাত্র ক্ষুদ্র নালী থাকে। মুখ এবং নালীটি ঋন্তের পরিপাকক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বর্জ্যাব্য সকল একই পথে মুখ দিয়া দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয়।

হাইড্রা এই জাতীয় প্রাণীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হাইড্রা (Hydra) দেখিতে অত্যন্ত ছোট ; সাধারণত ঠে হইতে ১ ইঞ্চি লম্বা ।

পুঙ্খ, হ্রদ বা নদীতে ইহারা বাস করে । সাধারণত জলজ উদ্ভিদের পাতা বা কাণ্ডের গায়ে কিংবা পাথর বা ঐ জাতীয় বস্তুর গায়ে ইহারা লাগিয়া থাকে ।

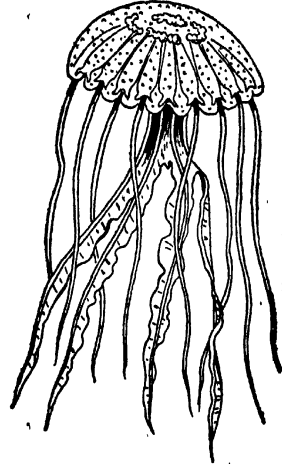
ইহাদের দেহটি সরু নলের মতো দেখায় । ঐ নলটির নীচের দিকের একেবারে গোড়ার অংশটিকে বেসাল ডিস্ক (Basal disc) বলে । ইহার সাহায্যেই তাহারা কোনও বস্তুর গায়ে আটকাইয়া থাকে । ইহার বিপরীত প্রান্তে আছে মুখ এবং ইহার চারিদিকে খুব সরু সরু ও লম্বা কতকগুলি কর্ণিকা বা টেনটাকুলস (Tentacles) আছে । কর্ণিকাগুলিকে হাইড্রা ইচ্ছামত নাড়িতেও পারে । দেহের এক পাশ হইতে আর একটি ছোট হাইড্রা জন্ম নিতে পারে ; ইহাকে হাইড্রার কোরক বা বাড (bud) বলে ।



৬নং চিত্র ॥ হাইড্রা



৭নং চিত্র ॥ সাগর-কুম্ব



৮নং চিত্র ॥ জেলী ফিশ

এই জাতীয় আরও কয়েকটি প্রাণী : সাগর-কুম্ব (Sea Anemone :

নী-অ্যানিমোন) নামক প্রাণীর ভারতবর্ষে মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূলে প্রচুর পাওয়া যায় ।

ইহারা সাধারণত বাসিতে গর্ত করিয়া বাস করে। জেলী ফিশ (Jelly fish) আশানের দেশে পুরীর সমুদ্রোপকূলে পাওয়া যায়।

এই জাতীয় প্রাণীর কঙ্কালকে প্রবাল (Corals) বলে। ইহারা অনেক রকমের হয়। ভারত মহাসাগর, আরব সাগর কুম্বালাগরের বৃক্কে অবস্থিত প্রবাল বীপগুলি অতি দৃশ্য একজাতীয় অসংখ্য কোটি প্রবাল তিলে তিলে সঞ্চিত হইয়াই গঠিত হইয়াছে। গ্রেট ব্যারিয়ার রীক পৃথিবীর সর্বাংশের বৃহৎ প্রবাল বেটনী। ইহা ছাড়া, অনেক শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট প্রবাল সমুদ্রে পাওয়া যায় (২নং বিশেষ চিত্র)। অনেক প্রবাল আবার লাল; ইহারা রক্ত-প্রবাল নামে পরিচিত। এই সকল প্রবালদেরই অনেকে আঁটির সঙ্গে আঁড়ুলে ধারণ করেন।

কৃমি জাতীয় প্রাণী [Helminthes : হেল্মিনথিস]

ইহার অধিকাংশই পরজীবী (Parasites); মাছ ও নানা গৃহপালিত পশুর (কুকুর, বোড়া, শূকর, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির) অন্ত্র (Intestine) মাংসপেশী (Muscles) ও যকৃত (Liver) বাস করে এবং নানা রোগের সৃষ্টি করে।

কৃমি সাধারণত দুই প্রকার : চ্যাপটা ও গোল।

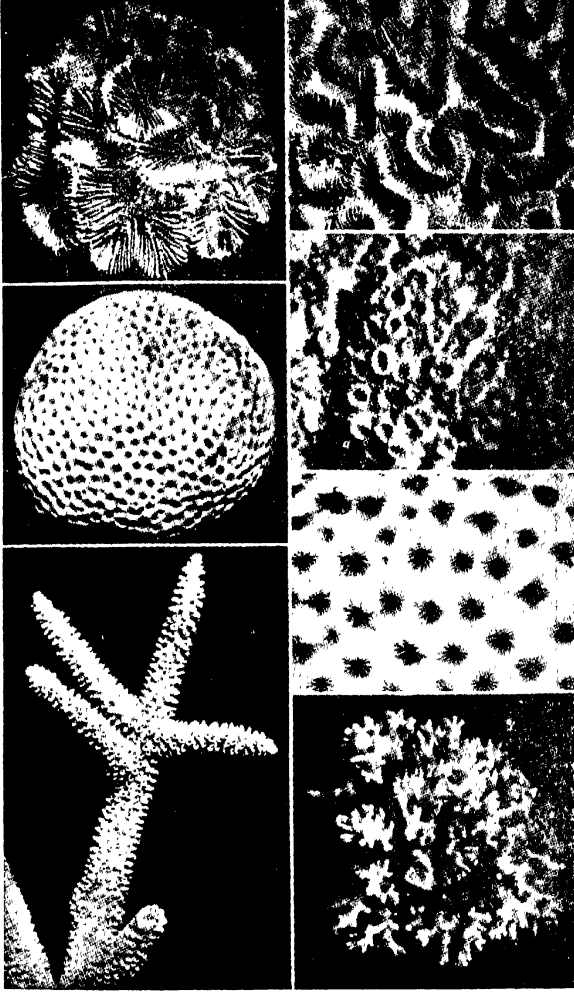


১০নং চিত্র ৥ ক. কিতা কৃমি, খ. উহার মূখ

১০নং চিত্র ৥ বৃক্ক কৃমি

১১নং চিত্র ৥ ছকগোষ্ঠী

বিশেষ চিত্র [১]



নানাজাতীয় প্রবাল [পৃঃ ৮]

বিশেষ চিত্র [২]



প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় সরীসৃপ (ডাইনোসোর—৬০ হাত লম্বা) [পৃ: ৪৫]



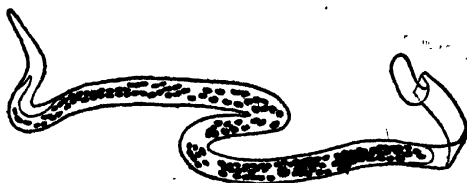
গরিলা [পৃ: ৫১]

৪. চ্যাপটা কৃমি (Platyhelminthes : ট্র্যাপেডোমিথিস)

ইহাদের দেহ চ্যাপটা। ফিতা কৃমি (Tape worm) এই জাতীয়। ইহারা লবণ সাত-আট ফুট অবধি হইতে পারে। আমাদের দেহের অঙ্গে বাস করাই ইহাদের স্বভাব। ডেড়া, ছাগল, ল্যাটা মাছ ইত্যাদির যকৃত (Liver) একজাতীয় চ্যাপটা কৃমি পাওয়া যায়; ইহাদের যকৃত কৃমি বা লিভার ফ্লুক (Liver Fluke) বলে।

৫. গোলকৃমি (Nemathelminthes : নিম্যাট্‌হেল্মিন্থিস)

ইহাদের দেহ নলের মত লম্বা ও গোল হয়। ইহারা মাছ ও গৃহপালিত পশুর অঙ্গে বাস করে। এই জাতীয় প্রাণীরা ছকওয়াম, কাইলেরিয়া ইত্যাদি নানা রোগের



১২নং চিত্র ৥ হতা কৃমি

সৃষ্টি করে। ছকওয়াম (১১নং চিত্র), সূতা কৃমি (Thread worm) এই জাতীয় প্রাণীর উদাহরণ।

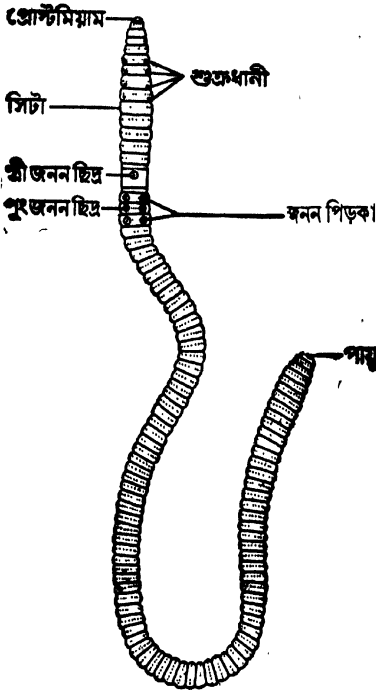
৬. অন্তরীমাল প্রাণী (Annelida : অ্যানিলিডা)

এই সকল প্রাণীরা কেহ জলে ও কেহ স্থলে বাস করে। ইহারা সাধারণত লম্বা এবং ইহাদের সমস্ত দেহটি কতকগুলি আংটির মতো খণ্ড খণ্ড অংশ (Segments) দ্বারা গঠিত। ভারতবর্ষে সর্বত্র ইহাদের পাওয়া যায়। কেঁচো (Earthworm) এই জাতীয় প্রাণীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহারা সাধারণত মাঠে, ক্ষেতে, পুকুরের ধারে ভিঁজা মাটিতে গর্ত করিয়া বাস করে। ইহারা লম্বা (প্রায় ৭-৮ ইঞ্চি), সূক্ষ্ম ও গোল। সমস্ত দেহটি সাধারণত ১০০ হইতে ১৫০টি আংটির মতো খণ্ড দ্বারা গঠিত।

ইহার মুখটি দেহের সমুখ ভাগের প্রান্তে, একটু নীচের দিকে। ইহার বিপরীত প্রান্তে পায়ু (Anus) অবস্থিত। লেন দ্বারা পরীক্ষা করিলে, ইহাদের দেহের অনেক ছোট ছোট কাঁটার মতো পদার্থ খাড়াভাবে লাজানো আছে দেখা যায়; ইহাদের সীটা (Seta) বলে। ইহাদের সাহায্যে কেঁচো অতুল্য করিতে পারে। ইহাদের দেহের স্বকণ্ড পিচ্ছিল। [পরবর্তী অধ্যায়ে কেঁচোর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল]।

এই জাতীয় প্রাণীর আর একটি উদাহরণ— জেঁক (Leech)। ইহারা জলাভূমিতে বাস করে; স্থবিধা পাইলেই বড় বড় প্রাণীদের দেহে লাগিয়া ধীরে ধীরে রক্ত

ভবিষ্য পান করে। আগেকার দিনে ব্লাড-গ্রেশারের রোসিনের রক্তের চাপ কমাইবার জন্য ঘোঁক লাগাইয়া দেওয়া হইত।



১০নং চিত্র ॥ কেঁচো



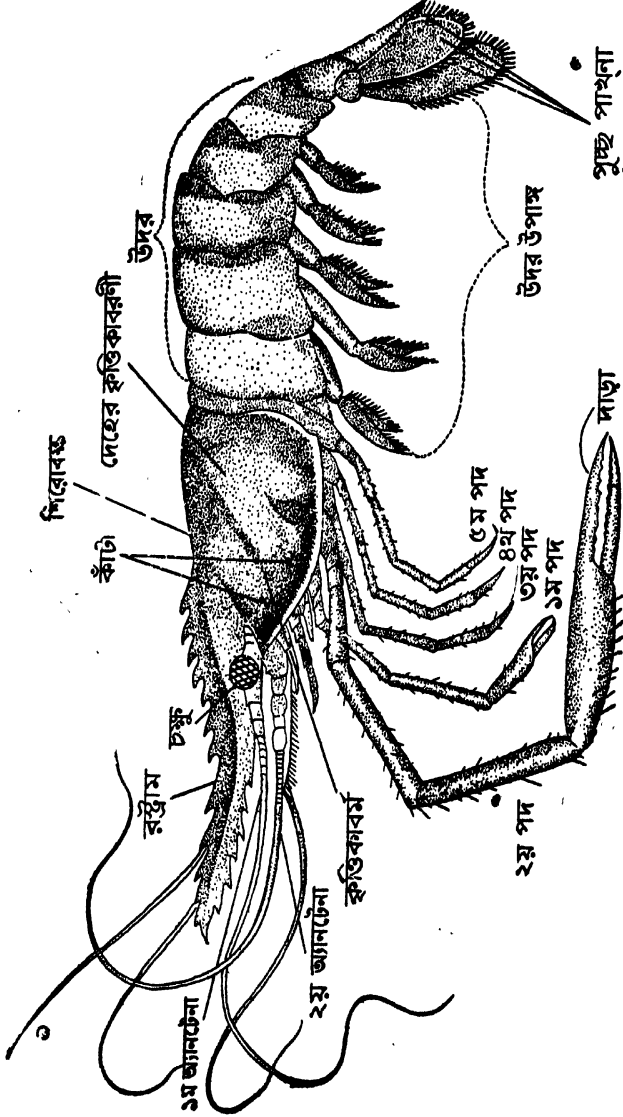
১০নং চিত্র ॥ ঘোঁক

৭. সন্ধিপদ প্রাণী [Arthropoda : অর্থ্রোপোডা]

এই জাতীয় প্রাণীরা কেহ জলে, কেহ স্থলে, কেহ অন্তরীক্ষে বাস করে। ইহাদের দেহের উপাঙ্গগুলি (Appendages) কতকগুলি খণ্ড খণ্ড অংশ বা সেগমেন্ট (Segment) একত্র যুক্ত হইয়া গঠিত হয়। ইহা ছাড়া, ইহাদের দেহ কাইটিন (Chitin) দ্বারা গঠিত কঠিন আবরণ বা খোলস (Cuticle) দ্বারা আবৃত থাকে; ইহাকেই কৃত্তিকাবরণ (Chitinous covering or Exoskeleton) বলে। ইহাদের চক্ষু সাধারণত কতকগুলি ছোট ছোট সরলাক্ষির (Simple eyes) সমষ্টি; এইরূপ চক্ষুকে পুঞ্জাক্ষি (Compound eyes) বলে। কোনও কোনও প্রাণীতে পুঞ্জাক্ষি ছাড়াও সরলাক্ষিও থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাদের দেহে মুখ ও পায়ুও থাকে। ইহাদের দেহও অভ্যুন্নমাল প্রাণীদের মতো কতকগুলি সেগমেন্ট দ্বারা গঠিত।

চিড়ি, আরশোলা, বিছা, মাঝুসা ইত্যাদি ইহার কবচটি উল্লেখ্য।

চিড়ি (Prawn) জলে বাস করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের পাওয়া যায়। সচরাচর ইহাদের মাছ বলা হইলেও ইহারা মাছ জাতীয় নয়। চিড়ি

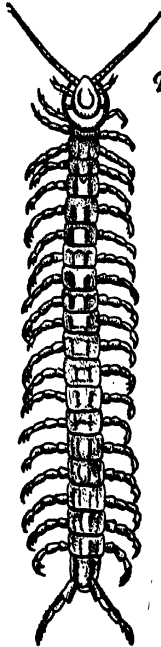


১৫৭২ চিড়ি ॥ পল্লী চিড়ি

নানারকমের : গলদা, বাগদা, কুচো। ইহাদের দেহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়,—
মাথা ও বক মিলিয়া এক সঙ্গে গঠন করে শিরোবন্ধ এবং তাহার পিছনের অংশটি
উদর। মোট তেরোটি সেগমেন্ট (Segment) মিলিয়া শিরোবন্ধ গঠিত, কিন্তু উদর
ছয়টি আলাদা আলাদা সেগমেন্ট দ্বারা নির্মিত। শিরোবন্ধটি যে মোটা, বড় খোলস
(বা কৃত্তিকাবরণ) দিয়া আবৃত থাকে তাহাকে কৃত্তিকাবন্ধ বা ক্যারাপেস
(Carapace) বলে।

পিছনের সৰু উদরের প্রতিটি সেগমেন্টের উপরে একটি করিয়া খোলস
(কৃত্তিকাবরণ) পরস্পরের সহিত পরমা দ্বারা যুক্ত অবস্থায় থাকে। শিরোবন্ধের
অগ্রভাগে একটি লম্বা, খুঁচল করাতের মতো পদার্থ আছে (রোস্ট্রাম : Rostrum)।
ইহার দুই পাশে দুইটি বোটার উপরে দুইটি গোলাকার পুঞ্জাক্ষি থাকে। উহাদের
একেবারে শেষ প্রান্তে আছে ত্রিকোণাকৃতির একটি অংশ (টেলসন : Telson)।

ইহাদের দেহে মোট ১২ জোড়া উপাঙ্গ (Appendages) আছে। এই সকল
উপাঙ্গের সাহায্যে ইহারা হাঁটা, নড়া-চড়া করা, খাদ্য-গ্রহণ, খাত্তকে ছেঁড়া বা পেথন



করা, হাসকাধ, স্পর্শ দ্বারা অস্থির করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ
করিতে পারে। ইহাদের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে জানিতে পারিবে।
১২. **তেঁতুলে-বিছাও (Centipede)** স্থলে বাস করে।
সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহাদের দেখা যায়। দিনের
বেলায় কাঠের গুঁড়ি বা ছড়ির মধ্যে ইহারা লুকাইয়া থাকে ও
রাত্রিতে বাহির হইয়া পতঙ্গ শিকার করে।

ইহারা দেখিতে লম্বা (৫-৬ ইঞ্চির মতো), সৰু ও চ্যাপ্টা।
দেহের শক্ত কৃত্তিকাবরণটি গাঢ় বাদামী রঙের। দেহটি দুইটি
অংশে বিভক্ত : মস্তক ও দেহকাণ্ড।

মস্তকটি গোলাকার, অগ্রভাগে দুইটি অ্যান্টেনা বা শুঙ্গ
আছে। অ্যান্টেনার দুই পাশে এক জোড়া পুঞ্জাক্ষি অবস্থিত।
দেহকাণ্ডটি সাধারণত ২১টি সেগমেন্ট দ্বারা গঠিত। প্রতি
সেগমেন্টের দুই মিকে দুইটি উপাঙ্গ আছে। দেহকাণ্ডের
পশ্চাদ্ভাগে অঙ্গদেশে জননেন্দ্রিয় অবস্থিত।

উহাদের সংখ্যা একশত না হইলেও অনেক বলিয়া
ইহাদের শতপদী প্রাণি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

আরশোলা (Cockroach) স্থলে বাস করে। ইহারা

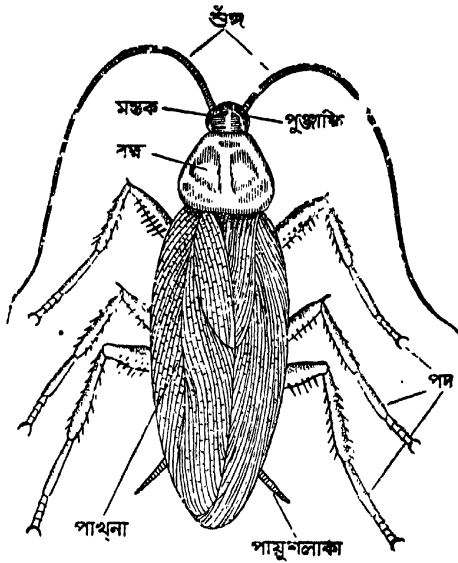
১৩. **জিহা ৥ তেঁতুলে বিছা**

পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত। সাধারণত রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর এবং উহার
আনাচে-কানাচে অন্ধকারে দিনের বেলায় ইহারা লুকাইয়া থাকে। রাত্রিতে বাহির হয়।

লম্বায় ইহার দেড় ইঞ্চির মতো হয়। খোলসটি মেহগনি রঙের। দেহটি তিনটি অংশে বিভক্ত—মস্তক, বক্ষ ও উদর।

মস্তক অনেকটা ত্রিকোণাকৃতি। চিংড়ির মতো ইহাদেরও দুইটি পুঞ্জাকি আছে, কিন্তু চক্ষুর নীচে কোনও বোঁটা নাই। ইহা ছাড়াও এক জোড়া সরলাক্ষিও থাকে। এক জোড়া লম্বা শুঙ্গ (অ্যানটেনা : Antenna or feeler) সমেত মাথার চারি জোড়া উপাদ আছে।

প্রতিটি সন্ধি এবং উহার সাহায্যে ইহার মাথাটিকে এদিক-ওদিক ঘুরাইতে পারে।



১৭ নং চিত্র ৥ আরশোল

বক্ষদেশ তিনটি অংশে বিভক্ত—অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎ। মধ্যবক্ষ হইতে সমগ্র পৃষ্ঠদেশ জুড়িয়া দুই জোড়া ডানা আছে। বক্ষের অক্ষদেশে আছে তিন জোড়া পা, কিন্তু উদরে কোনও উপাদ নাই। পায়ের অধিকাংশ ভাগ শক্ত কাঁটাধারা আবৃত।

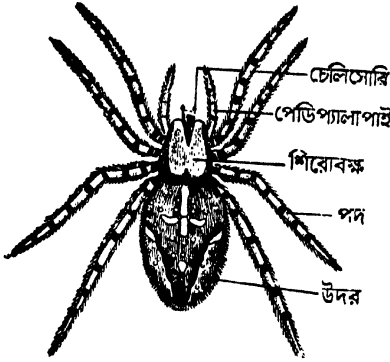
উদর বক্ষ হইতে মোটা; ক্রমশ পিছনের দিকে সরু হইয়া গিয়াছে।

উদরের পশ্চাদ্ভাগের অক্ষদেশে জননেন্দ্রিয় থাকে। পায়ের নিকটে ছোট, সরু ও রোঁয়াবিশিষ্ট একরকমের কাঠির মতো আকারের পদার্থ দেখা যায়। প্রাণীতে ইহাদের সংখ্যা এক জোড়া, কিন্তু পুরুষ-প্রাণীতে ইহাদের সংখ্যা দুই জোড়া।

আরশোলার মস্তকে চারিটি, বক্ষে তিনটি ও উদরে এগারোটি সেগমেন্ট আছে। প্রতিটি পা পাঁচটি সেগমেন্টের সমষ্টি। মধ্যবক্ষ, পশ্চাদবক্ষ এবং উদরের প্রথম আটটি

দেহখণ্ডের প্রতিটির অঙ্কদেশে দুই পাশে একজোড়া ছিদ্র থাকে। ইহাদের দ্বারা শ্বাসকার্য চলে বলিয়া ইহাদের শ্বাসরক্ত বলে। [পরের অধ্যায়ে আক্সিগেনার বহিরাগতি ও শ্বাসের সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইল]।

শাকড়সাও (Spider) স্থলে বাস করে ও ছোট ছোট কীট পতঙ্গ ধরিয়া আহার করে। শিকারের আশায় ইহারা ঘরের কোণে, কড়িকাঠে কিংবা জল



১৮নং চিত্র ॥ শাকড়সা

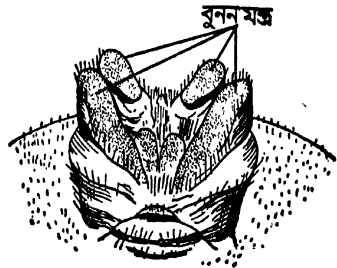
গাছপালার উপর এমন কি মাটিতেও গর্ত করিয়া তাহার উপর জালের ফাঁদ পাতিয়া রাখে। ইহাদের দেহের ভিতর হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়, ইহার সাহায্যেই অপূর্ব কৌশলে তাহারা জাল তৈয়ারি করে।

ইহাদের সমস্ত দেহটি ছোট ছোট রোমে ঢাকা; দেহের কৃত্তিকাবরণটিও নরম।

দেহটিকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায় : শিরোবন্ধ ও উদর। ইহাদের সন্ধ্যোজক স্থানটি দেখিতে অনেকটা খাঁজের মতো।

শিরোবন্ধটি খুবই ছোট এবং ইহার সম্মুখভাগে দুই পার্শ্বে চার জোড়া সরলাক্ষি থাকে।

উদরটি শিরোবন্ধ হইতে অনেক বড় ও গোলাকার। উদরের শেষ প্রান্তে পায়ুর অঙ্কদেশে ছয়টি ছোট ছোট নরম মাংসপিণ্ড থাকে এবং প্রত্যেকটি মাংসপিণ্ডের (অ্যারাকনিডিয়াম—বুনন যন্ত্র) অগ্রভাগে একটি করিয়া ছোট ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রগুলি দিয়াই বুনন যন্ত্র হইতে জাল বুনিবার রস বাহির হয়। উদরের অঙ্কদেশে খাঁজটির পিছনে একটি জননেন্দ্রিয় আছে।



১৯নং চিত্র ॥ শাকড়সার বুনন যন্ত্র

জননেন্দ্রিয়ার সামনে আড়াআড়িভাবে এক কিংবা দুই জোড়া শ্বাসযন্ত্র (Book lung) থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া ঢাকনী (epigynum) থাকে। ইহাদের সাহায্যে বাহিরের বাতাস শ্বাসকার্যের জন্য দেহের ভিতরে প্রবেশ করে।

শিরোবন্ধের অধদেশে দুই পার্শ্বের মোট ছয় জোড়া উপাঙ্গ আছে; ইহাদের মধ্যে শেষের চার জোড়া পা। সামনের দুই জোড়া দ্বারা ইহার শিকার ধরে ও মুখে খাদ্য প্রবেশ করায়। বাকী চার জোড়ার (পা) সাহায্যে ইহার চলাকেরা করে



২০নং চিত্র ॥ হাকডুসার বাসবন্ধ

ইহা ছাড়া, প্রথম জোড়া বাঁকা নলযুক্ত উপাঙ্গের (চেলিসেরি) এক দিকের ছোট ছিদ্র দ্বারা বিষ নির্গত হয় ও শিকারের দেহে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় জোড়াটি (পেডিপালপাই) প্রজনন-ক্রিয়ার সহায়তা করে :



২১নং চিত্র ॥ হাকডুসার চেলিসেরি



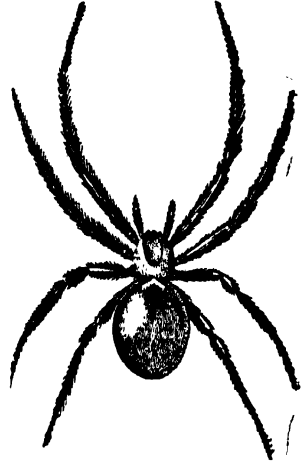
২২নং চিত্র ॥ হাকডুসার পেডিপালপাই

এই জাতীয় আরও কয়েকটি প্রাণী: মাদাগাস্কার ও সিংহলের এক জাতীয় বড় হাকডুসা (মিগেল) জালের সাহায্যে ছোট ছোট পাখীও ধরিতে পারে। আফ্রিকার মরুভূমির টারানটুলা নামক হাকডুসার উগ্র বিষে মাছবের মৃত্যুও হয়। ব্ল্যাক-উইডো (Black widow) জাতীয় হাকডুসার রীতি বড় অল্পত। পুরুষ

মাকড়সার সহিত মিলন শেষ হইলে অপেক্ষাকৃত বড় ও বলবতী স্ত্রী-মাকড়সা উহাকে মারিয়া উহার মেহের রস গুবিয়া গুবিয়া পান করে।

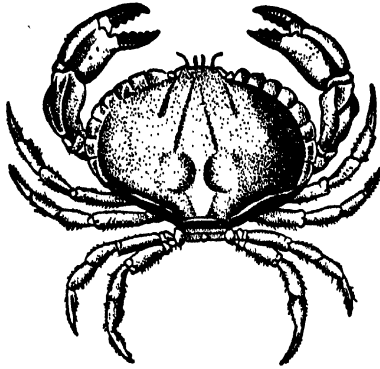


২৩নং চিত্র ॥ টারানটুলা



২৪নং চিত্র ॥ ব্ল্যাক-উইডো

অনেক সন্ধিপদপ্রাণী মানুষের যেমন অনেক উপকার করে, তেমনই অপকারও করে।

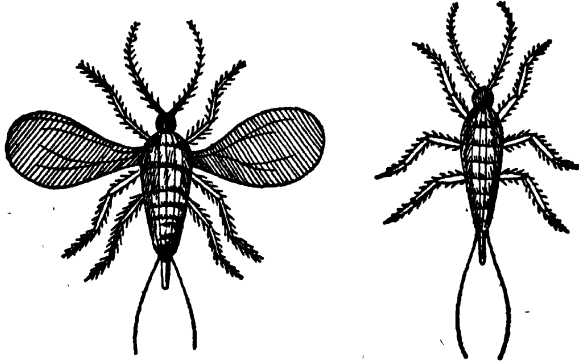


২৫নং চিত্র ॥ কাঁকড়া

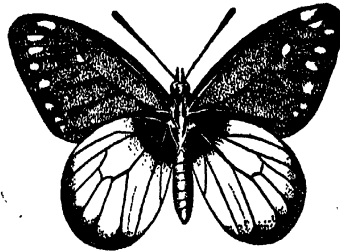
কাঁকড়া মানুষের ঝাড়া-বিশেষ। ভারতবর্ষে বিহার অঞ্চলে লাকাকীটের মেহের রস হইতে লাকা এবং বাংলা দেশ ও আসামে গুটিপোকা হইতে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয়। মৌমাছি আমাদের মধু ও ঘোম সরবরাহ করে।

প্রজাপতি ফুল হইতে ফুলে রৌ বহন করে।

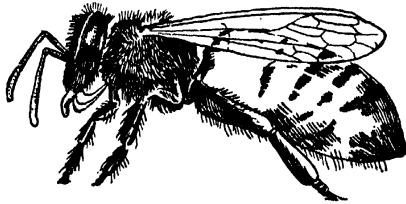
কিন্তু পল্লপাল (Locust) আমাদের শত্রু নষ্ট করিয়া দেশে দুর্ভিক্ষ আনে।
ইহাদের সাধারণত শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলেই দেখা যায়।



২৬নং চিত্র ॥ লাঙ্গা-কীট



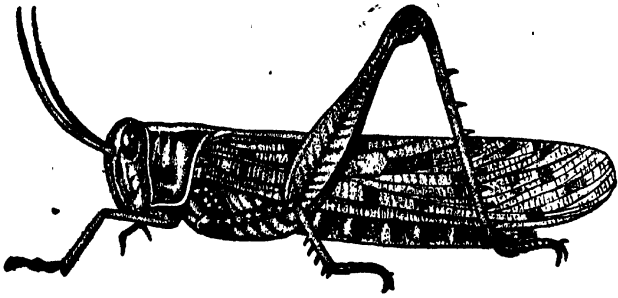
২৭নং চিত্র ॥ প্রজাপতি



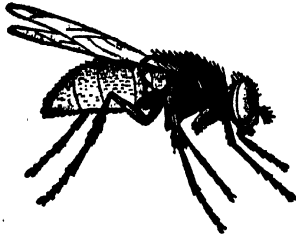
২৮নং চিত্র ॥ মৌমাছি

ধান, পাট ও সবজির পোকার দ্বারাও আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হই। ইহা ছাড়া, মশা, মাছি নানা রোগ-জীবাণু বহন করিয়া মানুষের দেহে সংক্রামিত করে।
কাঁকড়াবিছা ছলের সাহায্যে আমাদের দংশন করিতে পারে।

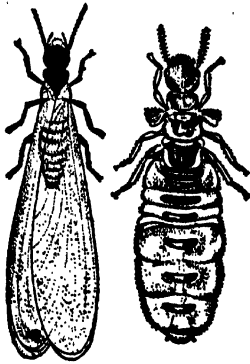
উইপোকা আমাদের কাঠের আসবাবপত্র নষ্ট করিয়া ফেলে। ছোটনাগপুর
অঞ্চলে এরূর উইটিপি দেখিতে পাওয়া যায়।



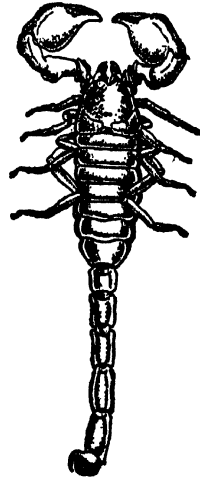
২৯নং চিত্র ॥ পদ্মপাল



৩০নং চিত্র ॥ মাছি



৩০ক নং চিত্র ॥ উইপোকা



৩১নং চিত্র ॥ কাঁকড়াবিছা

X মশা ও প্রজাপতির সংক্ষিপ্ত জীবন-চক্র

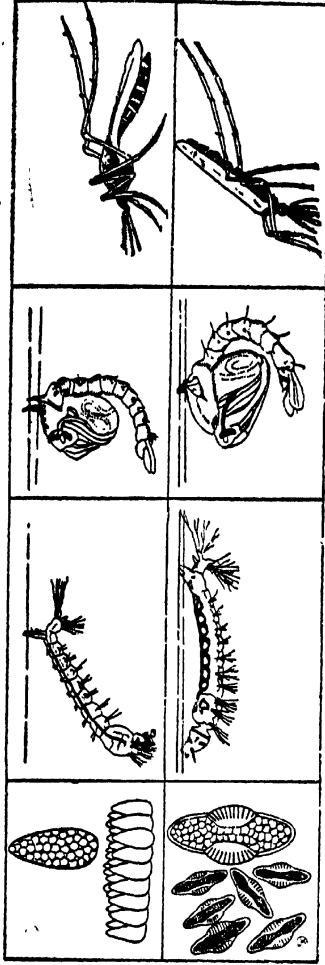
[এই প্রসঙ্গ এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে]

মশা (Mosquito) : মশার জীবনে চারিটি অবস্থা,—১. ডিম ২. লার্ভা

কিউলেন্স

অ্যানোফিলিস

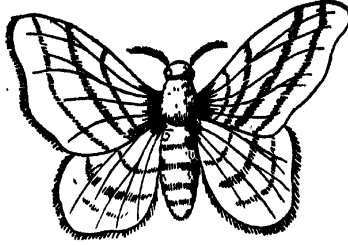
১. মশার ডিম ২. শূক বা লার্ভা ৩. মুককীট বা পিউপা ৪. পূর্ণাঙ্গ মশা বা ইম্যাগো



৩২৭ ছবি ৥ মশার জীবন-চক্র

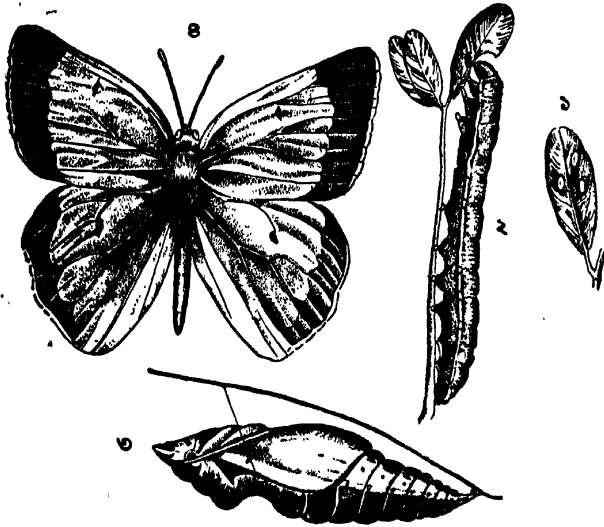
(উপরের সারির বাম দিক হইতে) কিউলেন্স মশা : ১. কিউলেন্স মশার ডিম অনেকগুলি এক সঙ্গে জলে ভাসে, ২. ডিম হইতে লম্বা মুককীট। চোখ পিগা দেখে ও বাতাস হইতে নিশ্বাস গ্রহণ করে, ৩. শূক মুককীটে পরিণতি হয়—মুককীট ইঁড়নির মতো ঝাঁকানো, ৪. মুককীট পরিণতি হইয়া মূতন পূর্ণাঙ্গ মশা গঠন করে। (নীচের সারির বাম দিক হইতে) অ্যানোফিলিস মশা : ১. ডিম জালোপ জালোপ ভাবে পরিকার জলে ভাসে, ২. ডিম হইতে লম্বা মুককীট। চোখ পিগা দেখে ও বাতাস হইতে নিশ্বাস গ্রহণ করে, ৩. শূক মুককীটে পরিণতি হয়। মুককীট দেখিতে ইঁড়নির মতো ঝাঁকানো ; ৪. মুককীট পরিণতি হইয়া মূতন পূর্ণাঙ্গ মশা গঠন করে।

বা লার্ভা ; ৩. মুককীট বা পিউপা, এবং ৪. পূর্ণাঙ্গ মশা বা ইম্যাগো। আন্যোন্মোক্ত
কিউলেন্স মশার জীবনের ইতিহাস একরকমের হইলেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে।



৩৩নং চিত্র ॥ শুটিপোকা

প্রজাপতি (Butterfly) : প্রজাপতির জীবনের চারটি অবস্থা,—১. ডিম,
২. মুককীট বা লার্ভা, ৩. মুককীট বা পিউপা ও ৪. পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বা ইম্যাগো।



৩৩ক নং চিত্র ॥ প্রজাপতির জীবন-চক্র : : ১. ডিম—দ্রুত প্রজাপতি অসংখ্য ডিম পাড়ে।
২. মুককীট বা লার্ভা : ডিমের খোলসটি খাইয়া ইহার পাতা খায়। ৩. শুটির মধ্যে
মুককীট বা পিউপা। মুককীট লালার সাহায্যে নিজের দেহের চারিদিকে উন্মুল্ল সোনারী
খোলস বা আবরণী তৈর্য্যি করে। ৪. খোলস কাটিয়া পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে।

চিংড়ি, তেঁতুলে বিছা, আরশোলা ও মাকড়সা বহিরাঙ্কতির তুলনা

চিংড়ি	তেঁতুলে বিছা	আরশোলা	মাকড়সা
১. দেহের বিভাগ—শিরোবক্ষ ও উদর। উদরটি গোলাকার এবং শিরোবক্ষ অপেক্ষা সরু। ২. চক্ষু—এক জোড়া বোঁটাবৃত পুঞ্জাক্ষি। ৩. (i) উপাঙ্গ (শিরোবক্ষের) ক. অ্যানটেনা বা শুঙ্গ—দুই জোড়া। ৩. খ. ম্যাক্সিলা—দুই জোড়া ৩. গ. চেলিসেরি ও পেডি-পালপাই—নাই। ৩. ঘ. চোয়াল (mandible) এক জোড়া। বটপদী হইতে বড়। কিছুটা অংশ করাভের মতো খাঁজকাটা (Incisor Process)	১. দেহের বিভাগ—মাথা ও বড়। বক্ষ ও উদর আলাদা করা যায় না, বড়টি চ্যাপটা ও বেশ লম্বা। ২. চক্ষু—এক জোড়া বোঁটা-বিহীন পুঞ্জাক্ষি। ৩. (i) উপাঙ্গ (শিরোবক্ষের) ক. অ্যানটেনা বা শুঙ্গ—এক জোড়া। ৩. খ. ম্যাক্সিলা—এক জোড়া ও লম্বা। গ. চেলিসেরি ও পেডি-পালপাই—নাই। ঘ. চোয়াল (mandible) ছোট কাঁটার মতো এক জোড়া।	১. দেহের বিভাগ—মাথা, বক্ষ ও উদর। উদরটি প্রশস্ত। ২. চক্ষু—বোঁটাবিহীন এক জোড়া পুঞ্জাক্ষি এবং এক জোড়া সরলাক্ষি। ৩. (i) উপাঙ্গ (শিরোবক্ষের) ক. অ্যানটেনা বা শুঙ্গ—একজোড়া। ৩. খ. ম্যাক্সিলা—দুই জোড়া। দ্বিতীয় জোড়াটি একত্রিত হইয়া অধরোষ্ঠ (লেবিয়াম) গঠন করে। গ. চেলিসেরি ও পেডি-পালপাই—নাই। ঘ. চোয়াল (mandible)—এক জোড়া, শতপদী অপেক্ষা বড় ও ভিতরের দিকটি করাভের মতো খাঁজকাটা।	১. দেহের বিভাগ—বক্ষ ও উদর। উদরটি গোলাকার এবং শিরোবক্ষ হইতে অনেক বড়। ২. চক্ষু—চার জোড়া বোঁটা-বিহীন সরলাক্ষি। ৩. (i) উপাঙ্গ (শিরোবক্ষের) ক. অ্যানটেনা বা শুঙ্গ নাই। খ. ম্যাক্সিলা—নাই। গ. চেলিসেরি ও পেডি-পালপাই—আছে। ঘ. চোয়াল (mandible)—নাই।

ক্র. ১

৫

চিংড়ি	তেঁতুলে বিছা	আরশোলা	মাকড়সা
ও - কিছুটা অংশ (Molar Process) শুকপায়ী প্রাণীদের পেষণ দন্তের উপরিভাগের মতো। ৩. ও. পদ—দশপদী (Walking leg) (ii) উপাঙ্গ (উদরের) দেহের প্রতি দেহখণ্ডাংশের দুই পাশে উপাঙ্গ থাকে। ৪. বুননযন্ত্র—থাকে না। ৫. শ্বাসযন্ত্র—শিরোবন্ধের ফুলক। যারা শ্বাসকার্য সমাধা করে। ৬. জননেন্দ্রিয়—পুরুষ চিংড়িতে জননছিদ্রযুগ্ম ৫ম পায়ের (walking leg) গোড়ায়। স্ত্রী চিংড়িতে ৩য় পায়ের (walking leg) গোড়ায় অবস্থিত। ৭. পাখনা—নাই।	৩. ও. পদ—দশপদী। (ii) উপাঙ্গ (উদরের) —ধড়ের দুই পাশে অনেক উপাঙ্গ আছে। ৪. বুননযন্ত্র—থাকে না। ৫. শ্বাসযন্ত্র—ধড়ের দুই পাশে কেবলমাত্র শ্বাসরক্ত থাকে এবং দেহের অভ্যন্তরে ট্রেকিয়া (Trachea) নামক সরু সরু বায়ু নালী থাকে। ৬. জননেন্দ্রিয়—ধড়ের অঙ্ক-দেশে পায়ুসংলগ্ন জননছিদ্র আছে। ৭. পাখনা—নাই।	৩. ও. পদ—ষটপদী। (ii) উপাঙ্গ (উদরের) —উদর উপাঙ্গবিহীন। ৪. বুননযন্ত্র—থাকে না। ৫. শ্বাসযন্ত্র—মধ্যবক্ষ, পশ্চাদবক্ষ ও উদরের পাশে শ্বাসযন্ত্র থাকে। দেহের অভ্যন্তরে অসংখ্য Trachea থাকে। ৬. জননেন্দ্রিয়—ধড়ের অঙ্ক-দেশে পায়ুসংলগ্ন জননছিদ্র আছে ; ৭. পাখনা—দুই জোড়া।	৩. ও. পদ—ষটপদী। (ii) উপাঙ্গ (উদরের) —উদর উপাঙ্গবিহীন। ৪. বুননযন্ত্র—আছে। ৫. শ্বাসযন্ত্র—উদরের পাশে শ্বাস-যন্ত্র (বুক লাক) ও শ্বাসরক্ত থাকে। ৬. জননেন্দ্রিয়—উদরের মধ্য-স্থলের অঙ্কদেশে জননছিদ্র অবস্থিত। ৭. পাখনা—নাই।

✓ ৮. শামুকজাতীয় প্রাণী [Mollusca : মোলাস্কা]

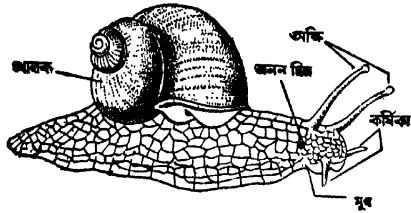
শামুকজাতীয় প্রাণীরা কেহ স্থলে, কেহ পুষ্করে, নদী ও সাগরে বাস করে। ইহাদের অনেকেই খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়; কতক প্রাণীর (ঝিলুক) দেহে মুক্তা উৎপন্ন হয়।

ইহাদের দেহ নরম এবং কোনও খণ্ডাংশ দ্বারা গঠিত নয়। অনেকের দেহ শক্ত আবরণ বা খোলক দ্বারা আবৃত থাকে; যেমন শামুক, ঝিলুক, শঙ্খ ইত্যাদি।

শামুক (Snail) জলে ও স্থলে বাস করে। প্রাণীটি একটি শক্ত পোড়ামাটির রঙের খোলকের মধ্যে সর্বদাই লুকাইয়া থাকে। জলের শামুকের খোলক প্রায় গোলাকার এবং ইহার মুখে একটি ঢাকনা থাকে। ঢাকনা খুলিয়া প্রাণীটি প্রয়োজনমত খোলকের বাহিরে মাথা বাহির করিতে পারে। স্থলের শামুকের খোলক লম্বা এবং ইহাদের ঢাকনা থাকে না। ইহাদের খোলকও বাদামী রঙের।

শামুকের খোলক চুন-জাতীয় পদার্থদ্বারা নিমিত; তাই ইহা পোড়াইয়া চুন তৈয়ারি করা হয়।

খোলকের উপরে কতকগুলি আবর্ত-রেখা আছে; প্রথমটি ছোট এবং সব শেষেরটি সবচেয়ে বড়।



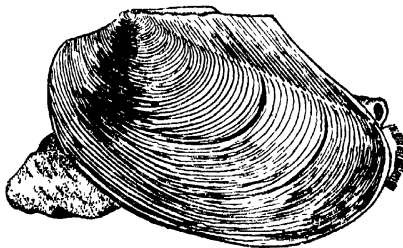
৩৪নং চিত্র ॥ শামুক

স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাদের দেহের অনেক অংশ খোলকের ভিতরে পাকানো অবস্থায় থাকে বলিয়া ইহাদের দেহের যথাযথ বিভাগ সম্ভব নয়। সাধারণ অবস্থায় খোলকের বাহিরে যে দেহাংশটুকু থাকে তাহাতে কেবল থাকে মাথা, হাইড্রার মতো কর্মিকা (Tentacles), ঘাড় ও পদ। কর্মিকা দুই জোড়া আছে; এক জোড়া বড় ও এক জোড়া ছোট।

মাথা ও ঘাড় একত্রে লম্বা হইয়া খোলকের সামনের দিকে বাহির হইয়া থাকে।

বড় কর্মিকা দুইটির পিছন-দিকে দুইটি ছোট ছোট কালো বিন্দুর মতো চক্ষু আছে। মাথার নীচের দিকে মুখ অবস্থিত।

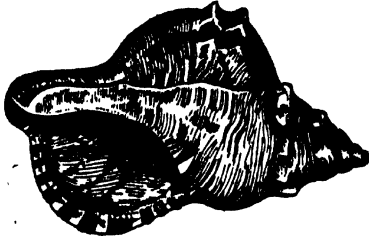
শামুকের পা বলিতে



৩৫নং চিত্র ॥ ঝিলুক

সাধারণত দেহকাণ্ডের তলাদেশে দুই পাশের প্রশস্ত নরম মাংসল অংশকেই বুঝায়। ইহা অনেকটা জিকোণাকৃতি। পায়ের তলা চ্যাপটা; চ্যাপটা তলাতেই খোলকের

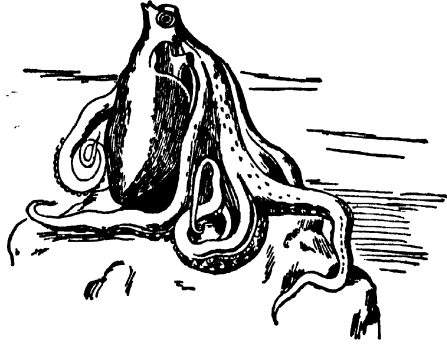
চাকনাটি আটকানো থাকে। পায়ের চাপে ইহারা চাকনাটিকে খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারে।



৩৬নং চিত্র ॥ শঙ্খ

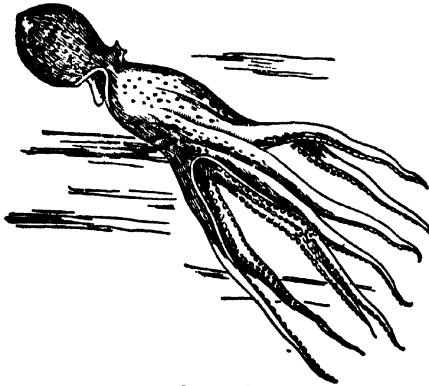
তৈয়ারী হয়। আমাদের দেশে মাস্রাজের সমুদ্রোপকূলে ইহাদের পাওয়া যায়। মাস্রাজের টিউটিকোরিনে মক্তার চাষ হয়। ইহা ছাড়া কিছুকের খোলকো পোড়াইয়া চুন তৈয়ার হয়।

শঙ্খও এই জাতীয় আর একটি প্রাণী ইহাদের খোলক দ্বারা শাঁখ, শাঁখা ইত্যাদি জিনিস তৈয়ারী হয়।



৩৭নং চিত্র ॥ অক্টোপাস

আমাদের দেশে মাস্রাজের টিউটিকোরিন ও উড়িয়ায় শঙ্খের চাষ হয়।



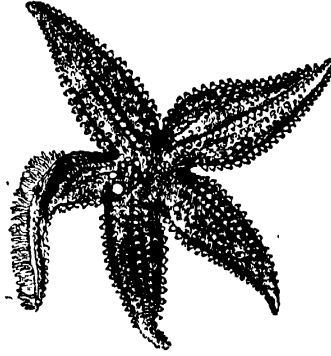
৩৮নং চিত্র ॥ অক্টোপাস

অক্টোপাস শামুক জাতীয় হইলেও ইহাদের দেহের বাহিরে কোনও শক্ত খোলক থাকে না। ইহারা দ্রুত চলে এবং ইহাদের দেহে আর্টিকি কঠিন আছে। আয়তনেও

ইহারা ২৭-২৮ ফুট অবধি হইতে পারে। সকল মহাসাগরের বুকেই ইহাদের বাস।

৯. কণ্টকাক্ত প্রাণী [ECHINODERMATA : একাইনোডারমাটা]

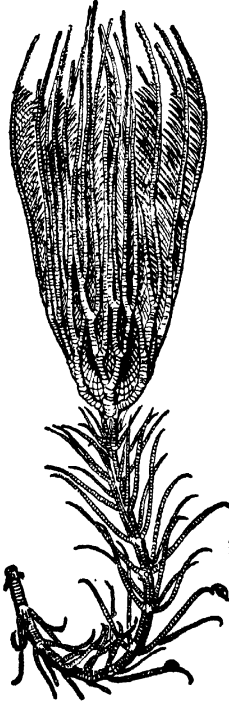
ইহারা সমুদ্রে বাস করে। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে ভারত মহাসাগর ও



৩০নং চিত্র ॥ তারা মাছ

আরব সাগরের উপকূলে ইহাদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দেহের গঠনে এই জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে অনেক বৈষম্য থাকিলেও দেখা যায় যে, ইহাদের সকলের দেহই কাঁটায় আবৃত। মাত্রাঙ্ক উপকূলে ও কদাচিৎ বাংলা দেশের দীঘা উপকূলেও তারা মাছ (Star fish) পাওয়া যায়।

তারামাছ ছাড়াও সামুদ্রিক শশা (Sea-cucumber), পালক-তারকা (Feather-star) প্রভৃতি প্রাণীরা এই জাতীয় প্রাণীর কয়েকটি উদাহরণ।



৩১নং চিত্র ॥ পালক-তারকা



৪০নং চিত্র ॥ সামুদ্রিক শশা

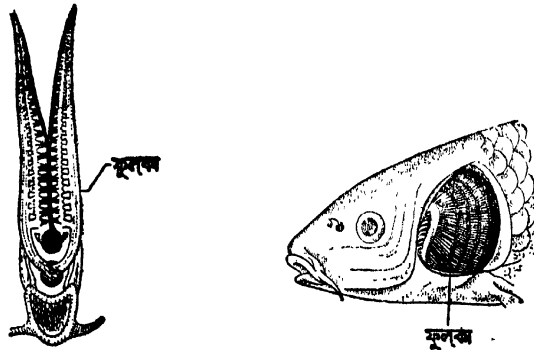
কর্ডাটা বা মেরুদণ্ডী প্রাণী-গোষ্ঠীর শ্রেণী-বিভাগ

ক. মৎস্য [PISCES]

মৎস্য নানারকমের হয় এবং ইহাদের পুঙ্খ, হ্রদ, খাল-বিল, নদ-নদী ও সাগরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা সাধারণত কই, মাগুর, শিঙ্গা, কুই, কাতলা, ইলিশ, ট্যাংরা ইত্যাদি মিঠা জলের (Fresh water) মাছই খাইয়া থাকি।

মাছ সাধারণত অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর মতো নাক দিয়া নিঃশ্বাস লইতে পারে না। ইহারা ফুলকার সাহায্যে জলের সহিত দ্রবীভূত (dissolved) অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং ইহার সাহায্যেই শ্বাসকার্য চালায়। নাক দিয়া শুধু ভ্রাণ (smell) গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু কোনও কোনও জাতীয় মাছ,—যেমন, মাগুর, শিঙ্গা ইত্যাদি, বাতাসের অক্সিজেনও কাজে লাগাইতে পারে; কেননা এই কাজের জন্য ইহাদের দেহে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র (Accessory respiratory organs) থাকে। এইজন্য মাগুর, শিঙ্গা ইত্যাদি মাছেরা জলের বাহিরেও অনেকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এইরূপ মাছকে ‘জায়ল মাছ’ বলা হয়।

মৎস্য জাতীয় প্রাণীদের সারাদেহ সাধারণত আঁইশ দ্বারা আবৃত থাকে। কোনও কোনও মাছের আঁইশ থাকে না—যেমন, মাগুর, শিঙ্গা ইত্যাদি। ইহাদের দেহটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : মস্তক, দেহকাণ্ড বা খড় ও লেজ। মাথার অগ্রভাগের



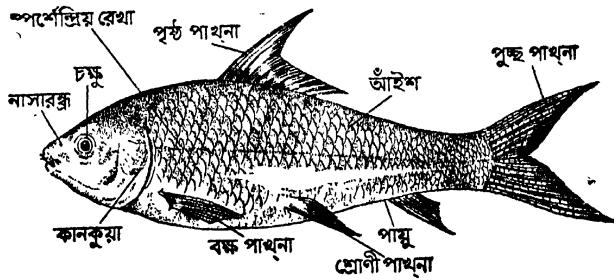
৩১নং চিত্র ॥ মাছের ফুলকা

প্রান্তে থাকে মুখ। মুখে দুইটি চোয়াল থাকে। মাথার দুই পাশে দুইটি চক্ষু থাকে। চক্ষুতে কোনও অক্ষিপল্লব (Eye-lid) থাকে না বটে, কিন্তু দুইটি স্বচ্ছ উপপল্লব (Nictitating membrane) চক্ষুগোলক দুইটিকে ঢাকিয়া রাখে। উপরের ওষ্ঠের উপর দিকে দুইটি ছোট নাসারন্ধ্র থাকে। ইহাদের কান বলিয়া কিছু নাই। মাথার পিছন দিকে দুইটি পাশে দুইটি শক্ত হাড়ের

ভেঁয়ারী কানকুয়া থাকে। কানকুয়ার নীচেই দুইটি লাল টুকটুক ফুলকা থাকে ইহাদের সাহায্যেই ইহারা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন শ্বাসকর্ষের জন্য গ্রহণ করিতে পারে।

দেহকাণ্ড বা ধড়ের দুই পাশে লম্বালম্বিতাবে দুইটি পার্শ্বরেখা (Lateral lines) আছে, ইহারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। দেহে মোট সাতটি পাখনা (fin) আছে। প্রতিটি পাখনা কতকগুলি সরু হাড় (Fin rays) দ্বারা গঠিত। কানকুয়ার পিছনেই পেটের দিকে দুই পাশে দুই বক্ষ-পাখনা; দেহকাণ্ডের মাঝামাঝি অংশে পিঠের উপর একটি পৃষ্ঠ-পাখনা; অঙ্গদেশে এক জোড়া শ্রোণী-পাখনা ও তাহাদের পিছনে একটি পায়ু-পাখনা আছে। অঙ্গদেশে পায়ু-পাখনার আগেই যে পায়ু থাকে, সেখান হইতেই লেজের প্রান্ত পর্যন্ত একটি পুচ্ছ-পাখনা অবস্থিত। পাখনাগুলির সাহায্যে মাছ জলে সাঁতার দেয় ও দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে; অঙ্গদেশে যে গর্তটিতে পায়ুছিদ্র থাকে তাহাতেই পায়ু-ছিদ্রটির নিকটে একটি রেচন ছিদ্র ও একটি জনন-ছিদ্র অবস্থিত।

রুইমাছ (Rohu fish) নদী, পুকুরিগী প্রভৃতি মিঠা জলে বাস করে। ইহাদের দেহ লম্বা ও দুই পার্শ্ব কতকটা চ্যাপটা। সারাদেহ আইশ দ্বারা আবৃত। মুখটি



৪২নং চিত্র ৥ রুই-মাছ

সামনের দিকে সরু হইয়া আসিয়াছে। চোয়ালে দাঁত আছে। মুখ-বিবরের দুই পাশে এক জোড়া গৌফ (Barbels) আছে। পুচ্ছ পাখনাটি প্রায় দুই ভাগে বিভক্ত।

শিঙ্গি মাছ (Singi fish) পুকুর, ডোবা, পাক ও জলাভূমিতে প্রচুর জন্মায়। ইহারা জীৱল মাছ জাতীয়। ডাঙায় তুলিলেও অনেকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, রুই-কাভলার মতো অল্প সময়ের মধ্যেই মরিয়া যায় না।

মাছগুলি লম্বায় প্রায় এক ফুটের মতো। দেহে কোনও আইশ থাকে না। বর্ণ গাঢ় ধূসর। মাথাটি চ্যাপটা ও ছোট। মুখে ঘিরিয়া মোট আটটি লম্বা লম্বা গৌফ থাকে,

৪৩নং চিত্র । (উপরে) শিঙ্গি মাছ । ৪৪নং চিত্র ॥ (নীচে) মাগুর মাছ ।

মিকের অংশ গোল, কিন্তু পিছন মিকে দুই পার্শ্ব চাপা। বন্ধ-পাখনার উপরের ধারে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে, হাতে ফুটলে তীব্র যন্ত্রণা হয়।

পায়টি মেহের সম্মুখ দিক হইতে এক-তৃতীয়াংশ ভাগের অঙ্কদেশে অবস্থিত। পায়-

পাখনাটি পান্থর পর হইতে প্রায় লেজের প্রান্ত পর্যন্ত একটানা বিস্তৃত। লেজের প্রান্তে পুচ্ছ-পাখনাটি গোলাকার।



৪৫নং চিত্র ॥ শিজির মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র

মাগুর মাছ (Magur fish) পুতুর, ডোবা, পাক ও জলাভূমিতে জন্মায়। ইহারাও জীৱল মাছ; ইহাদের মধ্যেও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। ইহারা আকৃতিতে প্রায় শিজির মাছের মতো। কিন্তু শিজির সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে—

১. শিজির দেহ সরু, কিন্তু মাগুরের দেহ বেশ মোটাসোটা হয়। ২. শিজির গোঁফগুলি মাগুরের গোঁফ হইতে অনেক বড়। ৩. শিজির পৃষ্ঠ-পাখনাটি ছোট, কিন্তু মাগুরের লেজ অবধি বিস্তৃত। শিজির অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র লম্বা থলির মতো ও ফুলকার সহিত লাগিয়া থাকে না, কিন্তু মাগুরের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ফুলকার সহিত লাগিয়া থাকে এবং দেখিতে লাল টকটকে কদম ফুলের মতো।

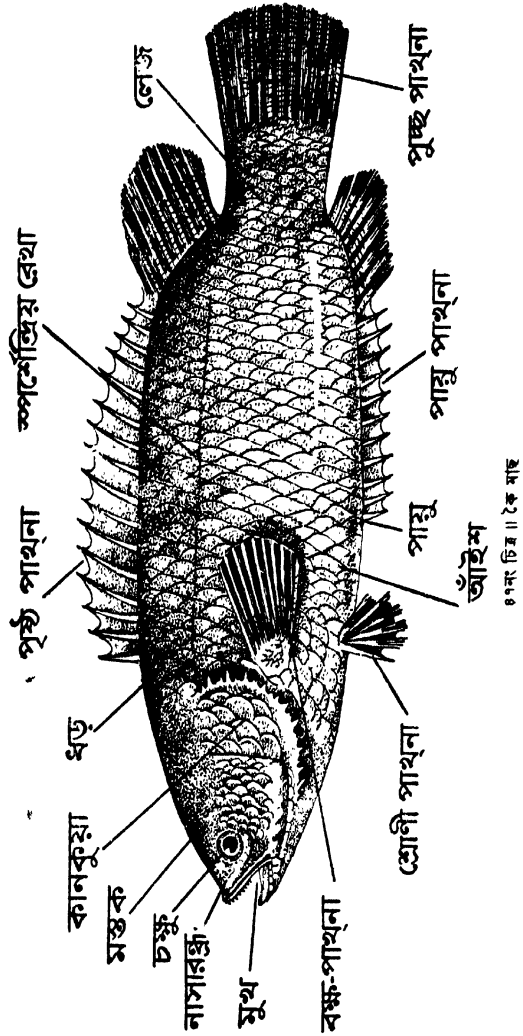


৪৬নং চিত্র ॥ মাগুর মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র

কৈ মাছ (Koi fish) খাল, বিল, পুতুর ও ডোবাতে প্রচুর জন্মায়। ইহারাও জীৱল জাতীয়; ইহাদের মধ্যেও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। ইহার ফলে জল ঘোলা হইলে বা শুকাইয়া গেলেও ইহারা জল হইতে উঠিয়া ডাঙার উপর দিয়া শুড়ি মারিয়া অনেকটা দূর অবধি যাইতে পারে, জলের অভাবে হঠাৎ মরিয়া যায় না। কিন্তু শিজির মাগুরের সহিত ইহাদের আকৃতির অনেক পার্থক্য আছে।

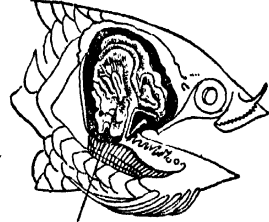
ইহাদের মেহের রঙ কালচে সবুজ, কিন্তু পিঠের দিকটা অপেক্ষাকৃত গাঢ়। সমস্ত মেহ নানা আকারের আইশ দ্বারা ঢাকা। প্রতি আইশের পিছনে ছোট ছোট কাঁটা আছে। কৈ মাছ লম্বায় ৬-৭ ইঞ্চি হয়। সমস্ত দেহটি পার্শ্বের দিকে চ্যাপটা।

মাথাটি বড় ও প্রায় ত্রিকোণাকৃতি। দুইটি কানকুয়া ফুলকা ও শাসঘন্ত্রকে ঢাকিয়া রাখে। কানকুয়ার পিছন ভাগে অনেকগুলি ছোট ছোট কীটা আছে। অভিন্নবিন্দু



শ্বাসযন্ত্র প্রতি ফুলকার উপরের দিকে একটু পিছনে অবস্থিত। এইগুলি দেখিতে লাল টকটকে কাঠ গোলাপের (একটি দিয়া আর একটি অল্প ঢাকা) পাপড়িগুলির মতো।

দেহকাণ্ডের প্রায় মধ্যভাগের অঙ্গদেশে অবস্থিত খাঁজটিতে পায়ু থাকে। পিঠের উপর লেজের প্রায় শেষ অবধি যে পৃষ্ঠ-পাখনাটি আছে, তাহার কাঁটাগুলি বেশ লম্বা ও তীক্ষ্ণ। পৃষ্ঠ-পাখনার পিছনের অংশটুকু একটু প্রসারিত। পায়ু-পাখনাটিতেও পৃষ্ঠ-পাখনার মতোই কাঁটা থাকে এবং ইহারও পিছনের অংশটুকু প্রসারিত।



দেহের প্রতি পার্শ্বে একটি করিয়া তত্ত্ব অতিরিক্ত শ্বাসমন্ত্র ৪০ নং চিত্র ॥ কৈ মাছের অতিরিক্ত শ্বাসমন্ত্র পাখিরেখা আছে।

[একটা অস্থিত মাছের (ডেটকি) বিস্তারিত বিবরণ পরের অধ্যায়ে দেওয়া হইল। উপরে বর্ণিত মাছগুলিও কিন্তু অস্থিত।]

জীৱল মাছদের জলে ডুবাওয়া মারার পরীক্ষা

DROWNING EXPERIMENT WITH AIR-BREATHING FISHES

তোমরা জানিয়াছ যে, সাধারণ মাছ (যেমন, রুই, কাতলা, ইলিশ, ল্যাটা, ডেটকি ইত্যাদি) ফুলকার সাহায্যে চারিপাশের জল হইতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং ইহার সাহায্যেই দেহ হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড জলে ত্যাগ করে। মাছের শ্বাসকার্যের ইহাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। নাসারন্ধ্র থাকিলেও আমাদের জায় উন্নততর প্রাণীদের মতো ফুসফুস (Lung) নাই বলিয়া ইহাদের দ্বারা শ্বাসকার্য চলে না।

কিন্তু জীৱল মাছগুলিতে (যেমন, শিঙ্গি, মাগুর, কৈ ইত্যাদি) যেমন ফুলকা থাকে, তেমনই অতিরিক্ত শ্বাসমন্ত্র (Accessory respiratory organs) থাকে। এই দুইটির (ফুলকা ও অতিরিক্ত শ্বাসমন্ত্র) সাহায্যেই ইহাদের শ্বাসকার্য চালাইতে হয়; শুধু একটির দ্বারা হয় না। এইজন্য দেখা যায় যে, এই সকল মাছেরা কিছুক্ষণ পর পর জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া কতকটা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দিতেছে এবং বাতাস হইতে অতিরিক্ত শ্বাসমন্ত্রের সাহায্যে মুখ-ভরতি অক্সিজেন টানিয়া লইয়া আবার জলে ডুব দিতেছে।

নীচের পরীক্ষাটি দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, জীৱল মাছেরা শুধুমাত্র ফুলকার সাহায্যে জল হইতে দ্রবীভূত অক্সিজেন লইয়াই বাচিয়া থাকিতে পারে না; বাচিতে হইলে ইহাদের বাতাস হইতেও অক্সিজেন লইয়া শ্বাসকার্য চালাইতে হয়।

পরীক্ষা : একটি বড় কঁচের জার (Jar) পুরোপুরি জলে ভর্তি করিয়া তাহাতে কয়েকটি তাঙ্গা শিঙ্গি মাগুর কিংবা কৈ মাছ ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং জলের উপরে একটি পাতলা তারের জাল এমনভাবে চাপিয়া দিতে হইবে যাহাতে ঐ মাছগুলি

উড়ু কু মাছ সাময়িকভাবে জলের উপরে লাফাইয়া উঠিয়া অনেকটা দূর অবধি “উড়িয়া” যাইতে পারে। মাছ সাধারণত ডিম পাড়ে, কিন্তু অনেক মাছের (সাইমোগ্যাসটার ও ডগ ফিশ) বাচ্চা হয়। চিচ্চা হৃদ ও পুরীর সমুদ্রোপকূলে প্রচুর পরিমাণে ডগ ফিশ পাওয়া যায়। ইহাদিগকে ভিভিপেরাস মাছ বলা হয়।

কড মাছের যকৃত (Liver) হইতে কডলিভার অয়েল বাহির করা হয়। বাংলাদেশের নানাস্থানে মাছের চাষ হয়।



৩০নং চিত্র ॥ সামুদ্রিক অংঘ

মনে রাখিও, তিমি, চিংড়ি, তারা মাছ, স্বেলী ফিশ প্রভৃতিদের সচরাচর মাছ বলিলেও ইহারা মাছ নয়।

মাছের বৃষ্টি : আমাদের দেশে মেদিনীপুর অঞ্চলে ‘মাছের বৃষ্টি’ দেখা যায়। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে যখন পুতুর বা নদীর জল ফাঁপিয়া উপরের দিকে উঠে, তখন উহার সঙ্গে এখানকার ছোট ছোট মাছগুলিও অনেক উপরে উঠিয়া যায়। পরে বৃষ্টির জলের সঙ্গে ঐ মাছগুলি অল্প ধারায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে। ইহাদের মধ্যে কিছু মাছ জীবন্ত থাকে। ইহাদের মাছের বৃষ্টি।

তিনটি জীৱল মাছৰ বহিৰাকৃতিৰ তুলনা

শিঙ্গি (Singi)	মাগুর (Magur)	কৈ (Koi)
১. বৰ্ণ—গাঢ় ধূসৰ।	১. বৰ্ণ—গ্ৰায় শিঙ্গিৰ মতো।	১. বৰ্ণ—কালচে সবুজ।
২. দেহেৰ আকাৰ—লম্বা ও সৰু। লেজটি দুইপাশে চাপা।	২. দেহেৰ আকাৰ—দেহ শিঙ্গি মাছৰ মতো, কিন্তু অপেক্ষাকৃত মোটা।	২. দেহেৰ আকাৰ—লম্বায় শিঙ্গি ও মাগুর মাছ অপেক্ষা অনেক ছোট কিন্তু দেহকাণ্ডটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত।
৩. আইশ—নাই।	৩. আইশ—নাই।	৩. আইশ—আছে। (টিনয়েড) -
৪. মস্তক : ক. আকৃতি—চ্যাপটা।	৪. মস্তক : ক. আকৃতি—চ্যাপটা।	৪. মস্তক : ক. আকৃতি—মোটা ও কোণাকৃতি।
খ. মুখ—উপৰোষ্ঠ অধৰোষ্ঠ অপেক্ষা বড়।	খ. মুখ—উপৰোষ্ঠ অধৰোষ্ঠ অপেক্ষা বড়।	খ. মুখ—অধৰোষ্ঠ উপৰোষ্ঠ হাইতে কিছু বড়।
গ. গৌফ—আছে।	গ. গৌফ—আছে।	গ. গৌফ—নাই।
ঘ. চকু—চক্ষুদ্বয় কৈ মাছ অপেক্ষা ছোট।	ঘ. চকু—শিঙ্গি মাছেৰ মতো।	ঘ. চকু—শিঙ্গি, মাগুর অপেক্ষা অনেক বড়।
৫. পাখনা : ক. বক্ষ-পাখনা—অপেক্ষা- কৃত ছোট। পাখনাৰ প্ৰথম সৰু হাড়টি (ফিন ৰে) শক্তকাটাৰ মতো।	৫. পাখনা : ক. বক্ষ-পাখনা—শিঙ্গিৰ মতো।	৫. পাখনা : ক. বক্ষ-পাখনা— অপেক্ষাকৃত বড়। পাখনাৰ হাড়গুলি নরম।

শিঙ্গি (Singi)	মাগুর (Magur)	কৈ (Koi)
খ. জ্রোণী-পাখনা—ছোট। গ. পৃষ্ঠ-পাখনা—ছোট। শেষ অংশটুকু কৈ মাছের মত প্রসারিত নয়। হাড়গুলি নরম। ঘ. পায়ু-পাখনা—পৃষ্ঠ-পাখনার মতোই, কিন্তু প্রায় লেজের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঙ. পুচ্ছ-পাখনা—কৈ অপেক্ষা ছোট। ৬. কানকুয়া—কাঁটা নাই। ৭. ঋসযন্ত্র—অতিরিক্ত ঋসযন্ত্র সন্ধি নলের মতো কিন্তু ফুলকার সহিত লাগানো নয় এবং ইহার শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।	খ. জ্রোণী-পাখনা—ছোট। গ. পৃষ্ঠ-পাখনা—লেজের প্রায় শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ও শেষ অংশটি কই মাছের মত প্রসারিত নয়। হাড়গুলি নরম। ঘ. পায়ু-পাখনা—পৃষ্ঠ-পাখনার মতোই। ঙ. পুচ্ছ-পাখনা—শিঙ্গির মতো। ৬. কানকুয়া—কাঁটা নাই। ৭. ঋসযন্ত্র—কদম ফুলের মতো এবং ফুলকার সহিত লাগানো।	খ. জ্রোণী-পাখনা—ছোট কিন্তু উহার প্রথম হাড়টি কাঁটার মতো শক্ত। গ. পৃষ্ঠ-পাখনা—পৃষ্ঠ-পাখনাটি মাগুর মাছের মতোই বিস্তৃত কিন্তু শেষ অংশ প্রসারিত। হাড়গুলি কাঁটার মতো লম্বা ও তীক্ষ্ণ। ঘ. পায়ু-পাখনা—পৃষ্ঠ-পাখনার মতোই। ঙ. পুচ্ছ-পাখনা—শিঙ্গি অপেক্ষা প্রশস্ত। ৬. কানকুয়া—বহির্ভাগের ধারে অনেক ছোট ছোট কাঁটা থাকে। ৭. ঋসযন্ত্র—অতিরিক্ত ঋসযন্ত্র দেখিতে কাঁঠ গোলাপের মতো ও ফুলকার সহিত লাগানো।

খ. উভচর প্রাণী [AMPHIBIA]

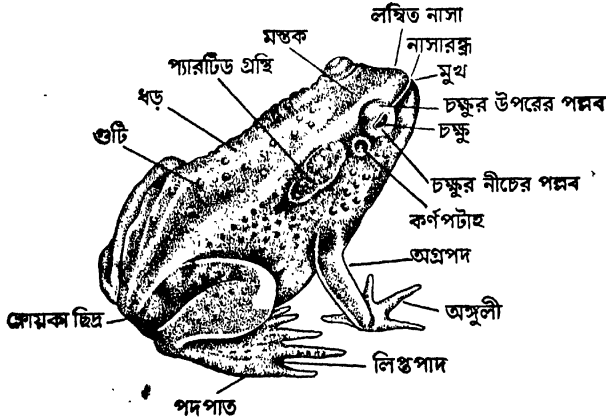
এই সকল প্রাণীর জীবনের প্রারম্ভে জলে ও বাকি সময় স্থলে বাস করে। এইজন্ত ইহাদের উভচর প্রাণী বলা হয়। সাধারণত ব্যাঙ ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ব্যাঙ : ইহার সচরাচর পৃষ্ঠের গোলাবর্ণ ডোবা বা যে কোনও জলাভূমিতে থাকিতে ভালবাসে। ইহার ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় কিন্তু একেবারে শৈশবে ব্যাঙটি-অবস্থায় ইহার মাছের মতো ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পাদন করে। ব্যাঙ প্রধানত দুই প্রকার : **কুনো ব্যাঙ (Toad)** ও **কোলা ব্যাঙ (Frog)**।

কুনো ব্যাঙ (Toad) : সাধারণত জলাভূমির পাশে ডাঙাতেই বেশী থাকে। ইহার আস্তে আস্তে লাফাইয়া চলে। অল্প অল্প দাঁটারও দিতে পারে। ইহার দেখিতে অতি কদাকার। ইহাদের পিঠের রঙ কালচে-ধূসর, কিন্তু পেটের দিক সাদাটে। পিঠের দিকে অসংখ্য ছোট ছোট গুটিকা আছে।

ইহাদের দেহকে দুই অংশে ভাগ করা যায় : মস্তক ও দেহকাণ্ড।

মাথার সামনের দিক ভোঁতা এবং ইহারই অগ্রভাগে **মুখ**। তাহাতে দুইটি দন্তবিহীন চোয়ালও আছে। মুখবিবরটি অতিশয় বড়। মাথার সম্মুখভাগে দুইটি



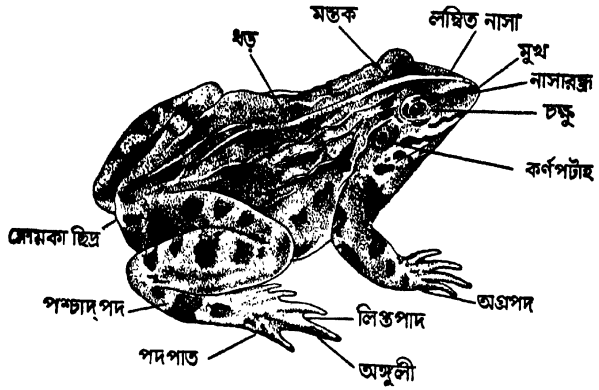
৫০নং চিত্র ॥ কুনো ব্যাঙ

ছোট ছোট নাসারন্ধ্র আছে। মাথার দুই পাশে আছে দুইটি বড় চক্ষু। চক্ষুর পিছনেই মাথার দুই পাশে দুইটি গোলাকার **কর্ণপটাহ** আছে। ইহা একটি পাতলা চামড়ায় ঢাকা; উচ্চতর প্রাণীর মতো ইহাতে কোনও ছিদ্র ও বহিঃকর্ণ-নাই।

দেহকাণ্ডটি বেশ মোটাসোটা; পিছনের অংশ অপেক্ষাকৃত বেশী চওড়া। স্তম্ভনের বৃকের কাছে এক জোড়া ছোট পা ও পিছনে এক জোড়া পদ থাকে। সামনের পায়ে

আঙুলের সংখ্যা চার ও পিছনের পায়ের পাঁচ। পিছনের পায়ের আঙুলগুলির গোড়ার অংশ ছোট ছোট পাতলা চামড়া দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। দেহকাণ্ডের সম্মুখ-ভাগে কর্ণপটের একটু পিছনে পিঠের উপর দুইটি লম্বা লম্বা সামান্ত একটু উঁচু প্যারটিড গ্রন্থি আছে। বিপদের সময় ঐ গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত বিষাক্ত রস ইহার আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করে। দেহকাণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের দুই পায়ের ফাঁকে অবসারণী ছিদ্র বা ক্লোয়েকা ছিদ্র আছে।

কোলা ব্যাঙ (Frog) : কুনো ব্যাঙের মতো এত কদাকার নয়। ইহারাও জলে



৫৫নং চিত্র ॥ কোলা ব্যাঙ

এবং ভাঙায় বাস করে, কিন্তু ইহারা ভালো সাঁতার দিতে পারে বলিয়া জলে থাকাই বেশী পছন্দ করে। কুনো ব্যাঙের সহিত ইহাদের পার্থক্য নিম্নরূপ :

কুনো ব্যাঙ (Toad)

১. দেহকাণ্ডটি মাথা হইতে বেশ মোটামোটা।
২. বর্ষ কালচে ধূসর।
৩. ত্বক খদখসে।
৪. পৃষ্ঠদেশের ত্বক অসংখ্য গুটিকায় ভরা।

কোলা ব্যাঙ (Frog)

১. দেহকাণ্ডটি প্রায় মাথার মতোই চওড়া, কিন্তু মাথা অপেক্ষা অনেক বেশী লম্বা।
২. বর্ষ কালো, গীত ও শেওলা রঙের ডোরাকাটা।
৩. ত্বক মসৃণ।
৪. ত্বকে গুটিকা নাই।

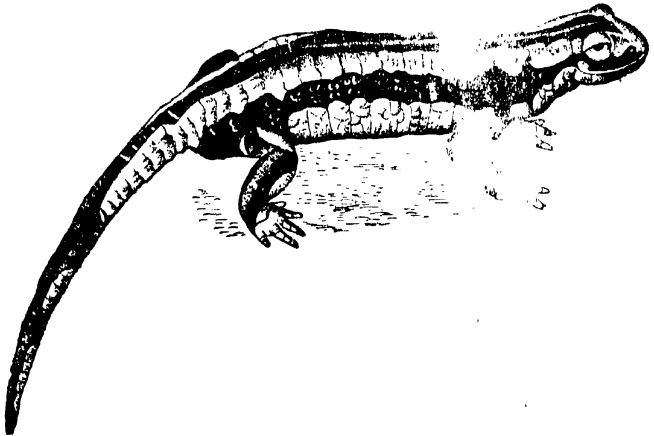
কুনো ব্যাঙ (Toad)

কোলা ব্যাঙ (Frog)

- | | |
|--|--|
| ৫. মাথার আকৃতি একটি সমবাহু ত্রিভুজের মতো, কিন্তু অগ্রভাগটি ভোঁতা। | ৫. মাথাটির আকৃতি সমষিবাহু ত্রিভুজের মতো কিন্তু অগ্রভাগটি কুনো ব্যাঙের তুলনায় সূচলো। |
| ৬. মুখ-বিবরের চোয়ালে দাঁত নাই। | ৬. চোয়ালে ছোট ছোট দাঁত আছে। |
| ৭. প্যারটিড গ্রন্থি আছে। | ৭. প্যারটিড গ্রন্থি নাই। |
| ৮. পাগুলি ছোট। | ৮. পাগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী লম্বা। |
| ৯. পিছনের পায়ের আঙুলের শুধুমাত্র গোড়ার অংশগুলিই চামড়া দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত। | ৯. পিছনের পায়ের আঙুলগুলি প্রায় পুরোপুরিই পাতলা চামড়া দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত। |
| ১০. কোমরে কঁজ নাই। | ১০. কোমরে কঁজ আছে। |
| ১১. আন্তে আন্তে লাকাইয়া চলে। | ১১. জোরে জোরে অনেকটা দূর অবধি লাফ দেয়। |
| ১২. ভালো দাঁতার দিতে পারে না। | ১২. দাঁতारे পটু। |

[পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাঙের দেহের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।]

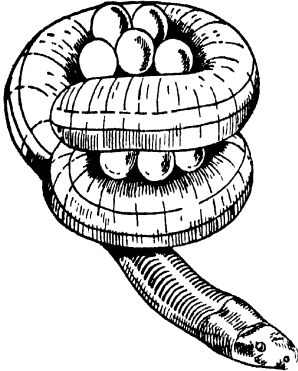
আরও কয়েকটি উদ্ভট প্রাণীর উদাহরণঃ ব্যাঙের লেজ নাই কিন্তু



৫৮নং চিত্র ॥ স্ত্রীলামেনডার

স্ত্রীলামেনডারের লেজ আছে। জাপান ও চীনের ঠাণ্ডা জায়গায় ইহার বাস করে। ইকথাইওপিসের (৫৭নং চিত্র) হাত, পা, লেজ কিছুই নাই।

ব্যাঙের মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। আফ্রিকার এক জাতীয় গেছো ব্যাঙ (Tree-frog) গাছে উঠিতে পারে। আফ্রিকা ও আমেরিকার কোনও কোনও



৭৭নং চিত্র ॥ ইকথাইওপিস



৮০নং চিত্র ॥ গেছো ব্যাঙ



৮২নং চিত্র ॥ পাইপা

জাতীয় ব্যাঙের জিহ্বা নাই (যেমন, জেনোপাস ও পাইপা)। এক জাতীয় ব্যাঙের (অগ্লাইটিস) পুরুষেরা পিছনের দুই পায়ে উপর ভিন্ন ধারণ করে ও ভ্রূণগুলি রক্ষা করে। আবার আর এক জাতীয় (রাইনোডারমা) ব্যাঙের পুরুষেরা নরম খলির

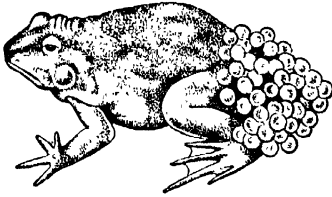
মধ্যে সন্তান পালন করে। কেউবা (হাইলা, পাইপা ইত্যাদি জাতীয় ব্যাঙেরা) পিঠের উপর সন্তান পালন করে।

সাধারণ নিয়ম অনুসারে, পরিণত অবস্থায় স্থলে বাস করিলেও ডিম পাড়িবার সময় ব্যাঙ জলে যায়।

পৃথিবীর নানা দেশের, বিশেষত চীনদেশের লোকেরা ব্যাঙ খাইতে বড় ভালবাসে।

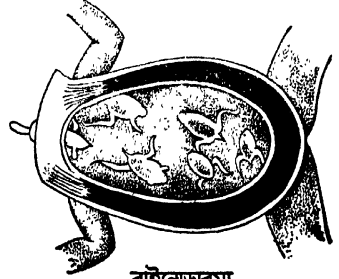


৬০নং চিত্র ॥ জেনোপাস



অ্যালাইটিস্

॥ ৬১ক নং চিত্র ॥



রাইনোডারমা

॥ ৬১খ নং চিত্র ॥

গ. সরীসৃপ [REPTILIA]

ইহারা জল ও স্থল উভয় স্থানেই বাস করে। সাপ, কুমীর, টিকটিকি, গিরগিটি, কচ্ছপ ইত্যাদি এই জাতীয় প্রাণী। ইহারা অধিকাংশই বৃকে ভর দিয়া চলে। ইহাদের দেহও আঁইশ দ্বারা আবৃত, কিন্তু কচ্ছপ জাতীয় প্রাণীর দেহ মোটা শক্ত খোলকে ঢাকা থাকে।

টিকটিকি (Lizard) : ইহারা আমাদের আশেপাশে ঘরবাড়ির দেওয়ালে বাস করে এবং ছোট পোকামাকড় ধরিয়া খায়। দেহের বর্ণ ছাই-রঙের হইলেও মাথা ও গলার বর্ণ একটু ফিকে লাল। ইহাদের দেহ লম্বা ও একটু চ্যাপটা। সমস্ত দেহ ছোট ছোট আঁইশদ্বারা আবৃত।



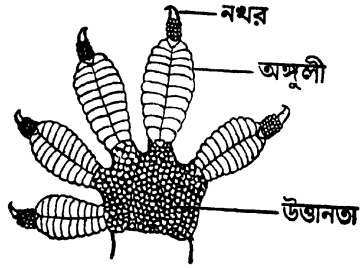
৬২নং চিত্র ॥ টিকটিকি

দেহটিকে চারিভাগে ভাগ করা যায় : মস্তক, গ্রীবা, দেহকাণ্ড বা ধড় ও লেজ।

মাথাটি প্রায় ত্রিকোণাকৃতি। অগ্রভাগে চণ্ডা মুখ। ইহাতে দুইটি চোয়াল ও ছোট ছোট দাঁত আছে। মুখের ঠিক পিছনে উপরি-পৃষ্ঠে একজোড়া ছোট নাসারন্ধ্র থাকে। মাথায় দুই পাশে দুইটি চক্ষু, দুইটি অক্ষিপল্লব ও একটি স্বচ্ছ উপপল্লব দ্বারা সুরক্ষিত। চক্ষুর পিছনে দুই পাশে

গোল কর্ণছিদ্র আছে, কিন্তু বহিঃকর্ণ নাই।

মাথার পরেই সরু গ্রীবা ও ইহার পরেই দেহকাণ্ড বা ধড়। ধড়টি লম্বাটে ও উপরে নীচে কিছু চাপা। বৃকের পাশে এক জোড়া পিঁ ও পশ্চাদ্ভাগে এক জোড়া পিঁ আছে। প্রতি পায়েই

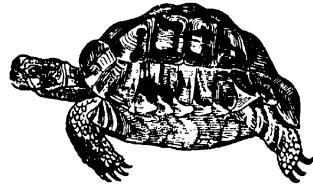


৩৩নং চিত্র ॥ টিকটিকির নখপাত

পাঁচটি করিয়া নখরবিশিষ্ট আঙুল থাকে। পায়ের তলায় অসংখ্য ছোট ছোট উত্তানতা (Concavities) থাকার দরুন ইহার অনায়াসে খাড়া দেওয়ালের গায়েও চাপ দিয়া আটকাইয়া থাকিতে পারে। দেহকাণ্ডের শেষ ভাগে আড়াআড়িভাবে অবসারণী বা ক্লোয়েকা ছিদ্র আছে।

লেজটি লম্বা, গোড়ার দিকে কিছুটা চ্যাপটা। কিন্তু মাথার দিকে ক্রমশ গোলাকার ও সরু হইয়া গিয়াছে। একটু আঘাত করিলেই লেজটি খসিয়া পড়ে। পরে ঐ স্থানে একটি নূতন লেজ গজায়।

আরও কয়েকটি সরীসৃপের কথা : কুমীর নদীর জলে বাস করে এবং অত্যন্ত হিংস্র স্বভাবের হয়। তক্ষক



৩৪নং চিত্র ॥ কচ্ছপ

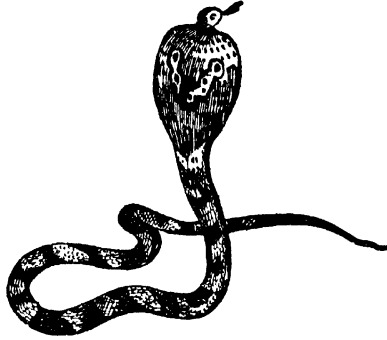


৩৫নং চিত্র ॥ অজগর

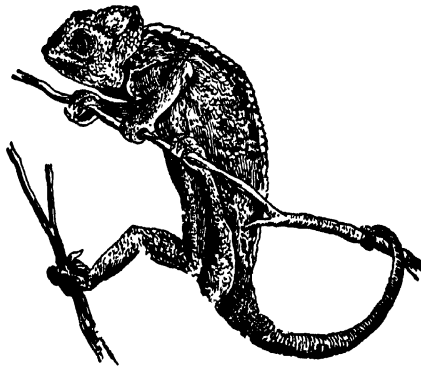
পুরাণে বর্ণিত পরীক্ষিতকে নাকি দংশন করিয়া মারিয়াছিল। কিন্তু এই অপবাদ

থাকিলেও ভয়ঙ্কর সত্যই কোনও বিষ নাই। বিষের রাজা কেউটে সাপ। কিন্তু হিংস্রতায়, ক্ষিপ্ৰতায়, বিষাক্ততায় ও সৌন্দৰ্যে সাপের রাজা শঙ্খচূড় (King Cobra)। আয়তনে বড় অজগর। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের অজগর (Python) সাপ একটি উপাদেয় খাদ্য।

✕ এক শ্রেণীর গিরগিটি (ক্যামেলিয়ন) পরিবেশ অনুযায়ী দেহের রঙ পরিবর্তন করিতে পারে। ইহারা স্বচ্ছামত চক্ষুতারক। দুইটিকে যেদিকে খুশি ঘুরাইতে পারে। ইহাদের পা এবং লেজ গাছের শাখা ইত্যাদি আঁকড়াইয়া ধরিবার পক্ষে খুবই উপযোগী।

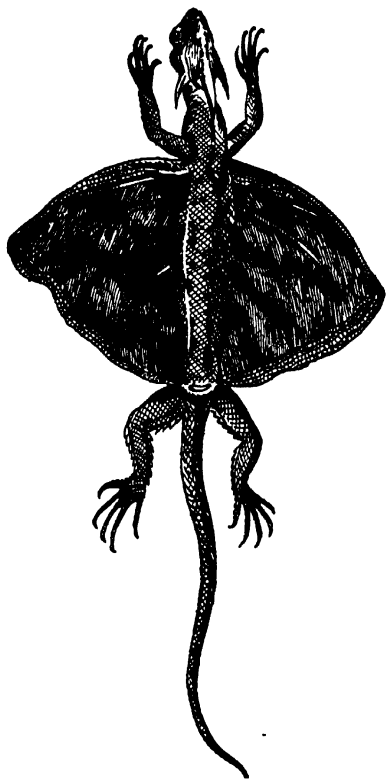


৬৬নং চিত্র ॥ শঙ্খচূড়



৬৭নং চিত্র ॥ গিরগিটি (ক্যামেলিয়ন)

স্থলে বাস করিলেও ড্রাকোভোলাস বা উড়ন্ত টিকটিকি (অস্ট্রেলিয়ার) সাময়িকভাবে উড়িতে পারে। মরুভূমির মলক নামক একপ্রকার টিকটিকির সমস্ত দেহ কাঁটায় আবৃত।



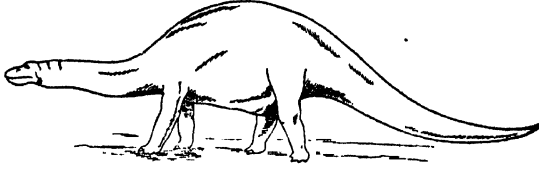
৬৮নং চিত্র ৥ ড্রাকোডোলাস



৬৯নং চিত্র '১' মলক

প্রাচীন কালে প্রায় ১২৫ কোটি বছর আগে, পৃথিবীর বুকে বিশাল দানবের মতো চেহারার সরীসৃপেরা বাস করিত। ইহারা আজকাল আর বাঁচিয়া নাই, কিন্তু মাটির নীচে উহাদের যে কঙ্কাল (জীবাশ্ম : fossil) পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে উহাদের

চেহারাটি বেশ আন্দাজ করা যায়। উহারা প্রায় ৭০-৮০ ফুট উঁচু ছিল এবং উহাদের ওজন ছিল ৪০ টনের মতো।



৭০ নং চিত্র ॥ প্রাচীন যুগের সরীসৃশ ডাইনোসর

ঘ পক্ষী [AVES]

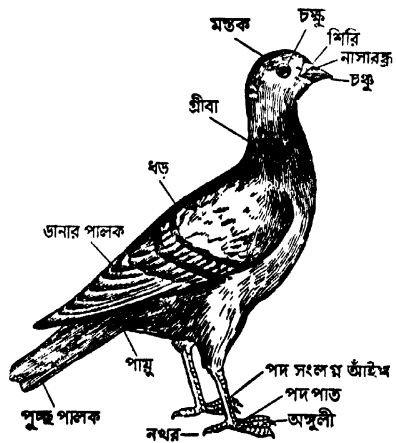
পাখীমাত্রেরই দুইটি ডানা, সারা দেহে পালক ও মুখে চঞ্চু থাকে। ইহাদের দেহ খুব গরম। কারণ ইহাদের রক্ত উষ্ণ। কাক, চড়াই, শকুন, কোকিল, দোয়েল, বক, হাঁস, মুরগী, পেচা, পায়রা ইত্যাদি ইহার উদাহরণ।

পায়রা (Pigeon) : পায়রা নানা জাতীয় হইতে পারে। ইহাদের কতগুলি ব্রহ্ম, আবার কতগুলি গৃহপালিত। প্রাচীনকালে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য শিক্ষিত পায়রা ব্যবহার করা হইত। বর্তমানকালে মানুষ খেত পায়রাকে ‘শান্তির প্রতীক’ হিসাবে গণ্য করে। পায়রার দেহে পা ও চঞ্চু বাদে বাকি অংশ পালকে আবৃত।

দেহটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় : মস্তক, গ্রীবা ও দেহকাণ্ড বা ধড়।

মাথাটি ছোট ও গোলাকার।

সামনের দিকে এক জোড়া চঞ্চু, —উপরেরটি বড় ও নীচেরটি ছোট। চঞ্চু দুইটির মধ্যেই মুখ। উপরের চঞ্চুর গোড়ায় এক জোড়া ছোট নাসারন্ধ্র আছে। মাথার দুই পাশে দুইটি গোলাকার চক্ষু, দুইটি অক্ষিপল্লব ও একটি স্বচ্ছ উপপল্লব (nictitating membrane) দ্বারা আবৃত থাকে। চক্ষুর পিছনে একটু নীচেই দুই পাশে দুইটি কর্ণ ছিদ্র আছে। উহারা পালকে



৭১নং চিত্র ॥ পায়রা

ঢাকা থাকে বলিয়া বাহির হইতে উহাদের দেখা যায় না।

গ্রীবা সৰু এবং ইহা মাথাকে উঁচুতে ধরিয়া রাখে ও এদিক-ওদিক ঘুরাইতে সাহায্য করে।

দেহকাণ্ডের সামনের দিকে পিঠের দুই পাশে দুইটি ডানা আছে, উড়িবার সময় তাহা প্রসারিত হয়। দেহকাণ্ডের অঙ্কদেশে দুইটি পা আছে। প্রতি পায়ে চারিটি করিয়া নখযুক্ত আঙুল আছে,— তিনটি সামনের দিকে ও একটি পিছনের দিকে। দেহের পিছনে অঙ্কদেশে একটি অবসারণী ছিদ্র বা ক্রোয়েক। ছিদ্র থাকে। দেহকাণ্ডটির পিছনের দিকে ক্রমশ সৰু হইয়া লেজের রূপ নেয়। ইহা পুচ্ছ পালক দ্বারা গঠিত।



৭২নং চিত্র ॥ পারিজাত

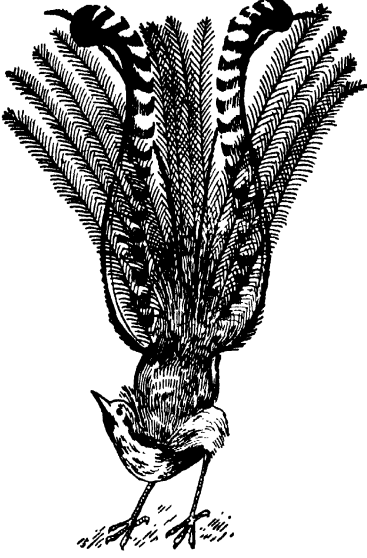
আরও কয়েকটি পাখীর কথা :
পারিজাত বা স্বর্গের পাখী (Bird of paradise) দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের লেজের বড় বাহার।

ময়ূরের পেখমের বিস্তার ও রম্যতার তুলনা নাই—কিন্তু ময়ূরীর পেখম থাকে না।

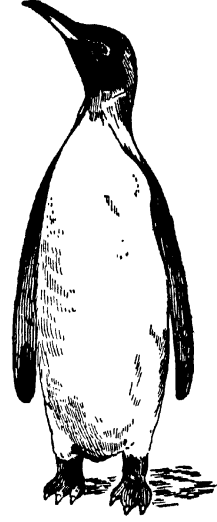


৭৩নং চিত্র ॥ ময়ূর

বাবুই পাখী আচারে-ব্যবহারে সত্যিই বাবু। স্ত্রী-পাখী ডিম পাড়িবার আগে পুরুষ-পাখীটি অপূর্ব কোশলে একটি চমৎকার বাসা তৈয়ারি করে। গোবর আনিয়া



৭৪নং চিত্র ॥ বাণা পাখী



৭৫নং চিত্র ॥ পেঙ্গুইন



৭৬নং চিত্র ॥ কিউই



৭৭নং চিত্র ॥ উটপাখী

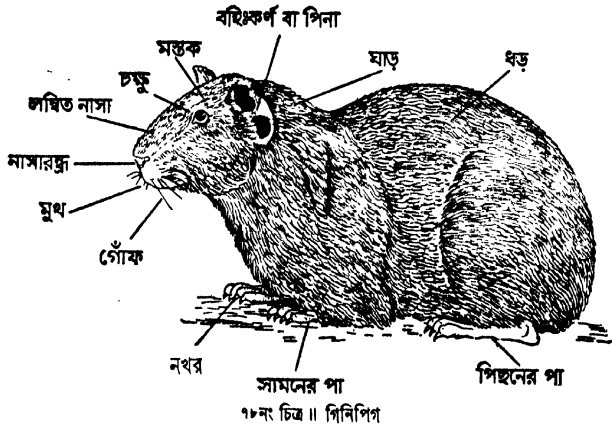
তাহাতে জোনাকি পোকা গুজিয়া রাত্রিতে আলোর ব্যবস্থাও রাখে। আগ্রা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাবুয়ের বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। কাঠঠোকরা কাঠে গর্ত করিয়া

বাস করে। মেক অঞ্চলে পেঙ্গুইন পাখীরা বাস করে। তাহারা উড়িতে পারে না। হুড়ির দ্বারা বরফে গোল গোল গর্ত করিয়া ডিম পাড়ে। অস্ট্রেলিয়ার কিউই বা অ্যাপ্টেরিস্ক ও উড়িতে পারে না। বীণা পাখী দেখিতে খুব মনোহর। অস্ট্রেলিয়ার মক্‌ভূমির উটপাখী (অসটিচ) উড়িতে না পারিলেও মানুষ পিঠে করিয়া খুব জোরে দৌড়াইতে পারে।

ময়না, কাকাতুয়া ও টিয়াকে শিখাইলে মানুষের অল্পকরণে কথাও বলিতে পারে। অনেক পাখীরই স্বর এত মিষ্ট যে তাহা মানুষকে মুগ্ধ করে।

৬. স্তন্যপায়ী প্রাণী [MAMMALS]

এই সকল প্রাণীদের সারা দেহ রোমে আবৃত এবং বহিঃকর্ণ ও কর্ণছিদ্র দুইই আছে। পরিণত বয়সে ইহাদের দুধ-দাঁত পড়িয়া স্থায়ী দাঁত উঠে। দাঁত অনেক রকমের (Heterodont) হয়। ইহারা উষ্ণ রক্ত-বিশিষ্ট। ইহাদের বৃক্ক স্তনবৃত্ত থাকে এবং স্ত্রী-প্রাণীরা বাচ্চাদিগকে স্তন পান করায় বলিয়াই ইহাদের স্তন্যপায়ী প্রাণী বলা হয়। ইহারা (একমাত্র হংসচঞ্চু ব্যতীত) কেহই ডিম পাড়ে না। খরগোশ, ভেড়া, গরু, হাতী, বানর, গরীলা, শিম্পাঞ্জী, মানুষ ইত্যাদি এই জাতীয় প্রাণী।



গিনিপিগ (Guinea-pig)-ও একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। ইহারা চতুষ্পদ। দেখিতে অনেকটা লেজবিহীন ছোট খরগোশের মতো। সারা দেহ ছোট বড় নানাবর্ণের ঘন লোমদ্বারা আবৃত। সমস্ত দেহটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : মস্তক, গ্রীবা ও দেহকাণ্ড।

মাথাটি পিছন হইতে সামনের দিকে ক্রমশ সরু হইয়া আসিয়াছে। মাথার সম্মুখভাগে একটু নীচের দিকে মুখ এবং ইহাতে দুইটি চোয়াল আছে। উপরের ঠোঁটের ঠিক

উপরেই এক জোড়া নাসারক্ত থাকে। ইহাদের বহিঃকর্ণ খরগোশের তুলনায় অনেক ছোট। মাথার সামনের দিকে দুই পাশে দুইটি চক্কু আছে। চোখের ডিমের রঙ নীলাভ। কিন্তু খরগোশের বেলায় টকটকে লাল। চোখের দুইটি অক্ষিপল্লব (Eyelid) এবং চোখের পল্লবে অক্ষিপক্ষ (Eye lash) আছে। ঠোঁটের দুই পাশে অনেকগুলি বেশ লম্বা লম্বা গৌফ (Vibrissae) আছে।

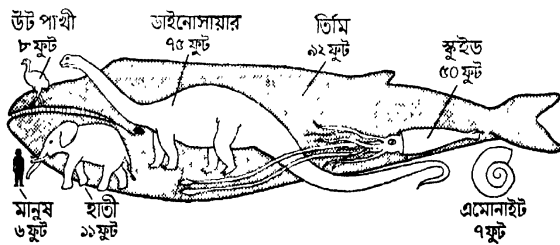
মাথার পরেই একটু খাঁজের মতো গ্রীবা অবস্থিত। ইহার পরেই দেহকাণ্ড বা ষড়্। দেহকাণ্ডের সামনের দিকে পাজরাবারা গঠিত অংশটি বক্ষ ও পিছনের অংশটি উদর। বকের দুই পাশে দুই পা, পিছনের দুই পাশে দুইটি পা আছে। সামনের পায়ে চারটি করিয়া ও পিছনের পায়ে তিনটি করিয়া নখযুক্ত আঙুল আছে। দেহের একেবারে পিছনে পায়ু অবস্থিত।

পুরুষ প্রাণীর বেলায় পায়ুর একটু আগে উদরের তলদেশে শুক্র ও মূত্রনালীর সম্মিলিত একটি জননহিড়্র থাকে। দুইটি অণু কোষ সাধারণত শরীরের ভিতর থাকে, কিন্তু প্রজননকালে উহারা পায়ুদেশ সংলগ্ন একটি চর্ম আন্তরণের মধ্যে অবস্থান করে।

স্ত্রী-প্রাণীর বেলায় মূত্র ও জনন নালীর হিড়্র দুইটি আলাদা ও একটি আর একটির সামনে থাকে। ইহার কিছু আগে উদরেরই অঙ্গদেশে আছে দুইটি ছোট ছোট স্তনবৃন্ত।

আরও কয়েকটি স্তন্যপায়ীর কথা

ছুঁচো, ইঁদুর—মাছষের অনেক কতি করে। ইঁদুর প্লেগের জীবাণু বহন করে। আয়তনে ও ওজনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী তিমি



৭২নং চিত্র ॥ তিমি ও আরও কয়েকটি প্রাণীর আকৃতিগত তুলনা

(Whale)। ইহারা সমুদ্রে বাস করে। ইয়োরোপে, বিশেষত নরওয়ে ও সুইডেনে তিমির দেহ হইতে তৈল বাহির করা হয় এবং সেই তৈল প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়। তিমির অন্ত্রে (Intestine) একপ্রকার শক্ত পদার্থ (Ambergris) পাওয়া যায়; উহা গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। ভারত মহাসাগরে জাহাজ দেখিলেই ইহারা বাঁকে বাঁকে জোরে ধাওয়া করে। স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাতী। ভারতে আসাম ও পালার্মো অঞ্চলের জঙ্গলে হাতীর আধিক্য আছে। ইহাদের দেহের

বিশেষত শুঁড়ের এমন প্রচণ্ড শক্তি যে ইহারা অন্যায়সে বড় বড় গাছ উৎপাটন করিতে পারে। ব্রহ্মদেশের হাতীর দুইটি সাদা গজদন্ত মস্ত বড় হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের হাতীর গজদন্ত ছোট। গজদন্ত খুবই মূল্যবান। ইহা হইতে নানাপ্রকার মূল্যবান জিনিস প্রস্তুত করা হয়।

পাখীর মতো উড়িতে পারিলেও বাঘুড়' পাখী নয়, ইহারাও স্তন্যপায়ী প্রাণী।



৮০নং চিত্র ॥ বাঘুড়

অস্ট্রেলিয়ার প্লাটিপাস বা হংসচঞ্চু একটি অদ্ভুত রকমের প্রাণী। ইহাদের মুখে হাঁসের মতো চঞ্চু আছে, কিন্তু দেহ হাঁসের মতো নয়; সামনের পা দুইটি হাঁসের মতো



৮১নং চিত্র ॥ প্লাটিপাস বা হংসচঞ্চু

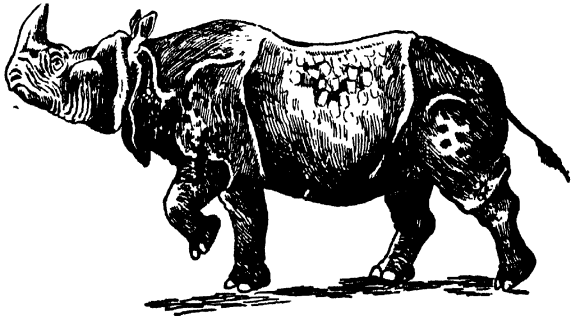
জোড়া, কিন্তু পিছনের পায়ের আঙুল সে রকম নয়। ইহারা সরীসৃপের মতো ডিম পাড়িতে পারে, কিন্তু বাচ্চাদিগকে স্তন্যপান করায়। অস্ট্রেলিয়ার কাঙারুর পেটের নীচে বাচ্চাদের রাখিবার থলি আছে। অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী হিংস্র ও মাংসাশী হয়; যেমন সিংহ, বাঘ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের হৃদয়বন অঞ্চলের বাঘ (Royal Bengal Tiger) পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী। আশেপাশের পার্বত্য অরণ্যে বাস করে। ভারতে একমাত্র সৌরাষ্ট্রের গির অরণ্যেই অল্প কয়েকটি সিংহ আছে। আফ্রিকাতেই সবচেয়ে বেশী সিংহ পাওয়া যায়। আসাম ও আফ্রিকার জঙ্গলে গণ্ডার পাওয়া যায়। ইহারা তৃণভোজী

কিন্তু ভীষণ শক্তিশালী। ইহাদের গায়ে খুব পুরু ও শক্ত চামড়ার বর্ম থাকে। উট মরুভূমি অঞ্চলে বাস করে। চলিত কথায় ইহাকে ‘মরুভূমির জাহাজ’ বলা হয়। জিরাকের গলা খুব লম্বা। ইহাদের ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না।



৮২নং চিত্র ॥ কাদার



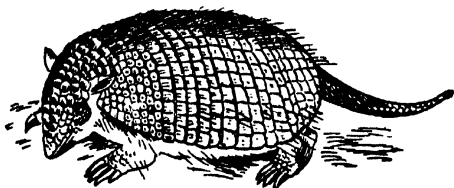
৮৩নং চিত্র ॥ গজার

সিগীলিকাভুক (Sloth) অধিকাংশ সময় পাছের ডালে উলটা হইয়া কুলিয়া থাকে। আর্মডিভিলোর দেহ লোমের পরিবর্তে শক্ত আইশ দ্বারা আবৃত থাকে।

বানরজাতীয় প্রাণী (ওরাংউটাং, শিম্পাঞ্জী, বনম্যানুষ, গরীলা ইত্যাদি) মানুষের পূর্বপুরুষ। প্রাচ্য দেশে, বিশেষত আফ্রিকা ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, লেমুর নামে একপ্রকার লক্ষ্যাবতী বানর বাস করে।



୧୫୩ ଚିତ୍ର ॥ ଶିମ୍ପାନିଜାଡୁକ



୧୫୪ ଚିତ୍ର ॥ ଆର୍ମାଡିଲୋ



୧୫୫ ଚିତ୍ର ॥ ଓରାଂଗୁଟାଙ୍ଗ

পৃথিবীতে সবচেয়ে সেরা স্তন্যপায়ী প্রাণী মানুষ। মগজের উন্নততর গঠন, এবং বুদ্ধি ও কৌশলের জন্য মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়।



৮৭নং চিত্র ॥ শিম্পানজী

মানুষ সভ্যতা বিস্তারের জন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপর যতটা নির্ভর করিয়াছে ততটা আর কোনও প্রাণীর উপর নির্ভর করে নাই। শিকারী কুকুর, দুগ্ধবতী গাভী, বলবান হাতী, বাঁড়, মহিষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর সাহায্য না পাইলে সিদ্ধু সভ্যতা গড়িয়া উঠিত কিনা সন্দেহ।

অনুশীলনী

1. Describe the main phyla of the Animal Kingdom. (প্রাণি-জগতের প্রধান প্রধান পর্বগুলি বর্ণনা কর।)
2. Name a few parasitic animals and the diseases they cause. (কয়েকটি পরজীবী প্রাণীর নাম কর এবং উহারা কোন্ কোন্ রোগের কারণ তাহা বল।)
3. Compare Annelida and Arthropoda, (অকুরীমাল এবং সন্ধিপদ প্রাণীর পার্থক্য দেখাও।)

4. What are the characteristics by which the fishes differ from other vertebrates? (কি কি বৈশিষ্ট্যের জন্ত মাছ অন্যান্য মেৰুদণ্ডী প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র?)

5. Compare the external features of a toad and a frog. (কুনো ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙের বহিরাঙ্গের তুলনা কর।)

6. Describe the spinning apparatus and book lung of spiders. (মাকড়সার বুনবস্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্র বর্ণনা কর।)

7. Describe the pedipalpi and chelicere of spiders. Which part of the body they belong to? (মাকড়সার পেডিপ্যালপাই ও চেলিসেরি নামক দুই জোড়া উপাঙ্গের বর্ণনা দাও। উহারা মাকড়সার দেহের কোন অংশে অবস্থিত?)

8. Generally we call starfish, prawn and jellyfish as fish. Are they really fish? (সাধারণত আমরা তারা মাছ, চিংড়ি ও জেলীফিশকে মাছ বলিয়া থাকি; উহারা কি সত্য সত্যই মৎস্য জাতীয় প্রাণী?)

9. Differentiate between the external morphology of starfish and octopus. (অষ্টোপাস ও তারা মাছের বহিরাঙ্গের পার্থক্য দেখাও।)

10. Name some beneficial insects with their products and also mention the names of some harmful insects. (যে সকল উপকারী পতঙ্গ মাছের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন করে তাহাদের নাম কর। কয়েকটি ক্ষতিকারক পতঙ্গেরও নাম দাও।)

11. What are the stages of the life-history of butterfly and mosquito? (প্রজাপতি ও মশার জীবন বৃত্তান্তের অবস্থাগুলি বর্ণনা কর।)

12. Describe the external morphology of a lizard. How they move on the walls of room? (একটি টিকটিকির বহিরাঙ্গের বর্ণনা কর। ইহারা কোন্ উপায়ে ঘরের দেওয়ালে চলাফেরা করে?)

13. Compare the external morphology of singi and magur. (শিঙ্গি এবং মাগুর মাছের বহিরাঙ্গের তুলনা কর।)

14. Why the air-breathing fishes can live for a long period without water? Describe the air-breathing organs of Singi, Magur and Koi. (জীৱলমাছ কেন বেশীক্ষণ জল ছাড়া বাঁচিতে পারে? কৈ, শিঙ্গি ও মাগুর মাছের অভিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের বর্ণনা কর।)

15. Describe the external features of snail. (শামুকের বহিরাঙ্গগুলির বর্ণনা কর।)

16. Compare the appendages of prawn and a centipede. (চিংড়ি ও তেঁতুলে বিছার উপাঙ্গগুলির তুলনা কর।)

17. Describe an experiment by which you can prove that air-breathing fishes require free oxygen for their respiration. (একটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর যে জীৱলমাছ শ্বাসকার্যের জন্য বাহিরের বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে।)

18. Compare the cephalothoracic appendages of prawn and spiders. (চিংড়ি ও মাকড়সার শিরোবক্ষের উপাঙ্গগুলি তুলনা কর।)

19. Beaks are found in the mouth of pigeon and platypus. Do they belong to the same class? (পায়রা ও প্লাটিপাসের চঞ্চু আছে; উভয়ে কি একই শ্রেণীভুক্ত?)

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি প্রাণীর স্বভাব, বাসস্থান ও বহিরাবৃত্তির বিবরণ

১. কৈচো [EARTHWORM]

কৈচো একপ্রকার অঙ্গুরীমাল (Annelida) প্রাণী।

স্বভাব ও বাসস্থান : ইহারা নরম মাটির উপরের স্তরে গর্ত করিয়া বাস করে, কিন্তু শীত ও বেশী গরমের সময় গর্ত খুঁড়িয়া মাটির আরও নীচে চলিয়া যায়। বর্ষাকালে গর্ত জলে ভরিয়া গেলে ইহারা বাধ্য হইয়া মাটির উপরে উঠিয়া আসে। এই সময়েই কৈচো ধরা সবচেয়ে সহজ।

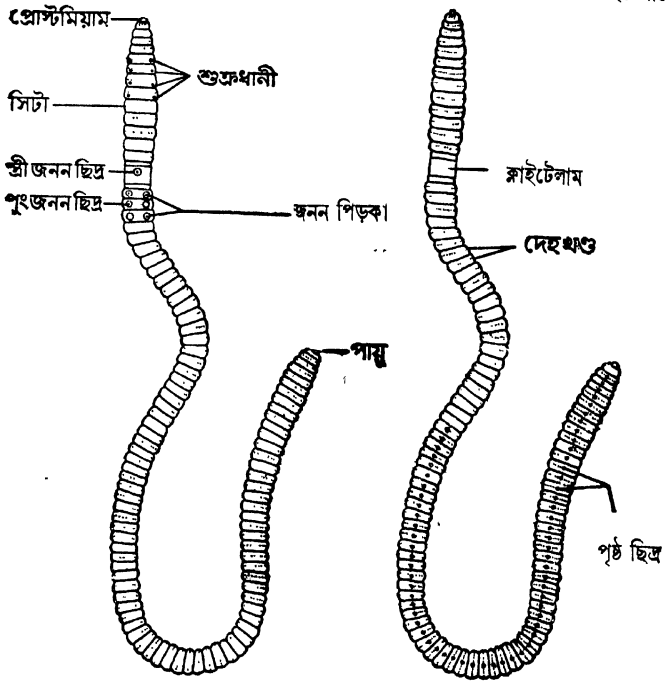
মাটির নীচে ঢুকিয়া ইহারা একটু একটু করিয়া মাটি খুঁড়িয়া তাহা উলটাইয়া পালটাইয়া দেয়। ইহাতে কতকটা জমিতে লাঙল-দেওয়ার মতোই কাজ হয়। পৃথিবীতে মাছের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব হইতেই ইহারা এইরূপ কাজ করিয়া আসিতেছে বলিয়া ইহাদের ‘পৃথিবীর সর্বপ্রথম চাষী’ বলা হইয়া থাকে।

ইহারা সাধারণত গর্ভের মধ্যে থাকিয়াই আহার করে। মাটির সহিত মিশ্রিত ছোট ছোট গাছের বীজ, পচা পাতার টুকরা, পোক-মাকড়ের মৃতদেহ ও ছোট ছোট ডিম ইহাদের খাদ্য। খাদ্যের সহিত উহারা যে মাটি গ্রহণ করে সেই মাটি ও অস্বাদ্য বর্জ্য দ্রব্যসকল ছোট ছোট গোল বিষ্ঠার আকারে মাটির উপরে নিক্ষেপ করে। এইরূপ মাটির স্তূপ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়; ইহাকেই কৈচোর ‘বিষ্ঠাকুণ্ডলী’ (Castings) বলা হয়। বিষ্ঠাকুণ্ডলী দেখিলেই বুঝা যায়, ঐ স্থানে কৈচো বাস করে।

বহিরাবৃত্তি : ইহাদের দেহ প্রায় সাত-আট ইঞ্চি লম্বা, সন্নি (প্রায় ১ ইঞ্চি) ও গোল। সমস্ত দেহটি ১০০ হইতে ১৫০টি আংটির মতো খণ্ড খণ্ড অংশ দ্বারা গঠিত। প্রতি খণ্ডাংশ পাশের খণ্ডাংশ হইতে স্পষ্ট ও গভীর রেখা দ্বারা পৃথক করা থাকে। সমস্ত দেহ একপ্রকার রসের দ্বারা পিচ্ছিল। ইহারা উভলিঙ্গ (Hermaphrodite), অর্থাৎ একই দেহে পুং এবং স্ত্রী উভয় জনেন্দ্রিয় বর্তমান।

দেহের সমুখভাগ মূচল, কিন্তু পশ্চাদভাগ ভেঁতা। অগ্রভাগের প্রথম দেহ-খণ্ডাংশটিতে যে একটি উঁচু মাংসল অংশ আছে, তাকে **গুষ্ঠ** (Prostomium) বলা হয়। গুষ্ঠের একটু নীচেই অর্ধচন্দ্রাকার **মুখ** (Mouth) অবস্থিত। সর্বশেষ খণ্ডাংশটিতে আছে **পায়ু** (Anus)। কৈচো মুখ দিয়া খাদ্য গ্রহণ করে; পায়ু দিয়া মলত্যাগ করে।

সামনের দিক হইতে ১৪, ১৫ ও ১৬ খণ্ডাংশ তিনটি একত্র হইয়া একটি চওড়া ফিতার মতো আকার ধারণ করে ; ইহাকেই ক্লাইটেলাম (Clitellum) বলে। এখান হইতে জনন-কার্যের সময় এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। দেহের অকদশে ক্লাইটেলামের



৮৮ নং চিত্র ॥ কঁচোর অঙ্গ-দৃশ্য

৮৮ নং চিত্র ॥ কঁচোর পৃষ্ঠ-দৃশ্য

সামনের অংশে অর্থাৎ চতুর্দশ খণ্ডাংশটির মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে ; ইহাই স্ত্রী-জনন ছিদ্র (Female genital pore)। ইহার পিছন দিকে দেহের অকদশেই অষ্টাদশ খণ্ডাংশটিতে পাশাপাশি এক জোড়া পুং-জনন ছিদ্র (Male Genital Pore) আছে। জনন-ক্রিয়ার সময় স্ত্রী-জনন ছিদ্র দিয়া ডিম্বাণু (Egg), পুং-জনন ছিদ্র দিয়া শুক্রাণু (Sperms) বাহির হইয়া আসে। পুং-জনন ছিদ্রের সামনে ও পিছনে অর্থাৎ সপ্তদশ ও ঊনবিংশ দেহখণ্ডাংশ দুইটিতে এক জোড়া করিয়া মোট চারিটি বাটির মতো আকারে জনন-পিড়কা (Genital papilla) আছে। ইহাদের মধ্য হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া সঙ্গমকালে (mating) সহায়তা করে। দেহটির দুই পাশে একটু অকদশে ঘোঁষিয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ, ষষ্ঠ ও সপ্তম, সপ্তম ও অষ্টম, অষ্টম ও নবম খণ্ডাংশগুলির সংযোজক রেখাগুলিতে মোট চার জোড়া

গুরুধানী ছিদ্র (Spermathecal pores) আছে। প্রতিটি গুরুধানী ছিদ্রের নীচে দেহের অভ্যন্তরে যে ছোট ছোট থলির মতো গুরুধানী থাকে, তাহাতে ইহার অল্প আর একটি কৈচোর সহিত সঙ্গমকালে গৃহীত গুরু সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং প্রয়োজনমত তাহা ছিদ্র পথ দিয়া বাহিরও করিতে পারে। পিঠের দিকে দ্বাদশ খণ্ডাংশ হইতে গুরু করিয়া শেষ অবধি প্রতি দুইটি খণ্ডাংশের অন্তর্বর্তী সংযোজক রেখাতে একটি করিয়া ছিদ্র আছে; ইহাদের পৃষ্ঠ ছিদ্র (Dorsal pore) বলে। শেষ খণ্ডাংশটির আগে যে সংযোজন রেখাটি আছে তাহাতে কিন্তু পৃষ্ঠ-ছিদ্র থাকে না। এই ছিদ্রগুলি দিয়া এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া দেহের ত্বকে ভিজাইয়া রাখিতে সাহায্য করে। শ্বাসকার্যের জন্য ত্বক সর্বদা ভিজা থাকা দরকার; কেননা, কৈচো ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় আর ত্বক ভিজা না থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া গ্যাস যাতায়াত করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, প্রথম দুইটি দেহখণ্ডাংশকে বাদ দিয়া অল্পগুলির অল্পদেশে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক ছোট ছোট বৃক্কছিদ্র (Nephridiopore) থাকে। ইহাদের মধ্য দিয়া তরল বর্জ্য দ্রব্য সকল নিষ্কাশিত হইতে পারে। প্রথম ও শেষ দেহখণ্ডাংশ এবং ক্রাইটেলাম ছাড়া সমস্ত খণ্ডাংশগুলির মাঝামাঝি জায়গায় সারি সারি অনেক ছোট ছোট কাঁটা খাড়াভাবে সাজানো থাকে; ইহাদের সিটা (Seta) বলে। সিটার সাহায্যেই ইহারা অল্পভব করে। ইহা ছাড়া চলাফেরাতেও ইহারা কতকটা সাহায্য করে।

২. আরশোলা [COCKROACH]

আরশোলা সন্ধিপদপ্রাণী জাতীয় একপ্রকার পতঙ্গ।

অভাব ও বাসস্থান : ইহারা স্থলচর প্রাণী। অন্ধকার স্নাতস্নেতে জায়গা ইহাদের পছন্দ; তাই লোকালয়ে রান্নাবর, ভাঁড়ার ঘর, গুদাম ঘর ইত্যাদি স্থবিধামত জায়গায় ইহারা দিনের বেলায় দিবি লুকাইয়া থাকে এবং সাধারণত রাত্রিতে বাহির হয়। বলিতে গেলে ইহারা সর্বত্রক প্রাণী। আমাদের রান্নাকরা খাত্ত হইতে গুচ্ছ করিয়া নানা জৈবিক উপাদান, বিশেষত স্টার্চ বা খেতসার ইহাদের খাত্ত হিসাবে গণ্য হয়।

বহিরাঙ্কতি : ইহাদের দেহ সাধারণত দেড় ইঞ্চির মতো লম্বা হয়। সমগ্র দেহ মেহগনি রঙের একটি শক্ত কৃত্তিকাবরণ দ্বারা আবৃত। ইহা দেহকে রক্ষা করে। দেহটিকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায় (২১নং চিত্র দেখ) : মস্তক (Head), বক্ষ (Thorax) ও উদর (Abdomen)।

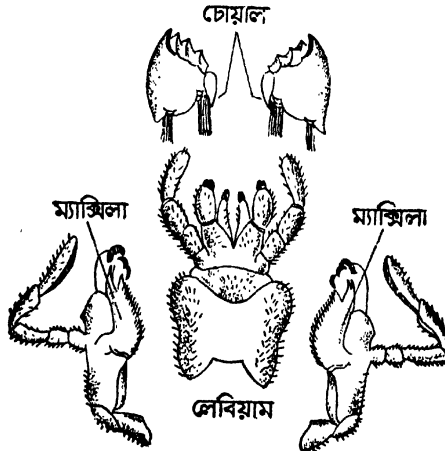
মস্তক (Head) : মস্তকটি দেহের সম্মুখভাগে একটু খাড়াভাবে সংযুক্ত। ইহা দ্রিকোণাকার এবং সামনের দিকে ক্রমশ সরু হইয়া গিয়াছে। মাথার উপরিভাগে

দুই পাশে দুইটি কালো **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eye) আছে। পুঞ্জাক্ষি ইহাদের চক্ষু, ইহার সাহায্যেই ইহারা দেখে। সাধারণ চক্ষুর সহিত পুঞ্জাক্ষির গঠনের একটু পার্থক্য আছে। অনেকগুলি ছোট ছোট সাধারণ চক্ষু (সরলাক্ষি) একত্র হইয়াই একটি পুরা পুঞ্জাক্ষি গঠিত হয়। আরশোলার দুইটি পুঞ্জাক্ষির মাঝে মাথার মধ্য ভাগে এক জোড়া সাদা গোলাকার **সরলাক্ষি**ও থাকে। মাথার অগ্রভাগের অঙ্গদেশে আছে **মুখ** (Mouth)। ইহাতে দুইটি **চোয়াল** ও উপরে উপরোষ্ঠ ও নীচে অধরোষ্ঠ থাকে। ইহারা মুখ দিয়া খাদ্য গ্রহণ করে। আরশোলার মাথায় সর্বসমেত চারি জোড়া উপাঙ্গ (Appendages) আছে; ইহাদের **শির-উপাঙ্গ** (Cephalic appendages) বলা হয়।

শির-উপাঙ্গ [CEPHALIC APPENDAGES]

ক. **অ্যান্টেনা** (Antenna) বা **শুল**: সরলাক্ষির সামনে ও পুঞ্জাক্ষির একটু ভিতরের দিকে দুই পাশে দুইটি লম্বা **শুল** বা **অ্যান্টেনা** আছে। ইহারা আরশোলার **স্পর্শেন্দ্রিয়** (Sensory organs)।

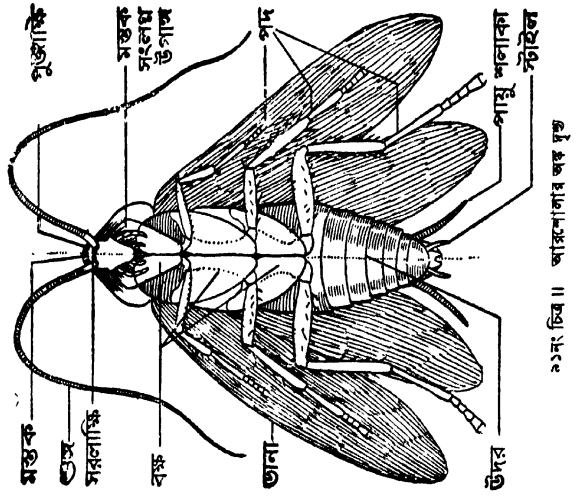
খ. **চোয়াল** (Mandible): মুখের দুই পাশে দুইটি শক্ত চোয়াল আছে। ইহাদের ভিতরের দিকটা করাতির মতো খাঁজ-কাটা। ইহাদের সাহায্যে খাদ্যবস্তুকে ছেঁড়ে ও পিষে।



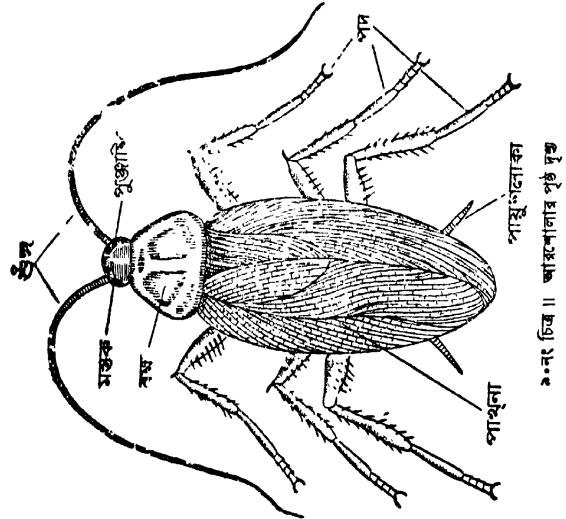
৮২নং চিত্র ৯। আরশোলার শির-উপাঙ্গ

গ. **ম্যাক্সিলা** (Maxilla): চোয়ালের পিছনেই দুই পাশে দুইটি **ম্যাক্সিলা** আছে; ইহাদের সাহায্যে ইহারা খাদ্যগ্রহণ করে।

ঘ. লেবিয়াম (Labium) : ম্যাক্সিলা দুইটির অন্তর্বর্তী স্থানে পিছন দিকে আর এক জোড়া দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা একত্র হইয়া একটি লেবিয়াম গঠন করে। ইহা মুখবিবরে অধরোষ্ঠের কাজ করে।



২২নং চিত্র ॥ আরশোলার জঙ্ক দৃষ্ট



২১নং চিত্র ॥ আরশোলার পৃষ্ঠ দৃষ্ট

মস্তক ও বক্ষের মাঝখানে একটি সরু গ্রীবা আছে। ইহার সাহায্যে ইহারা এমিক ওমিক মাথা ঘুরাইতে পারে।

বক্ষ : বক্ষস্থানটি তিনটি দেহখণ্ডাংশ দ্বারা গঠিত,—অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎ ।

বক্ষের অগ্রভাগের কৃন্তিকাৱরণটি ত্রিকোণাকৃতি । ইহা গ্রীবা ও মধ্যবক্ষের কিছু কিছু অংশকে ঢাকিয়া রাখে । মধ্য ও পশ্চাৎ বক্ষাংশের উপরিভাগে এক জোড়া করিয়া মোট দুই জোড়া পাখনা (Wings) আছে । পাখনা-জোড়া দুইটি একটির উপরে আর একটি সাজানো থাকে । উপরের পাখনা জোড়া বড় ও শক্ত, কিন্তু নীচের জোড়াটি নরম পাতলা পর্দার মতো । পাখনার সাহায্যে আরশোলা উড়িতে পারে ।

বক্ষের প্রতিটি খণ্ডাংশের অঙ্গদেশে এক জোড়া করিয়া মোট তিন জোড়া পা (Walking legs) আছে । প্রতিটি পা লম্বা ও পাঁচটি খণ্ড দ্বারা গঠিত । পায়ের সাহায্যে আরশোলা হাঁটিতে পারে ।

উদর : বক্ষের পশ্চাতেই উদর । মাথা ও বক্ষ অপেক্ষা উদরটি বড় ও প্রশস্ত এবং পিছন দিকে ক্রমশ সরু হইয়া গিয়াছে । উদরটি এগারটি খণ্ডাংশ দ্বারা গঠিত । শেষ খণ্ডাংশের প্রান্তভাগে পায়ু অবস্থিত । ইহার সাহায্যে আরশোলা মলত্যাগ করে । পায়ুর দুই পাশে দুইটি ছোট কাঠির মতো আকারের পায়ুশলাকা (Anal cerci) থাকে ।

উদরের অঙ্গদেশে পায়ুর একটু সামনের দিকে জনন ছিদ্রটি (Genital aperture) অবস্থিত ।

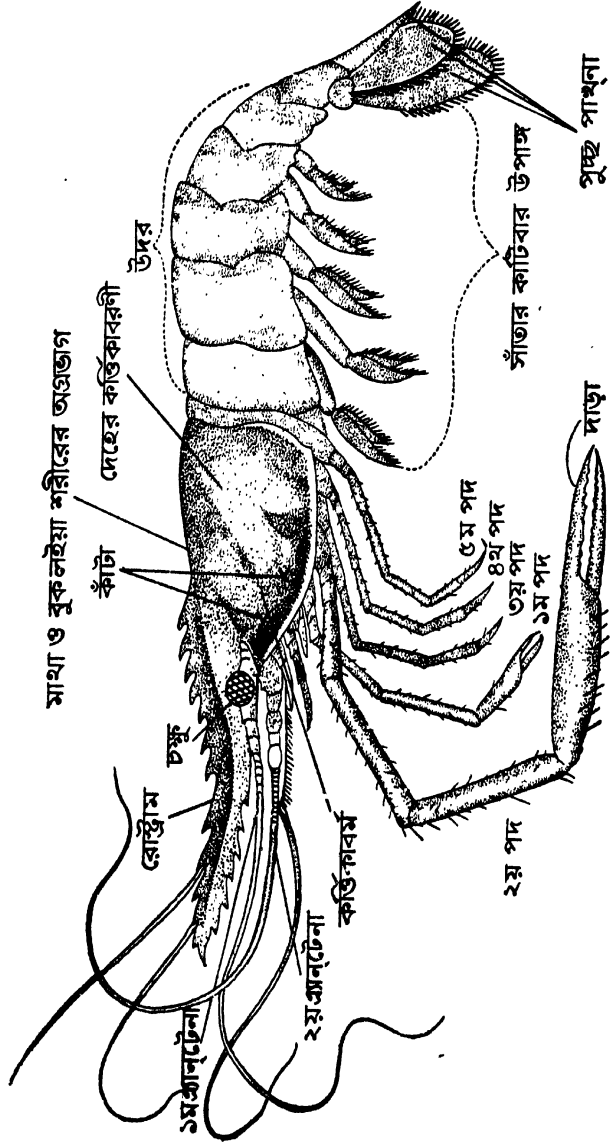
মধ্যবক্ষ হইতে প্রায় উদরের শেষ ভাগ পর্যন্ত দুই পাশে খণ্ডাংশের সংযোগস্থল-গুলিতে এক জোড়া করিয়া ছোট ছোট স্থাসছিদ্র (Stigmata) রহিয়াছে । ইহাদের সংখ্যা মোট দশ জোড়া—বক্ষদেশে দুই জোড়া এবং উদরে আট জোড়া । ইহারা শ্বাসকর্মে সহায়তা করে । জানা সরাইয়া উদরের উপরিভাগ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সেখানে মাঝখান দিয়া লম্বালম্বিভাবে একটি কালো রেখার মতো হ্রদপিণ্ড অবস্থিত । হ্রদপিণ্ড কিন্তু খোলসের নীচেই থাকে ।

পুরুষ-প্রাণীতে এক জোড়া পায়ুশলাকা ছাড়াও নবম খণ্ডাংশের অঙ্গদেশে এক জোড়া কাঁটার মতো স্টাইল (Style) থাকে । এইগুলি প্রকৃতপক্ষে রূপান্তরিত উপাদ ।

আরশোলা একলিঙ্গ (Unisexual) প্রাণী, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী শ্রেণীবিভাগ আছে ।

৩. চিংড়ি [PRAWN]

চিংড়ি একপ্রকার সন্ধিপদ প্রাণী (Arthropoda) । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের দেশে নানাপ্রকার চিংড়ি পাওয়া যায়, যথা—গলদা, বাগদা ও কুচো চিংড়ি । ইহাদের দেহের আকৃতির মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য আছে । এখানে আমরা সহজলভ্য ও কিঞ্চিৎ বড় গলদা চিংড়ির কথাই আলোচনা করিব ।



৯২৮৭ চিত্র ১১ গজা চিংড়ি

স্বভাব ও বাসস্থান : সারা বাংলাদেশে নদী, হ্রদ ও পুকুরে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি পাওয়া যায়। জলে বাস করাই ইহাদের স্বভাব ; জল হইতে তুলিলে বেশীক্ষণ ইহারা বাচে না। বড় বড় পায়ের সাহায্যে ইহারা হাঁটে। প্রয়োজনমত জলে সাঁতারও দিতে পারে। সাধারণত রাতের বেলায় খাওয়ার প্রয়োজনে ইহারা জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ, কীট পতঙ্গ দাঁড়ার সাহায্যে খরিয়া ইহারা আহার করে।

চিংড়ি মাঝে মাঝে খোলস ছাড়ে (Ecdysis)। ইহাদের পুরাতন খোলসের নীচে একটি নতুন পাতলা খোলস তৈয়ারী হয় এবং পুরাতন খোলসটি খসিয়া পড়িয়া গেলে নতুন খোলসটি পুরু ও শক্ত হইয়া উঠে।

ইহারা বর্ষাকালে ডিম পাড়ে। স্ত্রী-প্রাণী উদর-উপাঙ্গগুলির সাহায্যে ডিমগুলি খরিয়া রাখে। ডিম ফুটিয়া আবার নতুন চিংড়ি বাহির হইয়া আসে।

বহিরাবৃত্তি : গলদা চিংড়ি প্রায় সাত-আট ইঞ্চি লম্বা হইতে পারে। ইহাদের সমস্ত দেহ শক্ত খোলস বা ক্ত্তিকাবরণ দ্বারা আবৃত ও ১২টি দেহখণ্ডাংশ দ্বারা গঠিত।

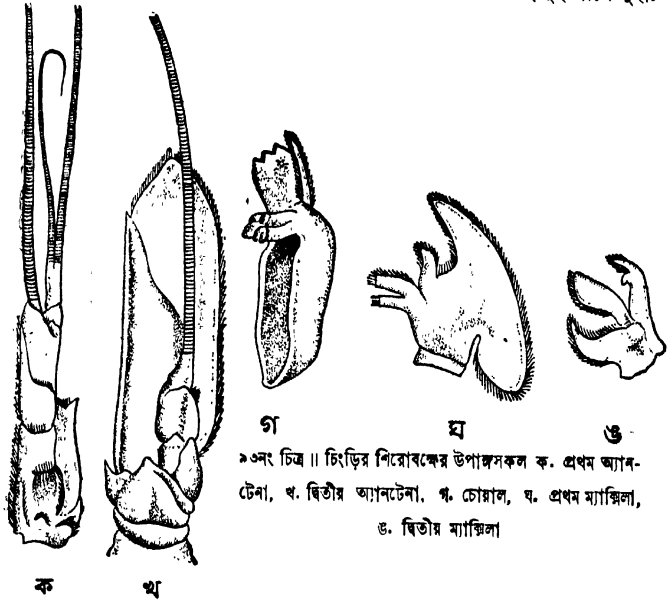
দেহটিকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়,—সম্মুখের দিকে **শিরোবক্ষ** (Cephalothorax) ও পিছন দিকে **উদর** (Abdomen)। শিরোবক্ষটি উদর হইতে অনেক মোটা।

শিরোবক্ষ : মস্তক ও বক্ষ একত্রে মিশিয়া শিরোবক্ষ গঠন করিয়াছে। মস্তকদেশে পাঁচটি ও বক্ষদেশে আটটি—মোট এই তেরোটি দেহখণ্ডাংশ একত্রে জুড়িয়া শিরোবক্ষ গঠিত। শিরোবক্ষের প্রতিটি খণ্ডাংশের খোলস একত্রে জুড়িয়া একটি বড় ও শক্ত খোলস তৈয়ারি করে। ইহা শিরোবক্ষকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকিয়া রাখে। এই খোলসটিকে **ক্ত্তিকাবরণ** বা **ক্যারাপেস** (Carapace) বলে। ক্যারাপেসের অগ্রভাগটি একটি লম্বা, স্ফটলো করাভের মতো কিন্তু উপরে-নীচে খাঁজ-কাটা। ইহা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাকে **রস্ট্রাম** (Rostrum) বলে। ক্যারাপেসের কাজ শিরোবক্ষকে রক্ষা করা। রস্ট্রামের গোড়ার দিকে দুই পাশে **দুইটি বোঁটার** (Stalk) উপরে দুইটি কালো ও গোল **পুঞ্জাক্ষিক** (Compound eye) অবস্থিত। বোঁটার সাহায্যে ইহারা পুঞ্জাক্ষিক দুইটি এদিক-ওদিক ঘুরাইয়া আশেপাশের জিনিস দেখিতে পারে। ক্যারাপেসের অগ্রভাগে চক্ক দুইটির দুইপাশে একটু নীচের দিকে দুইটি **কাঁটা** (Spines) এবং ইহাদের পশ্চাতেই আর এক জোড়া ছোট কাঁটা অবস্থিত। সম্মুখের কাঁটা দুইটি পশ্চাতের জোড়া হইতে একটু বড়। শিরোবক্ষের সম্মুখভাগে অঙ্গদেশে **মুখ** অবস্থিত। মুখের সম্মুখে একটি নরম চ্যাপটা **উর্ধ্বোষ্ঠ** (Labrum) ও উহার পিছনে **নিম্নোষ্ঠ** (Labium) এবং দুই পাশে দুইটি **চোয়াল** (Mandibles) থাকে। চোয়ালে শক্ত দুইটি দাঁতও আছে। চিংড়ি মুখ দিয়া খাদ্য গ্রহণ করে এবং চোয়াল দ্বারা খাদ্য ছিঁড়িয়া কতকটা পিষিয়া ফেলে।

চোয়াল জোড়া ছাড়াও চিংড়ির শিরোবন্ধে আরও বারো জোড়া উপাঙ্গ আছে। শিরোবন্ধের মোট এই তেরো জোড়া উপাঙ্গ সম্বন্ধে নীচে বর্ণনা করা হইতেছে।

শিরোবন্ধের উপাঙ্গসকল

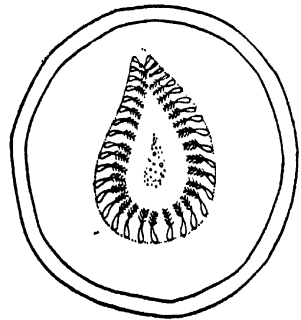
১. প্রথম অ্যানটেনা বা অ্যানটেনিউল (Antennule) বা প্রথম শুভ্র : ইহারা শিরোবন্ধের সম্মুখভাগে চক্ষুর বোটার একেবারে নীচেই দুই পাশে দুইটি



অবস্থিত। প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া লম্বা শুভ্র (Flagella) আছে; ইহাদের মধ্যে একটিতে আবার একটি ছোট শাখা-শুভ্রও থাকে। শুভ্র বা ফ্ল্যাঞ্জেলগুলি স্পর্শশ্রিয়ের কাজ করে। ছোট শাখা-শুভ্রটি জ্ঞানেন্দ্রিয়।

দুই পাশের প্রত্যেকটির গোড়ায় ভিতরের দিকে একটি করিয়া প্রায় গোলাকার ও বালুকাকার পথি (Sac) থাকে; ইহাদের স্ট্যাটোসিস্ট (Statocyst) বলা হয়।

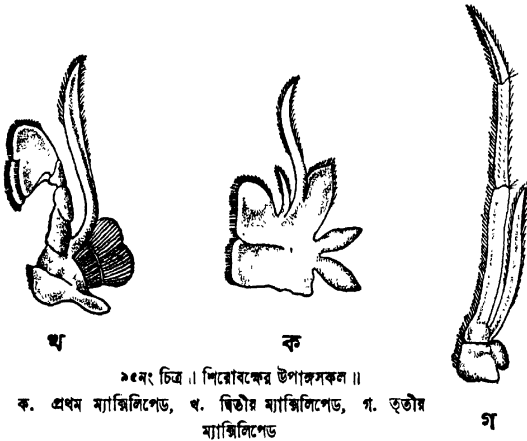
ইহাদের সহিত চিংড়িদের স্নায়ু (Nerve) সহিত যোগাযোগ থাকে। স্ট্যাটোসিস্টের সাহায্যে চিংড়ি জলের মধ্যে নিজের অবস্থা ঠিকমত বঝিতে পারে।



২. **দ্বিতীয় অ্যানটেনা বা দ্বিতীয় শুঙ্গ :** ইহারাও সংখ্যায় দুইটি। প্রতিটি প্রথম অ্যানটেনার নীচে ও একটু পিছনে একটি করিয়া দ্বিতীয় অ্যানটেনা আছে। প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া আইশের মতো অংশ এবং একটি লম্বা শুঁড় (Flagellum) থাকে। ইহাদের গোড়ায় একটি করিয়া মোট দুইটি **রেচন ছিদ্র** (Excretory pores) থাকে; ইহাদের সাহায্যে বর্জ্য দ্রব্য সকল বাহির হইয়া যায়। দ্বিতীয় অ্যানটেনার শুঁড় দ্বারাও চিংড়ি স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

৩. **চোয়াল :** মুখের দুই পাশে দুইটি চোয়াল থাকে। ইহাতে দুইটি শক্ত দাঁত আছে। ইহাদের সাহায্যে চিংড়ি খাদ্যবস্তু ছিঁড়িয়া পিষিয়া ফেলিতে পারে।

৪. **প্রথম ম্যাক্সিলা (First maxilla) বা ম্যাক্সিলিউলা (Maxillula) :** উপাঙ্গগুলির মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা ছোট। ইহারা সংখ্যায় দুইটি এবং চোয়ালের পাশেই থাকে। দেখিতে ক্রিশ্লের মতো। প্রত্যেকটির তিনটি ছোট ছোট পাতার মতো আকারের অংশ এবং উহাতে শক্ত শক্ত রোঁয়াও থাকে। এইগুলি চিংড়ির মুখে খাদ্য প্রবেশ করানোর কার্যে সাহায্য করে। ইহা দ্বারা চিংড়ি খাদ্যদ্রব্যকে ছিঁড়িতেও পারে।



৫. **দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা :** প্রতিটি প্রথম ম্যাক্সিলার পিছনে একটি করিয়া মোট দুইটি দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা আছে। এই উপাঙ্গের মধ্যে একটি বড় পাখার মতো আকারের অংশ থাকে; উহার ধারে ধারে অনেক শক্ত রোঁয়া আছে। ইহারা চিংড়ির খাদ্য গ্রহণকালে অনেক সাহায্য করে। ইহা ছাড়া শ্বাসকার্যের জন্যও ইহাদের প্রয়োজন হয়। কেননা, এই উপাঙ্গগুলির পাখার মতো অংশগুলির বাপটায় জলস্রোত ক্রমাগতভাবেই ফুলকার (Gills) উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়; ফলে ইহাদের মধ্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণের অনেক সুবিধা হয়।

৬. **প্রথম ম্যাক্সিলিপেড (First Maxilliped) :** প্রথম ম্যাক্সিলিপেড পিছনেই দুই পাশে একটি করিয়া প্রথম ম্যাক্সিলিপেড অবস্থিত। ইহারাও শ্বাসকার্কে সহায়তা করে।

৭. **দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড :** প্রথম ম্যাক্সিলিপেডের পিছনেই দুই পাশে দুইটি দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড অবস্থিত। ইহারা প্রথমটি হইতে আকারে বড়। ইহারাও শ্বাসকার্কে সহায়তা করে।

৮. **তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড :** দ্বিতীয়ের পরেই তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড। ইহার আকার অনেকটা যেন চিংড়ির পায়েরই মতো। ইহারাও শ্বাসকার্কে সহায়তা করে।

৯-১৩. **পাঁচজোড়া পা :** তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেডের পিছনে পর পর পাঁচ জোড়া পা সাজানো আছে। পাণ্ডুলি সর, লম্বা ও গোলাকার এবং প্রত্যেকটি সাতটি খণ্ডদ্বারা গঠিত। প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়টির অগ্রভাগে একটি করিয়া সাঁড়াশি থাকে ; সেইজন্য ইহাদের দাঁড়া বলে। দাঁড়ার সাহায্যে ইহারা খাণ্ডবস্ত্র ধরে কিংবা অল্প কোনও প্রাণীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় পা জোড়া আয়তনে অনেক বড়। ইহার গায়ে শক্ত শক্ত ছোট ছোট কাঁটা থাকে।

সকল পা দিয়াই চিংড়ি প্রয়োজন হইলে হাটিতে পারে।

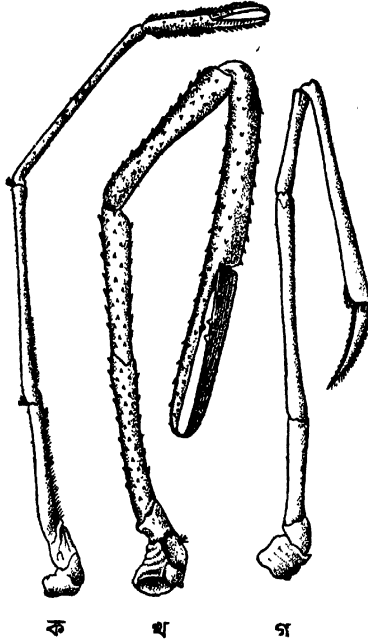
পুরুষ প্রাণীদের বেলায় প্রত্যেক পঞ্চম পদের গোড়ায় একটি করিয়া মোট দুইটি **পুংজনন ছিদ্র (male genital apertures)** অবস্থিত। ইহাদের মধ্য দিয়া জনন কার্কে সময় **সুক্রাণু (sperms)** বাহির হইয়া আসে।

স্ত্রী-প্রাণীদের বেলায় প্রত্যেক তৃতীয় পদের গোড়ায় একটি করিয়া মোট দুইটি **স্ত্রী-জনন ছিদ্র (female genital apertures)** আছে। ইহাদের মধ্যে দিয়া **ডিম্বাণু (eggs)** বাহির হইয়া আসে।

উদর (Abdomen) : শিরোবন্ধের পিছনেই উদর। ইহা মোট ছয়টি খণ্ডাংশ দ্বারা গঠিত। প্রতিটি খণ্ডই একটি করিয়া শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত। ইহাদের **স্কেলারাইট (Sclerite)** বলে ; প্রতিটি স্কেলারাইট আবার পরস্পরের সহিত পাতলা পর্দাদ্বারা যুক্ত। স্কেলারাইটের উপরিভাগকে বলে **টারগাম (Tergum)** ও তলদেশের অংশকে বলে **স্টারনাম (Sternum)**। প্রতি মেহথণ্ডের টারগাম ও স্টারনামের সংযোগস্থলে দুইপাশে দুইটি করিয়া মোট ছয় জোড়া **উপাঙ্গ আছে** ; ইহাদের **উদর-উপাঙ্গ বা প্লিপোড (Pleopod or Swimmeret)** বলে।

শেষ খণ্ডটির পিছন দিকে একটি ত্রিকোণাকৃতি ও তীক্ষ্ণ অংশ লাগানো আছে। ইহাকে **টেলসন (Telson)** বলা হয়। টেলসনের গোড়ায় অল্পদেশে **পায়ু** অবস্থিত। পায়ুর সাহায্যে ইহারা মলত্যাগ করে।

উদর-উপাঙ্গ সকল (Abdominal appendages): উদরে মোট ছয় জোড়া উপাঙ্গ আছে। প্রতিটি উপাঙ্গ দ্বিাশাখা উপাঙ্গ (Biramous) জাতীয়। ইহাদের প্লিওপোড (Pleopod) বলে। উপাঙ্গগুলির প্রান্তভাগ অনেকটা পাতার মতো। প্রথম পাঁচজোড়া উপাঙ্গ দেখিতে প্রায় একই রকম,

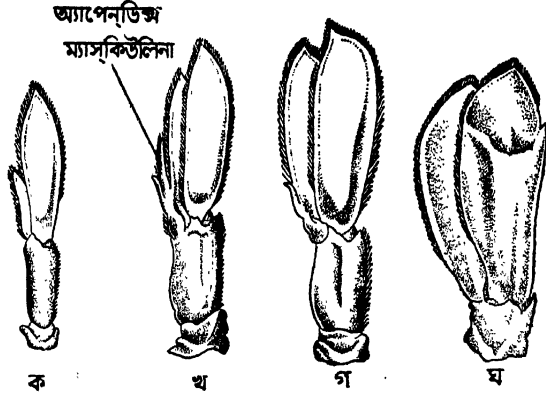


১৬নং চিত্র ॥ চিংড়ির শিরোবন্ধের উপাঙ্গ সকল : ক. প্রথম পা খ. দ্বিতীয় পা
গ. তৃতীয় হইতে পঞ্চম পায়ের গঠন

কিন্তু বর্ষ জোড়টির গঠন একটু ভিন্ন রকমের। বর্ষ উপাঙ্গ দুইটি বড় ও শক্ত। ইহাদের ইউরোপোড (Uropod) বলা হয়। ইউরোপোড দুইটি ও টেলসন একযোগে একটি পুচ্ছ পাখনা (Tail fin) গঠন করে। পাঁচ জোড়া প্লিওপোডের সাহায্যে চিংড়ি জলে সাঁতার দেয় এবং পুচ্ছ পাখনার সাহায্যে হঠাৎ জোরে পিছনে হটিতে পারে।

স্ত্রী-প্রাণীদের মেহে, এক ধারের দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম প্লিওপোডগুলি অপর ধারের দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম প্লিওপোডগুলির সহিত অ্যাপেনডিক্স ইন্টারনার (Appendix interna) সাহায্যে জোড়ায় জোড়ায় যুক্ত হইয়া যায়; ফলে উদরের অন্ধদেশে সান্নি সান্নি চারটি সেতু গঠিত হয়; ইহাদের মধ্যে প্রজনন ঋতুতে বহু সংখ্যক ডিম্ব

অমিয়া থাকে। অ্যাপেনডিক্স ইন্টারনা প্লিওপোডেরই ভিতরের দিকে অবস্থিত একটি সরু কাঠির মতো অংশ।



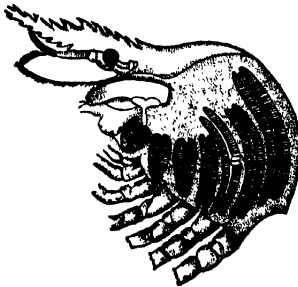
৯৭নং চিত্র ৥ চিংড়ির উদর উপাঙ্গ সকল :

ক. প্রথম প্লিওপোড, খ. পুরুষ প্রাণীর দ্বিতীয় প্লিওপোড,
গ, তৃতীয় প্লিওপোড, ঘ. চতুর্থ প্লিওপোড

পুরুষ প্রাণীকে দ্বিতীয় প্লিওপোড জোড়ার অ্যাপেনডিক্স ইন্টারনার পাশ হইতে আর একটি অতিরিক্ত শাখা বাহির হয়; ইহাকে অ্যাপেনডিক্স ম্যাসকিউলিনা (Appendix masculina) বলে। স্ত্রী-পুরুষের মিলনকালে ইহার অংশগ্রহণ করে। (৯৭নং খ চিত্র দেখ)।

চিংড়ির স্ত্রী-পুরুষ চিনিবার উপায়

১. পুরুষ প্রাণীর শিরোবন্ধে পাঁচ জোড়া পদের (Walking leg) মধ্যে দ্বিতীয় জোড়াটি স্ত্রী-প্রাণীর পদ-জোড়া হইতে অনেক বড় ও মোটা এবং উহাদের গায়ে অনেক ছোট ছোট কাঁটা থাকে।



৯৮নং চিত্র : চিংড়ির মূলকা

২. পুরুষ প্রাণীর শিরোবন্ধদেশের পঞ্চম পদ-জোড়ার গোড়ায় দুইটি পুংজনন ছিদ্র আছে, কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীর ক্ষেত্রে স্ত্রী-জনন ছিদ্র তৃতীয় পদ-জোড়ার গোড়ায় অবস্থিত।

৩. পুরুষ প্রাণীদের ক্ষেত্রে উদরের ছয় জোড়া প্লিওপোডের মধ্যে দ্বিতীয় জোড়াটির প্রতিটির গায়ে একটি

করিয়া সরু কাঁটাসম্বিত অ্যাপেনডিক্স ম্যাসকিউলিনা আছে।

চিংড়ির খাসকার্খ : ইহাদের শিরোবন্ধের দুই ধারে ক্যারাপেলের ঠিক নীচেই আঁটটি করিয়া ফুলকা (Gills) থাকে। ইহাদের সাহায্যে চিংড়ি জলে স্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। দ্বিতীয় ম্যাক্সিলাকে লক্ষ্যাক্ষিত করিয়া ইহারা ফুলকার মধ্যে জলস্রোত প্রবাহিত হইতে সাহায্য করে।

৪. ভেটকি মাছ [BHETKI FISH]

ভেটকি (Bhetki Fish) মাছ মৎস্য জাতীয় প্রাণীর (Pisces) অন্তর্ভুক্ত।

স্বভাব ও বাসস্থান : সাধারণতঃ লবণাক্ত জলেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে। কখনও কখনও মিঠা (Fresh) জলেও ইহারা বাস করে। শীতকালে ইহাদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহারা জলের মধ্যে ছোট ছোট অল্প জাতীয় মাছ, চিংড়ি বা অন্য কোনও ছোট জাতীয় প্রাণীদের শিকার করিয়া খায়।

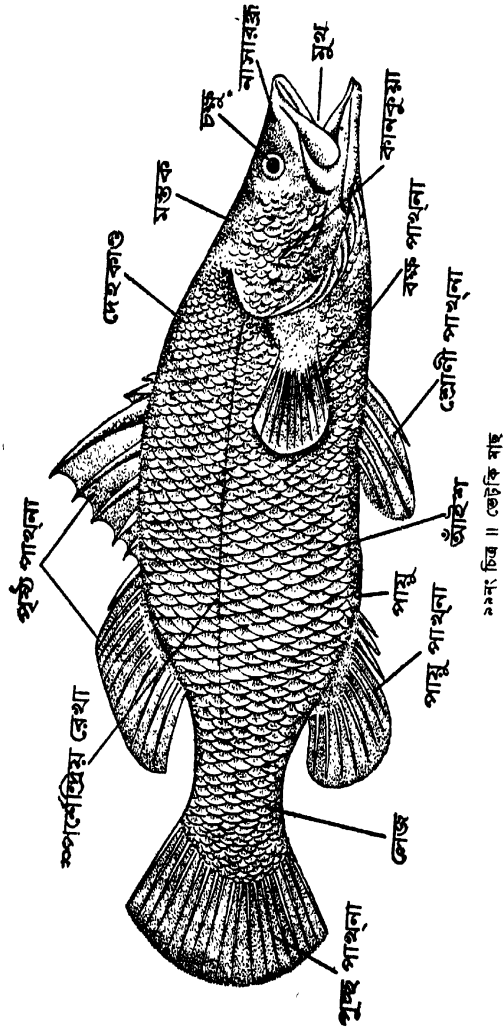
বহিরাবৃত্তি : ইহাদের দেহ লম্বা, দুই পাশ চ্যাপটা। সমস্ত দেহ ছোট বড় আইশদ্বারা আবৃত। আইশগুলি এমনভাবে সাজানো যে সামনের আইশ ইহার পিছনের আইশটির সম্মুখভাগের কিছুটা ঢাকিয়া রাখে। আইশগুলির গঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিটি আইশের ধারগুলি কাটা-কাটা অনেকটা গাভের মতো। এইরকম আইশকে **টিনয়েড (Ctenoid)** আইশ বলে।

কই মাছের আইশগুলির ধার বেশ সরল ; ইহাদের **সাইক্লয়েড আইশ (Cycloid scales)** বলে।

ভেটকির দেহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : **মস্তক (Head)**, **দেহকাণ্ড বা ষড় (Trunk)** ও **লেজ (Tail)**।

মস্তক (Head) : মস্তক দেহকাণ্ড হইতে কিছু সরু এবং উহার প্রান্তে প্রশস্ত মুখটি অবস্থিত। মুখের উপরে ও নীচে দুইটি শক্ত চোয়াল আছে। উপরের চোয়ালের কিছু পিছনে কিন্তু চোখের সামনে একজোড়া **নাসারন্ধ্র (Nostril)** থাকে। ইহার দ্বারা জ্বাণ লওয়া চলে। নাসারন্ধ্রের পিছন দিকে দুই পাশে দুইটি গোলাকার চক্ষু অবস্থিত। চক্ষু কোনও **অক্ষিপল্লব (Eyelid)** নাই। কিন্তু বহু **উপপল্লব** দ্বারা চক্ষুগোলক দুইটি আবৃত। মাথার পিছন দিকে দুই পাশে দুইটি শক্ত হাড়ের তৈয়ারী **কানকুয়া (Operculum)** আছে। কানকুয়ার হাড়গুলি যে মাংসল পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে তাহা কানকুয়ার বাহিরের দিকে ধারে প্রসারিত। কানকুয়া টকটকে লাল ফুলকাগুলিকে (Gills) ঢাকিয়া রাখে। মুখ দিয়া গৃহীত জল ফুলকার সাহায্যে খাসকার্খ সম্পন্ন হইবার পর কানকুয়ার ধারের ফাঁক দিয়া বাহিরে যায়।*

* যে কোনও জলপ্ৰাণ *aquarium*-এ কোন জীবন্ত মাছকে লক্ষ্য করিলেই ইহা সুস্থিত পাঠ্যকর্ম।



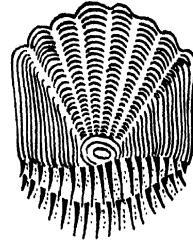
দেহকাণ্ড (Trunk) : মস্তকের পিছন হইতে পায়ু পর্বন্ত অংশকে দেহকাণ্ড বলা হয়। দেহকাণ্ডের উপরিভাগটি একটু কুঁজের মতো। কানকুম্বার ঠিক পিছনে দেহের দুই পাশে একটি করিয়া মোট এক জোড়া পাখনা আছে; ইহাদের বক্ষ পাখনা (Pectoral fin) বলা হয়। ইহাদের পিছনে অবশেষে এক জোড়া শ্রোণী পাখনা (Pelvic fin) আছে। শ্রোণী পাখনার প্রথম হাড়টি শক্ত কাঁটার মতো। পৃষ্ঠ

পাখনার (Dorsal fin) সামনের ও পিছনের অংশ দুইটি গোড়ার দিকে ঝল সংযুক্ত।

পৃষ্ঠ পাখনার হাড়গুলি কাটার মতো। ইহার সামনের অংশটির প্রথম দুইটি হাড় খুব ছোট এবং তৃতীয়টি সর্বাপেক্ষা বড়। পিছনের অংশটির প্রথম হাড়টি কাটার মত। পিছনের অংশটি প্রায় দেহকাণ্ডের শেষ ভাগ হইতে শুরু করিয়া লেজের প্রায় শেষ প্রান্ত



ক



খ

১০০ নং চিত্র ॥ মাছের আইশ ক. সাইক্লোড থ. টিনয়েড

অবধি প্রসারিত। দেহকাণ্ডের শেষ ভাগের অভ্যন্তরে একটি খাঁজের মধ্যে পায়ু (Anus) অবস্থিত। ইহা ছাড়াও খাঁজটিতে রেচন-ছিদ্র এবং পুরুষ প্রাণীদের বেলায় জনন-ছিদ্র থাকে; কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের প্রজনন ঋতুতে সাময়িকভাবে ঐ ছিদ্রটি (Abdominal pore) দেখা যায়। পায়ু মলত্যাগের জন্য, রেচন-ছিদ্র রেচন-কার্যের জন্য এবং জনন-ছিদ্র জনন-কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।

লেজ (Tail) : পায়ুর পর হইতেই লেজের শুরু। লেজটি পুচ্ছ পাখনার একটু আগেই হঠাৎ বেশ সরু হইয়া গিয়াছে। লেজের প্রান্তে পুচ্ছ পাখনার (Tail fin) বাহিরের ধারটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি (Homocercal)। পায়ুর পিছনে একটি পায়ু পাখনা (Anal fin) আছে। এই পাখনাটির সামনের দিকে তিনটি হাড় ছোট ছোট কাটার মতো।

পাখনাগুলির কার্য : পাখনাগুলির সাহায্যে ইহারা জলের মধ্যে সহজ ও সমান্তরালভাবে ভাসিয়া থাকিতে এবং সাঁতার দিতে পারে। এই কাজে বন্ধ ও শ্রোণী পাখনাই কার্যকরী অংশ গ্রহণ করে। পৃষ্ঠ, পায়ু ও পুচ্ছ-পাখনা হালের কাজ করে।

[কই, কই, মাগুর ও শিঙ্গি মাছের বিবরণ পূর্ব অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।]

তোমরা জানিয়াছ, কই ও ভেটকি উভয়েই অস্থিযুক্ত মাছ এবং উভয়েই একমাত্র ফুলকার সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়াই শ্বাসকার্য নির্বাহ করে। কিন্তু উভয়ের বহিরাবৃত্তির যে বিস্তার পার্থক্য আছে তাহা পাতার পাতার সম -

রুই ও ভেটকি মাছের বহিরাবৃত্তির তুলনা

রুই

১. বর্ণ: উজ্জল রূপালী। মাথা ও পিঠের দিকের রঙ একটু গাঢ় কালচে।

২. দেহের আকার: দেহ-কাণ্ডটি লম্বা প্রশস্ত, মুখ এবং লেজ-অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। সমস্ত দেহটি একটু গোলাকার।

৩. জঁইশ: আছে (সাইক্লয়েড)।

৪. মস্তক: ক. আকৃতি: আয়তনে ভেটকি মাছ হইতে ছোট, কিন্তু একটু গোলাকার ও মোটা। খ. মুখ: মুখটি ছোট। উপরোষ্ঠ অধরোষ্ঠ অপেক্ষা অনেক বড় এবং উহাকে ঢাকিয়া রাখে। অধরোষ্ঠকে বেটন করিয়া অনেক সূক্ষ্ম খাঁজ বর্ডমান। উপরোষ্ঠের দুই পাশে দুইটি ক্ষুদ্রাকার গৌফ আছে।

৫. পাখনা: ক. বক্ষ পাখনা:

ভেটকি মাছ হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট।

খ. শ্রোণী পাখনা: বক্ষ পাখনার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে অবস্থিত।

গ. পৃষ্ঠ পাখনা: ছোট।

ঘ. পান্থ পাখনা: ছোট।

ঙ. পুচ্ছ পাখনা:

ঊষা-বিভক্তি (ডাইফিসারকাল)।

৬. কানকুরা: অপেক্ষাকৃত ছোট।

ভেটকি

১. বর্ণ: রূপালী।

২. দেহের আকার: ইহার লম্বায় রুই মাছের মতো হইতে পারে; কিন্তু সমস্ত দেহটি পাশাপাশি চাপা।

৩. জঁইশ: আছে (টিনয়েড)।

৪. মস্তক: ক. আকৃতি: রুই মাছ অপেক্ষা বড়, কিন্তু পাশাপাশি চাপা। খ. মুখ: বেশ বড়। অধরোষ্ঠ উপরোষ্ঠ অপেক্ষা বড়।

৫. পাখনা: ক. বক্ষ পাখনা: রুই

মাছ হইতে অপেক্ষাকৃত বড়।

খ. শ্রোণী পাখনা: বক্ষ পাখনার কাছাকাছি অবস্থিত এবং উহার প্রথম

হাড়টি কাঁটার মতো শক্ত। গ. পৃষ্ঠ

পাখনা: একটি, এবং উহার দুইটি

অংশ পরস্পর স্বল্প সংযুক্ত। প্রথম

অংশের হাড়গুলি বেশ শক্ত এবং

প্রথম হাড় দুইটি ছোট ও তৃতীয়

হাড়টি সবচেয়ে বড়। ঘ. পান্থ পাখনা:

অপেক্ষাকৃত বড়। উহার প্রথম ডিনটি

হাড় কাঁটার মতো শক্ত। ঙ. পুচ্ছ

পাখনা: গোলাকার (হোমোসারকাল)।

৬. কানকুরা: রুই মাছ অপেক্ষা বড়।

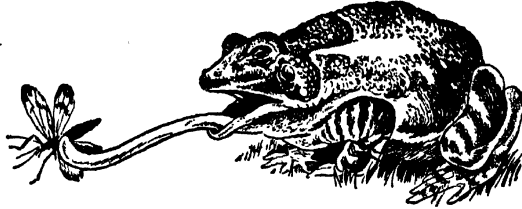
৫. কুনো ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙ [TOAD AND FROG]

ইহারা উভচর (Amphibia) জাতীয় প্রাণী ।

অভাব ও বাসস্থান : ইহারা পুকুর বা জোবা, কিংবা ঐ জাতীয় জলাভূমিতে স্রাতস্রোতে আরণ্য কিংবা ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে বাস করে । সাধারণত ইহারা লাফাইয়া লাফাইয়া চলে । কোলা ব্যাঙ কুনো ব্যাঙ হইতে অনেক জোরে লাফাইতে পারে । কুনো ব্যাঙ ভাল সাঁতার দিতে পারে না বটে, কিন্তু কোলা ব্যাঙ খুব ভালো সাঁতার দিতে পারে ।

পোকামাকড়ই ব্যাঙের প্রধান খাদ্য । ছোট ছোট কীটপতঙ্গ, কঁচো, শামুক এবং অল্পাঙ্গ ছোট ছোট প্রাণী শিকার করিয়া ইহারা আহার করে । জিভটি সামনের দিকে আটকানো কিন্তু পিছনের দিকটা খোলা বলিয়া শিকার ধরিবার সময় ইহারা সমস্ত আঠালো জিভটি সহজেই বাহির করিয়া শিকারের গায়ে স্পর্শ করিতে পারে এবং শিকারসহ জিভটিকে পুনরায় ভিতরে টানিয়া লইয়া যায় । সাধারণত রাত্রিবেলাতেই ইহারা শিকারের অন্বেষণে বাহির হয় ।

বর্ষাকালেই ইহারা খুব সক্রিয় হইয়া উঠে । তখন আশে পাশে ডোবায়, নালায়



১০১নং চিত্র : কুনো ব্যাঙের শিকার ধরিবার পদ্ধতি

পুকুর-ব্যাঙের ডাক শুনা যায় । তখন ইহারা ডিম পাড়ে । কিন্তু শীতকালে ইহারা ঠাণ্ডায় কাবু হইয়া পড়ে এবং তখন গর্ভের মধ্যে লুকাইয় । সারা শীত ইহারা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া থাকে । ইহাকেই ব্যাঙের শীতঘুম (Hibernation) বলে । শীতের শেষে ইহারা আবার গর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসে ।

কুনো ব্যাঙের বহিরাবৃত্তি : ইহাদের দেহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : মস্তক ও দেহকাণ্ড । গ্রীবা বলিয়া কিছু আলাদা করা যায় না । পরিণত ব্যাঙের কোনও লেজ থাকে না ।

কুনো ব্যাঙের দেহ একটু মোটামোটা থাকে । দেহের পৃষ্ঠদেশ কালচে ধূসর এবং অন্তর্দেশ সাদাটে । বক খসখসে হয় । দেহকাণ্ডের উপরিভাগে অসংখ্য গুটিকা (Warts) থাকে ।

মুখক : মাথাটি চওড়া এবং একটি সমবাহু ত্রিভুজের মতো : সামনের দিকটা তেঁতো। মাথার সম্মুখভাগে একটু নীচের দিকে থাকে মুখ। মুখটি বেশ চওড়া হয় এবং ইহার উপরে ও নীচে দুইটি চোয়াল (Jaws) থাকে। চোয়ালে কোনও দাঁত নাই। চোয়াল দুইটি খাড়াভাবে পেশ্যে ব্যবহৃত হয়; শিকার বড় হইলে চোয়াল দিয়াও ধরিতে পারে। উপরের চোয়ালের সম্মুখের দিকে দুইটি নাসারন্ধ্র (Nostrils) আছে। নাসারন্ধ্র খাঁসকার্ধ ও জ্ঞাপ গ্রহণে ব্যবহৃত হয়।

মাথার দুইপাশে দুইটি উঁচু চক্ষু আছে। প্রতিটি চক্ষু অক্ষিকোটরে (Orbit) অবস্থিত এবং দুইটি অক্ষিপল্লব (Upper and Lower eyelid) দ্বারা সুরক্ষিত। নীচের পল্লবে একটি স্বল্প স্বচ্ছ পর্দা লাগানো থাকে। উপরের পল্লবটি ভারী এবং নড়ে না। নীচের পল্লবকে নাড়ানো যায় এবং স্বল্প স্বচ্ছ উপপল্লবটিও নাড়ানো যায়।



১০২নং চিত্র : কোলা ব্যাঙের
শিকার ধরবার পদ্ধতি

প্রতিটি চক্ষুর পিছনেই একটি করিয়া ছোট গোলাকার সাদা ও মসৃণ পর্দা থাকে; ইহাকে **কর্ণপট** (Tympanic membrane বা Eardrum বা Tympanum) বলে। ইহা ব্যাঙকে শুনিতে সাহায্য করে।

দেহকাণ্ড : দেহকাণ্ডের সম্মুখে ও পশ্চাতে এক জোড়া করিয়া পা (Limb) আছে। সামনের পা জোড়াকে **অগ্রপাদ** বলে (Fore limb); পিছনের পা জোড়াকে **পশ্চাদপাদ** (Hind limb) বলে। পশ্চাদপাদ জোড়া অগ্রপাদ হইতে লম্বা বলিয়া ইহার সহজে লাফাইতে পারে। প্রত্যেকটি পাদ দেহকাণ্ডের সহিত গাঁইট (Joints) দ্বারা যুক্ত এবং প্রত্যেকটি তিনটি খণ্ডাংশ দ্বারা গঠিত। এই তিনটি খণ্ডাংশ আবার নিম্নোক্ত মध्ये গাঁইট দ্বারা যুক্ত।

অগ্রপদের তিনটি অংশের নাম যথাক্রমে **উপরিবাহ** বা **প্রগণ্ড** (Upper arm বা Antibrachium)। **পুরোবাহ** (Fore arm বা Brachium) ও **হস্ত** (Hand বা Manas) চলিত ভাষায় উপরিবাহ ও পুরোবাহের সংযোগস্থলকে **কনুই** (Elbow), পুরোবাহ ও হস্তের গাঁইটটিকে **কবজি** (Wrist) বলা যায়।

হাতে চারিটি **আঙুল** (Digits) আছে।

পশ্চাদ্গমের তিনটি ভাগের নাম যথাক্রমে উরু (Thigh), মধ্যপদ (Shank) ও পদপাত (Pee বা Foot)। চলিত ভাষায় উরু ও মধ্যপদের সংযোগ স্থানকে কঁচু (Knee), মধ্যপদ ও পদপাতের সংযোগস্থানকে অ্যাঙ্কল (Ankle) অথবা জুন্টল বলা হয়।

পিছনের পদপাতে পাঁচটি আঙুল। আঙুলের গোড়াগুলি ছোট ছোট পর্দা দ্বারা পরস্পর যুক্ত। পদপাতটি (Foot) হস্ত (Manas) হইতে বেশ প্রসারিত। এই জাতীয় পদকে লিপ্ত পদ (Webbed foot) বলে।

দেহকাণ্ডের পিছন দিকে দুইটি পশ্চাদ্গমের অন্তর্বর্তী ফাঁকে একটি ছিদ্র আছে; ইহাকে অবসারগী বা ক্লোয়েকা ছিদ্র (Vent বা Cloacal opening) বলে।

এই ছিদ্র দিয়া মল, মূত্র, শুক্রাণু (Sperms) ও ডিম্বাণু (Eggs) বাহির হইয়া আসে। দেহকাণ্ডের সমুখ ভাগে পৃষ্ঠদেশের দুইটি পাশে দুই উঁচু ও লম্বা প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid gland) থাকে। ইহা হইতে বিপদের সময় একপ্রকার সাদা ও আঠাল রস নিঃসৃত হয় এবং ইহার সাহায্যে ইহার শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করে। এই রস শিকার করিবার সময়ও ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রজননকালে (বর্ষাকালে) পুরুষ ব্যাণ্ডের হাতের তালুতে বড়ো আঙুলের গোড়ায় কালো নরম গদির মতো আন্তরণ (Nuptial or Thumb pad) দেখা যায়। মাথা ও ধড়ের সংযোগস্থলের অঙ্গদেশের অকের তলায় যে কালো রঙের থলিটি থাকে তাহাকে ভোকাল স্যাক (Vocal sac) বলে এবং ইহার অবস্থিতি বাহির হইতে বেশ বুঝা যায়। ইহার সাহায্যে ইহারা শব্দ করিয়া ডাকিতে পারে। স্ত্রী-ব্যাণ্ড ডাকিতে পারে না।

(যষ্ঠ অধ্যায়ে কুনো ব্যাণ্ডের সহিত কোলা ব্যাণ্ডের বহিরাবৃত্তির পার্থক্য সবিস্তারে বলা হইয়াছে।)

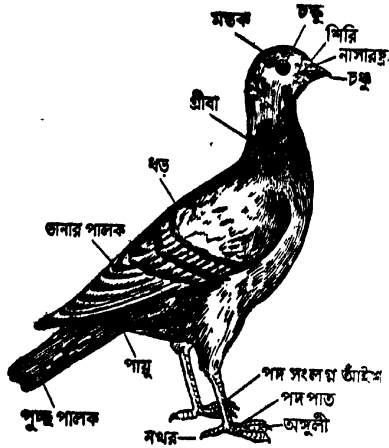
৬. পায়রা [PIGEON]

স্বভাব ও বাসস্থান : পায়রা পক্ষী জাতীয় (Aves) প্রাণী। পায়রা সাধারণত পুরানো বাড়িতেই ঘরের কানিশ, ভেটিলেটার ইত্যাদি জায়গায় স্থিতি পাইলেই বাস করে। ডিম পাড়িবার আগে খড়-কুটা যোগাড় করিয়া কোনও নিরাপদ স্থানে বাসা করে।

-চাউল, ডাইল, ধান ইত্যাদিই ইহাদের খাদ্য।

পায়রা সহজেই পোষ মানে। প্রাচীনকালে জরুরী সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য পায়রার পায়ে চিঠি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। শিক্ষিত পায়রা (ডাক পায়রা) গন্তব্যস্থলে চিঠি পৌছাইয়া আবার প্রয়োজন হইলে উত্তর লইয়া ফিরিয়া আসিত।

বহিরাংকুতি : প্রায় ৪০ রকমের পায়রা আছে এবং বাংলাদেশে গোঁলা, লঙ্কা, সিয়াহু, হোমা প্রভৃতি নানা রকমের পায়রা দেখা যায়। ইহাদের বহিরাংকুতির সামান্য



১৩০ নং চিত্র ॥ পায়রা

বৈষম্য থাকিলেও মূলত গৃহপালিত পায়রাগুলির সঙ্গে উহাদের প্রচুর সাদৃশ্য আছে।

পায়রার কেবল পা ও চক্ষু বাদে সমস্ত দেহ পালক দ্বারা আবৃত। ইহাদের দেহকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায় :

মস্তক, গ্রীবা (Neck)
ও **দেহকাণ্ড :** লেজ বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু পিছনের লম্বা লম্বা পালকগুলি একত্র হইয়া একটি লেজের মতো আকার ধারণ করিয়াছে, উহাকেই সচরাচর

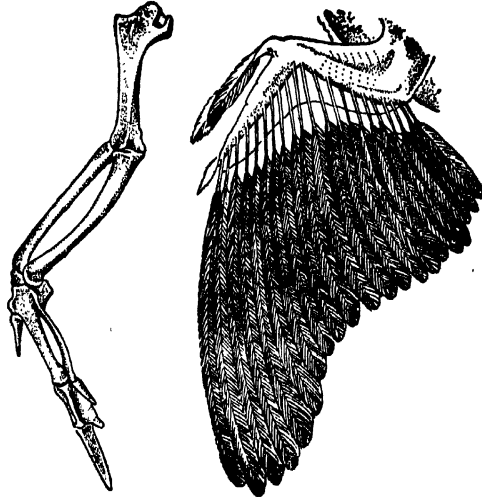
সাধারণভাবে আমরা লেজ বলিয়া থাকি।

মস্তক : মাথাটি ছোট ও গোলাকার। সমস্ত মাথা (চক্ষু বাদে) ছোট ছোট পালকে আবৃত। মাথার সম্মুখভাগে দুইটি শক্ত ও হৃদাল চক্ষু (Beak) অবস্থিত। উপরের চক্ষুটি নীচের চক্ষু হইতে বড় এবং নীচেরটিকে কিস্কিং ঢাকিয়া রাখে। চক্ষুর সাহায্যে ইহারা অনেক কাজ করে,—খাদ্য সংগ্রহ করে, খড়-কুটা দিয়া বাসা বাঁধে, দেহ চুলকায় ও প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষাও করে। উপরের চক্ষুর গোড়ার দিকে দুই পাশে দুইটি ছোট নাসারন্ধ্র (Nostrils) থাকে। ইহারা খাসকাণ্ড ও আত্মাণে (Smelling) সাহায্য করে। নাসারন্ধ্রকে বেটন করিয়া নরম, উঁচু এবং পাতলা চর্ম-আস্তরণ থাকে ; উহাকে শিরি (Cere) বলে। মাথার দুই পাশে দুইটি গোলাকার চক্ষু (Eyes) আছে। চক্ষুর সাহায্যে ইহারা দেখিতে পায়। চক্ষুকে স্তরকিত করিবার জন্য দুইটি অক্ষিপত্র,—উর্ধ্ব (Upper), নিম্ন (Lower) ও একটি পাতলা উপপল্লব থাকে। উপপল্লবটি প্রায়-স্বচ্ছ এবং উহা চক্ষুগোলকের (Eye ball) উপরের অর্ধাংশে প্রসারিত থাকে। চক্ষুর পিছনে এবং কিছু নীচের দিকে দুই পাশে দুইটি ছোট ছোট শ্রবণ-ছিদ্র (Auditory aperture) অবস্থিত। উহারা পালকে ঢাকা থাকে বলিয়া বাহির হইতে দেখা যায় না। ইহারা শুনিতে সাহায্য করে।

গ্রীবা (Neck) : গ্রীবাটি সরু। ইহা মাথাটিকে যেমন ধড়ের সহিত যুক্ত করে, তেমনই উচুতে ধরিয়া রাখে। ইহাদের সাহায্যে পায়রা ইচ্ছামত চারিদিকে মাথা ঘুরাইতে পারে।

দেহকাণ্ড : দেহকাণ্ড সামনের দিকে মোটা ও পিছন দিকে ক্রমশ সরু হইয়া গিয়াছে। উহার সম্মুখভাগে দুই পাশে দুইটি ডানা (Wings) আছে। ডানা দুইটিতে বড় বড় পালক থাকে। উড়িবার সময় ডানা দুইটি দুই দিকে প্রসারিত হয়, কিন্তু অন্ত্র সময়ে ডাঁজ হইয়া পিঠের উপর অবস্থান করে। ডানা দুইটির একটু পিছন দিকে অঙ্গদেশে দুই পাশে দুইটি পি (Hind limbs) আছে। পায়ের গোড়ার অংশ পালকে ঢাকা থাকিলেও বাকী অংশ আঁইশ দ্বারা আবৃত। প্রতি পায়ে চারিটি করিয়া অঙ্গুলি (Digits) থাকে,—তিনটি সামনের দিকে ও একটি পিছন দিকে। প্রতিটি অঙ্গুলির প্রান্তে শক্ত, বাকা ও তীক্ষ্ণ নখর (Claw) আছে। ইহারা পায়ের সাহায্যে মাটিতে বা উচু গাছের ডালে বসিতে পারে। নখর দ্বারা আত্মরক্ষা করা চলে। পায়রা ডালে শক্ত করিয়া চাপিয়া বসে; তাই ঘুমাইলেও ইহারা মাটিতে পড়িয়া যায় না।

পায়রার ডানা ও পায়ের বিশেষত্ব এই যে, ডানা দুইটিকে অত্যন্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর (যেমন, ব্যাঙ বা গিনিপিগ) অগ্রপদের সহিত তুলনা করা যায় এবং পা দুইটিকে।



১০৪নং চিত্র ৥ (বাম দিকে) পায়রার ডানার কঙ্কাল, (ডান দিকে) ডানা

তেমনই পশ্চাদ্‌পদের সহিত তুলনা করা চলে। ডানার হাড় পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি ডানায় একটি উপরিবাছ (Upper arm), একটি পুরোবাছ

(Fore arm) ও তিনটি অঙ্গুলি সংবলিত হস্ত (Hand) বহিরাচ্ছে। প্রত্যেকটি অংশ গাঁইট দ্বারা যুক্ত। উড়িবার অঙ্গই অগ্রপদের এইরূপ রূপান্তর ঘটিয়েছে।

পিছনের পাও উরু (Thigh), মধ্যপদ (Shank) ও পদপাত (Foot)। এই তিনটি অংশ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেকটি অংশ গাঁইট দ্বারা যুক্ত।

দেহকাণ্ডের পিছন দিকে অঙ্গদেশে আড়াআড়িভাবে অবসারণী বা ক্লোয়েকা ছিদ্র (Cloacal aperture) অবস্থিত। ইহার মধ্য দিয়া বর্জ্য দ্রব্যসকল (Waste Products) এবং পুরুষের বেলায় শুক্রাণু ও স্ত্রী-প্রাণীর বেলায় ডিম্বাণু বাহির হইয়া আসে।

পায়রার পালক মোটেই উষ্ণতা পরিবাহক নয়। ইহাদের পালক প্রধানত চারি প্রকারের।

ক. উড়িবার পালক (Quill বা flight feather): ইহারা আকৃতিতে অস্বাভাবিক পালক হইতে অনেক বড়, এবং পায়রাকে উড়িতে সাহায্য করে। ইহার মধ্যস্থলে একটি শক্ত মধ্য-অক্ষ (Central axis) এবং উহার দুই পার্শ্বে পালক (Vane) থাকে। মধ্য-অক্ষের অগ্রভাগ একটু মোটা, ছোট ও ফাঁপা; এই অংশে কোনও পালক



উড়িবার পালক



ডাউন বেলার



কিলোমুম

১০০নং চিত্র ৥ পায়রার উড়িবার পালক

থাকে না এবং উহা পায়রার দেহে যুক্ত থাকে। এই অংশকে কুইল (Quill) বলে। মধ্য-অক্ষের পশ্চাদ্ভাগ লম্বা ও শক্ত এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। পালক এই অংশে সীমাবদ্ধ থাকে। ডানার পালককে রেমিজেস (Remiges) এবং পুচ্ছের

পালককে **রেক্ট্রিসেস (Rectrices)** বলে। উড়িবার পালক সাধারণত ডানার ও পুচ্ছদেশে সীমাবদ্ধ থাকে।

খ. **আকৃতি পালক (Contour feather)**: ইহারা উড়িবার পালকের মতোই, কিন্তু উহা অপেক্ষা অনেক ছোট। এই ছোট ছোট পালকগুলি মেহের সমস্ত স্থানে এমন কি ডানারও থাকার ফলে পায়রার দেহ নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। এইজন্য ইহাদের আকৃতি পালক বলে।

গ. **ফিলোপ্লুম (Filoplumes)**: উড়িবার পালক এবং আকৃতি পালক পায়রার দেহ হইতে তুলিয়া ফেলিলে ইহাদের দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ লম্বা এবং ইহাদের পশ্চাদ্গোষ্ঠে কতকগুলি পালকের অংশ থাকে। ইহারা পায়রার দেহের অঙ্গ-দেশে থাকে।

ঘ. **ডাউন ফেদার (Down feather)**: ইহা ছাড়া ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইবার পর উহার সারা দেহ একপ্রকার ছোট ছোট পালক দ্বারা আবৃত থাকে। ইহাদিগকে **ডাউন ফেদার** বলে। ইহাদের মধ্য-অক্ষটি অত্যন্ত ছোট, মনে হয় যে কয়েকটি পালকের অংশ একত্রে মিশিয়া আছে।

পালকগুলি পায়রার দেহে কয়েকটি নির্দিষ্ট আকারীকা **রেখাপথে (pterylae)** সাজানো থাকে।

৭. গিনিপিগ [GUINEA-PIG] :

গিনিপিগ একটি গুস্তপায়ী প্রাণী। সর্বদেশেই জীববিজ্ঞান গবেষণাতে গিনিপিগ অনেক কাজে লাগে; ইহাদের উপর দিয়াই নানারকমের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে।

স্বভাব ও বাসস্থান: ইহারা বড় ভীক; সাধারণত ঘাস, পাতা, শস্ত ইত্যাদি খাইয়াই জীবনধারণ করে। গিনিপিগ দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণী। আমাদের দেশে ইহারা আগে ছিল না, দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইহাদের আমদানি করা হইয়াছে। সেইজন্য আমাদের দেশের সকল গিনিপিগই গৃহপালিত।

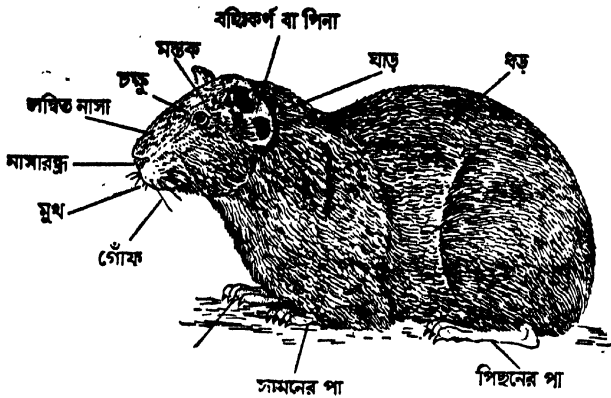
সাধারণত ইহারা সম্ভবত্বভাবে বনে-জঙ্গলে, গুহ স্থানে ও শস্তক্ষেত্রের ধারে ঘোপ-ঝাড়ে গর্ত করিয়া বাস করিতে ভালোবাসে।

বহিরাবৃত্তি: গিনিপিগ দেখিতে বড় সুন্দর। ইহাদের দেহ সাদা, কালো, বাদামী ও নানা মিশ্রিত বর্ণের ঘন নরম লোমে ঢাকা। লোমগুলি শরীর গরম রাখিতে সাহায্য করে; ইহারা চতুষ্পদ প্রাণী এবং পায়ের পাতার উপর ভর দিয়া চলাকেন্দ্রা করে। দেখিতে অনেকটা লেজবিহীন ছোট খরগোশের মতো।

দেহটিকে তিন অংশে ভাগ করা যায় : **মস্তক, গ্রীবা ও দেহকাণ্ড।**

মস্তক (Head): মাথার সম্মুখভাগ ক্রমশ সরু হইয়া গিয়াছে (Snout)। সামনের দিকের প্রান্তে **মুখ (Mouth)**, ইহার উপরে ও নীচে দুইটি শক্ত **চোরালা**

(Jaws) আছে। মুখের উপরে ও নীচে দুইটি নরম ভাঁজ (Lips) থাকে। উপরের ঠোঁটটির মধ্যভাগ লম্বালম্বিতাবে চেরা। ইহার ফাঁক দিয়া উপরের চোয়ালের সামনে দুইটি বড় ও বাকানো দাঁত (কৃত্তক দন্ত : incisor) বাহির হইতে দেখা যায়। মুখ দিয়া ইহারা খাদ্য গ্রহণ করে এবং উপর ও নীচের চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে ইহারা খাদ্যবস্তু ছিঁড়িয়া পেষণ করে। মাথায় অগ্রভাগে উপরের দিকে এক জোড়া নাসারন্ধ্র (Nostrils) আছে। ইহার সাহায্যে আশ্রয় ও শ্বাসকার্য চলে। মাথায় দুই পাশে দুইটি বড় চক্ষু (Eyes) আছে। চক্ষুর সাহায্যে ইহারা দেখে। প্রতিটি চক্ষুকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য উপরে ও নীচে একটি করিয়া অক্ষিপল্লব আছে। উহাতে অক্ষিপক (Eye lashes) থাকে। অত্যন্ত মেকদণ্ডী প্রাণীদের স্বচ্ছ উপপল্লবটি



১০৬নং চিত্র ॥ গিনিপিগ

(Nictitating membrane) ইহাদের বেলায় চোখের ভিতরের দিকের কোণে একটি লালচে মাংসপিণ্ডের মতো অবস্থিত। চক্ষুর পিছনে দুইটি বহিকর্ণ (Pinna) এবং দুইটি কর্ণছিদ্র আছে। ইহাদের সাহায্যে গিনিপিগেরা শুনিতে পায়। মুখের সম্মুখ-ভাগে নাসারন্ধ্র ও উপরোষ্ঠকে বেঁধে রাখিয়া বিভালের গোঁফের মতো লম্বা লম্বা শক্ত গোঁফ (Vibrissae) আছে।

গ্রীবা : গ্রীবাটি সরু ও মস্তককে দেহকাণ্ডের সহিত যুক্ত করে।

দেহকাণ্ড : দেহকাণ্ডকে বক্ষ ও উদর এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বক্ষ-দেশে দুই পাশে দুইটি অগ্রপদ ও উদরের শেষাংশে এক জোড়া পশ্চাদ্ভ্রমক থাকে। অগ্রপদ পশ্চাদ্ভ্রমক হইতে অনেক ছোট। পিছনের পা বড় বলিয়া গিনিপিগ লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। সামনের পা দিয়া ইহারা মাটিতে গর্ত করিতে পারে।

অগ্রপদে তিনটি করিয়া অংশ থাকে : উপরিবাহ বা প্রাগণ্ড, পুরোবাহ বা হস্ত—ইহাকে চলিত ভাষায় ঠাণ্ডা বলে।

পশ্চাদ্পদেও তিনটি করিয়া অংশ থাকে—উরু (Thigh), মধ্যপদ (Shank) ও পদপাত (Foot)। চলিত ভাষায় উরু ও মধ্যপদের সংযোগস্থলকে হাঁটু (Knee) মধ্যপদ ও পদপাতের সংযোগস্থলকে অ্যাঙ্কল অথবা গুল্ফ বলা হয়। পদপাতে মাত্র তিনটি করিয়া আঙুল থাকে, এবং ইহারা অগ্রপদের আঙুলের মতো নখরযুক্ত।

দেহকাণ্ডের একেবারে পিছন দিকে লেজ না থাকিলেও অল্পদেশে লেজের একটি মূল (Root) আছে। দেহকাণ্ডের প্রান্তের অল্প দেশে পায়ু অবস্থিত।

স্ত্রী-প্রাণীদের উদরের অল্পদেশে পশ্চাদ্পদের একটু সামনে দুইটি ছোট ছোট স্তনবৃত্ত (Teat) থাকে। পুরুষ প্রাণীতেও দুইটি অপরিণত স্তনবৃত্ত থাকে। স্তনবৃত্তে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের সহিত আবার দুগ্ধগ্রন্থির (Mammary glands) সংযোগ থাকে। প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী-প্রাণীতে দুগ্ধগ্রন্থি হইতে স্তনবৃত্তের ছিদ্র দিয়া দুগ্ধ নিঃসারিত হয়। পায়ুর সামনে একটি লম্বালম্বি ভাবে ছিদ্র আছে। ইহাকে জনন-ছিদ্র (Vulva) বলে। ইহার সামনেই একটি ছোট মাংসল অংশ থাকে। ইহাকে শিশ্নাস্থর (Clitoris) বলে। জনন-ছিদ্রের ঠিক সামনেই রেচন-ছিদ্র (Urinary aperture) অবস্থিত। জনন-ছিদ্র জনন-কার্যে ব্যবহৃত হয়।

পুরুষ-প্রাণীতে পায়ুর সামনে শিশ্নাস্থর দ্বারা আবৃত একটি লম্বা নলাকা পেনীময় পুং জননেদ্রিয় আছে; ইহাকে শিশ্ন (Penis) বলে। শিশ্নের অগ্রভাগকে শিশ্নমুণ্ড বলে। ইহার প্রান্তে একটি রেচন-জননছিদ্র (Male urinogenital aperture) আছে। এই ছিদ্র দিয়া মূত্র এবং শুক্রাণু বাহির হয়। প্রজনন ঋতুতে (Breeding season) অণু দুইটি শিশ্নের দুই পাশে দুইটি থলির (Scrotum) মধ্যে অবস্থান করে। অণ্ডের (Testis) মধ্যে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।

ইহারা এক সঙ্গে চার হইতে ছয়টি সন্তানের জন্ম দেয়।

অবুশীলনী

1. Why earthworms are called “The First Tillers of the Earth”? (কৈটোকে ‘সর্বপ্রথম চাষী’ বলে কেন?)

2. Describe the external features of cockroach. (আরশোলার বহিরাঙ্গের বর্ণনা কর।)

3. Describe the appendages of prawn. How can you distinguish a male prawn from a female one? (চিড়ির উপাঙ্গগুলি বর্ণনা কর। পুরুষ ও স্ত্রী চিড়ি চিনিবার উপায় কি?)

4. Describe the external morphology of bhetki and mention the points by which it differs from rohu. (ভেটকি মাছের বহিরাঙ্গত্ব বিবরণ দাও ও রুইমাছের সহিত উহার পার্থক্য নির্ণয় কর।)

5. Describe the external features and habits of frogs and toads. (ব্যাঙের বহিরাঙ্গত্ব বর্ণনা এবং ইহাদের স্বভাব বর্ণনা কর।)

6. Describe the external features of pigeon. (পায়রার দেহের বহিরাঙ্গত্ব বর্ণনা দাও।)

7. Describe the external features of guinea-pig and their functions in each case. What are the benefits we draw from them? (গিনিগিগের দেহের বহিরাঙ্গত্ব এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন অংশের কার্য বর্ণনা কর। ইহারা আমাদের কি কাজে লাগে?)

8. Describe the habit, habitat and external features of earthworm. (কঁচোর স্বভাব, বাসস্থান ও বহিরাঙ্গত্ব বর্ণনা কর।)

9. Describe the different types of feather in pigeon. (পায়রার বিভিন্ন প্রকার পালক বর্ণনা কর।)

10. Prove that cockroach is an insect. (আরশোলা একটি পতঙ্গ, —প্রমাণ কর।)

শব্দকোষ

এই পুস্তকে ব্যবহৃত জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিদেশী শব্দগুলির উৎপত্তি, বাংলা পরিভাষা ও অর্থ।

[G=জার্মান শব্দ ; Gk=গ্রীক শব্দ ; L=ল্যাটিন শব্দ ; F=ফরাসী শব্দ ;
Sp=স্পেনিশ শব্দ ; A=আরবী শব্দ ; AS=অ্যাংলো-সাক্সন ;
Sans.=সংস্কৃত শব্দ ; Pl.=বহুবচন ; Sing.=একবচন ; প=বাংলা
পরিভাষা ; অ=শব্দটির প্রকৃত অর্থ। সংখ্যা=পৃষ্ঠার নির্দেশক।]

Abdomen (অ্যাবডোমেন) : [L. *abdomen*, পেট] (প) **উদর**, (অ) প্রাণীর দেহের অঙ্গদেশে বন্ধের বীচের অংশ। প্রাণি-বিজ্ঞা ৬৩

Achordata (আকর্ডাটা) : [Gk. *a.* নয় + *chordata*] (অ) কর্ডাটা নয়, (কর্ডাটা দেখ)। প্রা ৪

Adventitious (অ্যাডভেনটিশাল) : [L. *adventitious*, অসাধারণ] (প) **অস্থানিক**, (অ) যাহা অস্থানে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ-বিজ্ঞা ১২

Aerial (এরিয়াল) : [L. *aer.* বায়ু] (প) **বায়ব**, **বায়বীয়**।
—**root**, (প) **বায়ব বা বায়বীয় মূল**, (অ) যে মূল বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করে। উ ১৭

Aleurone grain (অ্যালিউরোন গ্রেইন) : [Gk. *aleurone*, আটা বা ময়লা ; L. *granum*, দানা] (প) **অ্যালিউরোন দানা** (অ) প্রোটিনজাতীয় দানা। উ ৩৭, ৪০

Alga (আলগা) : [L. *alga*, সামুদ্রিক আগাছা] (Pl.) **Algae** (অ্যালগাই) (প) **জৈবাল**, (অ) একপ্রকার সবুজ সমাজসেহী উদ্ভিদ। উ ২২

Amoeba (অ্যামিবা) : [Gk. *ameiba*, পরিবর্তন] (অ) একপ্রকার এককোষী আভ্যপ্রাণী। উ ৩২

Amoeboid movement : (প) **অ্যামিবা-বয়েত চলন**, (অ) অ্যামিবার মতো অণুপদের সাহায্যে চলন। উ ৩২

Amphibia (অ্যাম্ফিবিয়া) : [Gk. *amphi*, উভয় + *bios*, জীবন] (প) **উভচর** বা **উভয়চর**, (অ) যে জীব জল ও হল উভয় হাদেই বাস করিতে পারে। প্রা ৩৭

Amyloplast (অ্যামিলোপ্লাস্ট) : [Gk. *amylon*, স্টার্চ + *plastos*, উৎপন্ন হইয়াছিল] (অ) যে সকল বর্ণহীন প্লাসটিড শর্করাকে স্টার্চে ও স্টার্চকে শর্করায় পরিবর্তিত করে। উ ৩৬

Anabolism (অ্যানাবোলিজম) : [Gk. *ana*, উন্নতে + *bole* নিক্ষেপ] (প) **উপচিতি**, (অ) জীবদেহে সৃষ্টিমূলক রাসায়নিক প্রক্রিয়া। সূচনা ৩

Anal (এন্ডাল) : [L. *anus*, পায়ু] (প) **পায়ু**, —**Cerci** (সারসি), (Pl. of *cercus*.) [Gk. *karkos*, লেজ] (প) **পায়ু শলাকা** (অ) কোনও কোনও স্তম্ভিণ প্রাণিতে পায়ুসংলগ্ন কাঠির মতো আকারের উপাদ। প্রা ৬১

—**fin** (ফিন) (প) **পায়ু পাখনা**, (অ) মাছের পায়ুর দিকটবর্তী পাখনা। প্রা ৭১

Anaphase (অ্যানাফেস) : [Gk. *ana*, পলায়বর্তী + *phasis*, পর্ব, ধাপ] (প) **তৃতীয় দশা** (অ) মাইটোসিসের তৃতীয় দশা। উ: ৫৩

- Angiosperm** (আনজিওস্পারম) : [Gk. *Angoion*, পাত্র, *sperma*, বীজ] (প) **জল-বীজী**, (অ) যে সকল গাছের বীজ ডিম্বকোষের (কিংবা ফলের) মধ্যে আবদ্ধ। উ ২১
- Ankle** : (প) **ওলু**। প্রা ৭৫
- Annelida** (অ্যানেলিডা) : [L. *annulus*, আংটি] (প) **অঙ্গুরীমান প্রাণী**, (অ) কেঁচো জাতীয় প্রাণী। প্রা ২
- Annals** (অ্যান্নালস) : [L. *annus*, বৎসর; L. *annalis*, এক বৎসরের মধ্যে] (প) **বর্ষজীবী**, (অ) যে গাছ মাত্র এক বৎসর কাল বাঁচিয়া থাকিয়া ফুল-ফল উৎপন্ন করিয়া মরিয়া যায়। উ ১৬
- Annular** (অ্যানিউলার) : [L. *annulus*, আংটি, বলয়] (প) **বলয়াকার**। উ ৪২
- Antenna** (অ্যানটিনা) : [L. *antenna*, জাহাজের যে পাটাতনের উপর পাল খাটানো হয়] (প) **শুভ্র**, (অ) অনেক সন্ধিপদ প্রাণ মাথায় অবস্থিত অমুত্ব করিবার অঙ্গ। প্রা ৫২
- Antennule** (অ্যান্টিনিউল) : (প) **শুভ্রক**, (অ) ছোট শুভ্র। প্রা ৬৪
- Anthocyanin** (অ্যানথোসায়ানিন) : [Gk. *anthos*, ফুল + *kyanos*, ঘন নীলবর্ণ] (অ) ফুল, কাণ্ড ও পাতার পাওয়া যায় এমন একপ্রকার লাল নীল বা বেগুনী রঞ্জক পদার্থ। উ ৬৮
- Annus** (এনাস) : [L. *anue*, পান্থ] (প) **পান্থ**, (অ) প্রাণীদের মল নিষ্কাশনের ছিঁড়। প্রা ৭১
- Apical** (অ্যাপিক্যাল) : [L. *apex*, চূড়া] (প) **অগ্রাংশ**, (অ) আগায় অবস্থিত। উ ৫৭
- Appendage** (অ্যাপেনডেজ) : [L. *ad*, তে + *pendere*, হুলিয়া থাকা] (প) **উপাঙ্গ**, (অ) সন্ধিপদ প্রাণীর দেহকাণ্ডসংলগ্ন অংশ। প্রা ১০
- Appendix Interna** (অ্যাপেনডিক্স ইন্টারনা) : [L. *ad*, তে + *pendere*, হুলিয়া থাকা, L. *internus*, ভিতরের দিকে] (অ) দিগেশান্তের ভিতরের দিকের ছোট টুঙ্গ অংশ। প্রা ৬৭।
- Appendix masculina** (অ্যাপেনডিক্স মাস্কুলিনা) : [L. *masculus*, পৌরুষ] (অ) পুং চিহ্নের ২য় দিগেশান্তে টুঙ্গ একটি অংশ। প্রা ৬৮
- Aquatic** (আক্যাটিক) [L. *aqua*, জল] (প) **জলজ** (অ) যে জলে বাস করে। উ ৮
- Arachnidium** (আরাকনিডিয়াম) : Gk. *arachne*, মাকড়সা (প) **মাকড়সার কুমল বস্ত্র**, (অ) যে বস্ত্র হইতে রস নিঃসারণ করিয়া মাকড়সা জাল বুনে। প্রা ১৪
- Arthropoda** (আর্থ্রোপোডা) : [Gk. *arthron* সন্ধি + *pous*, পদ] (প) **সন্ধিপদ প্রাণী** (অ) চিহ্নিতাতির প্রাণী। প্রা ১০
- Assimilation** (অ্যাসিমিলেশন) : [L. *da*, তে + *similis*, সদৃশ] (প) **আভীকরণ**, (অ) যে প্রক্রিয়ার পরিণাম করা খাদ্যজব্য প্রোটোপ্লাজমের অংশে পরিণত হয়। মূল্য ৪
- trophyte** (অটোকাইট) [Gk. *autos*, স্বয়ং + *phyten*, উদ্ভিদ] (প) **অভোজী**, (অ) যে গাছ খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। উ ১৭
- Aves** (এভিস) : [L. *avis*, পাখী] (প) **পক্ষী** জাতীয় প্রাণী। প্রা ৪৫
- Bacteria** (ব্যাক্টেরিয়া) : (sing) bacterium. [G. *bacterion*, রোগ জীবাণু] (প) **জীবাণু**, (অ) একপ্রকার ক্ষুদ্র সমাজবাহী উদ্ভিদ। উ ১৪, ২২
- Barbel** (বারবেল) : [L. *barbelus*, শিঙিজাতীয় মাছ] (প) **গোঁফ**, (অ) মাছের মাথা হইতে অমুত্ব করিবার লম্বা যে অংশ উৎপন্ন হয়। প্রা ২৭
- Basal disc** (বেসাল ডিস্ক) [L. *basis*, ভিত্তি, *discus*, চাকতি] (অ) হাইড্রার দেহের একেবারে গোড়ায় অংশ। প্রা ৭
- Bast** (বাস্ট) : [AS. *baest*, শকল] (প) **শকল** (অ) ফোড়ন। উ ৪০, ৪৫

শব্দকোষ

Beak (বীক) : [*L. beccus*, ঘোরদের ঠোঁট]

(প) চকু, (অ) পাখীর ঠোঁট। প্রা ৭৬

Bicollateral (বাইকোলাটারেল) : [*L. bis*,

বি+*collat*, এক-সঙ্গে+*latus*, পাশে]

(প) লম্বদ্বিপার্শ্বীয়, (অ) যে নালিকা বাতিলে জাইলেমের দুই পার্শ্বে ক্যাম্বিয়াম ও ফ্লোয়েম থাকে। উ ৮৩

Biennial (বাইএনিয়াল) : [*L. bis*, বি+

annus, বর্ষ] (প) দ্বিবর্ষজীবী : (অ) যে গাছ মাত্র দুই বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া ফুল-ফল উৎপন্ন করিয়া মরিয়া যায়। উ ১৬

Biology (বায়োলজী) : [*Gk. bios*, জীবন+

logos, বিজ্ঞান] (প) জীববিজ্ঞান, (অ) জীব সংক্রান্ত বিজ্ঞান। হুচনা ২

Biramous (বাইরেমাস) : [*L. bis*, বি+

ramus, শাখা] (প) দ্বিশাখ (অ) দুইটি শাখার বিভক্ত। প্রা ৬৭

Body cell : (প) দেহকোষ, (অ) somatic

cell দেখ। উ ৫১

Book lung (বুক লান্জ) : (প) শ্বাসকলার

শ্বাসযন্ত্র, (অ) যে শ্বাসযন্ত্র বা ফুলকা বইয়ের পৃষ্ঠার মতো সজ্জিত থাকে। প্রা ১৪

Bordered Pit : (প) সীমাবদ্ধ কূপ,

(অ) যে কূপের চারিদিক ঘিরিয়া এক বৃত্ত থাকে। উ ৫৭

Botany (বটানি) : [*Gk. botane*, বাস,

L. botania, বাস, বীজ] (প) উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, (অ) উদ্ভিদ সংক্রান্ত বিজ্ঞান। হুচনা ২

Bristle : (প) কুঁচ।

Bryophyta (ব্রাইওফাইটা) : [*Gk. bryon*

বস্+*phyton*, উদ্ভিদ] (অ) বস্ জাতীয় উদ্ভিদ। উ ২৩

Bud : (প) বুকুল, অঙ্কুর, কোরক। উ ৫৫

—ding (প) বুকুলোৎপন্ন,

অঙ্কুরোৎপন্ন।

Bundle : (প) বাতিল।

—cup (প) বাতিল টুপি, (অ) বৃক্ষ-স্থায়ী কাণ্ডের নালিকা বাতিলে ফ্লোয়েমের উপস্থিত তেজেরনালিকা কলা। উ ৮১

Callose (কালোস) : [*L. callum*, শক্ত স্বক]

মাঝে মাঝে সীত নলের সীত প্রোটের উপর কে কার্বোহাইড্রেট জমে। উ ৬৪

Cambium (ক্যাম্বিয়াম) : [*L. cambium*,

পরিবর্তন] (অ) একপ্রকার পার্শ্বীয় ভাজক কলা। উ ৮৩

Carapace (কারাপেস) : [*Sp. carapace*,

কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদির খোলস] (প) ক্রান্তিকার্বন, (অ) কতক প্রাণীক দেহের বাহিরের বাইটিন বা হাড় নির্মিত খোলস। প্রা ১২, ৬৩

Carbohydrate (কার্বোহাইড্রেট) :

[*L. carbo*, কয়লা+*hyler*, জল] (অ) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত শর্করাজাতীয় বৈশিক পদার্থ। উ ৫০

Carotene (কারোটিন) : [*L. carota*, গাজর]

(অ) উদ্ভিদ কর্তৃক উৎপন্ন একপ্রকার হলদে রঞ্জক পদার্থ : $C H$ । উ ৬০
40 56

Casparian strip ; [*R. caspary* নামক

জার্মানদেশীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে]

(প) ক্যাম্পেরিয়ান পট্ট, (অ) মূল

অঙ্গকের কোষগুলির দুই পার্শ্ব ও নীচের প্রান্তের বিশেষ স্থলীকরণ। উ ১১

Catabolism : *katabolism*, দেখ। হুচনা ৩

Candex (কডেক্স) : [*L. candex*, গাছের

গুড় গুঁড়ি] (প) অশাখ, (অ) শাখাবিহীন গাছের কাণ্ড। উ ১৪

Cell (সেল) : [*L. cella*, ছোট ঘর], (প) কোষ

(অ) জীবদেহের একক। হুচনা ২, উ ২৮

Cellulose (সেলুলোজ) : [L. *cellula*, ছোট কোষ] (অ) যে কার্বোহাইড্রেটের সাহায্যে কোষপ্রাচীর গঠিত হয়।

($C_6H_{10}O_5$)_n উ ১০

Cell membrane (সেল মেমব্রেন) : (প) কোষ আবরণী, (অ) ময় কোষের সজীব আবরণ। উ ২১

Cell-wall : (প) কোষপ্রাচীর, (অ) উদ্ভিদ কোষের চারিদিকে অবস্থিত বড় ও দৃঢ় আবরণী। হুন্স ১, উ ১০, ২১

Centipede (সেন্টিপেড) : [L. *centum*, শত + *pedis*, পদ] (প) শতপদী, (অ) বিহা। প্রা ১২

Centromere (সেন্ট্রোমিয়ার) : [L. *centrum*, Gk. *kentron*, কেন্দ্র + *meros*, অংশ] (অ) ক্রোমোসোমের যে অংশে আবর্তন ঘটে। উ ১০

Centrosome (সেন্ট্রোসোম) : [Gk. *kentron*, কেন্দ্র + *soma*, দেহ] (অ) প্রাণীকোষে নিউক্লিয়াসের বিকটবর্তী তারকাকার প্রোটো-মায়ার বস্তু। হুন্স ১

Cephalothorax (সে-থা কেকালথোরাক্স) : [Gk. *kophale*, মস্তক + *thorax*, বক্ষ] (প) শিরোবক্ষ, (অ) বখন কোনও সজীব প্রাণিতে শির ও বক্ষ একেবারে মিশিয়া যায়। প্রা ৬৩

Chelicere (চেলিসেরি) : [Gk. *chele*, দখল + *keras*, শূল] (অ) মাঝড়লা জাতীয় প্রাণীর শিরোবক্ষের প্রথম উপাঙ্গ। প্রা ১৫

Chitin (কাইটিন) : Gk. [*chitan*, আবরণী] (অ) কার্বোহাইড্রেট যুগপতিসিদ্ধ একপ্রকার নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ। প্রা ১০

Chlorophyll (ক্লোরফিল) : Gk. *chloros*, দাঁদের মতো সবুজ + *phyllon*, পাতা] (প) পত্রহরিত (অ) উদ্ভিদেই উৎপন্ন একপ্রকার সবুজ রঞ্জক পদার্থ। হুন্স ১, উ ৩৫

Chloroplast-id (ক্লোরোপ্লাস্ট-ইড) : [Gk. *chloros*, সবুজ + *plastos*, উৎপন্ন হইয়াছিল] (প) সবুজ কণিকা, (অ) যে প্লাসটিডে ক্লোরোফিল উৎপন্ন হয়। উ ৩৫

Chordata (কর্ডাটা) : [Gk. *chorde*, বাত্বরের তন্ত্রী] (অ) যে সকল প্রাণীর নোটোকর্ড আছে। প্রা ১

Chromoplast-id (ক্রোমোপ্লাস্ট-ইড) : [Gk. *chroma*, বর্ণ + *plastos*, উৎপন্ন হইয়াছিল] (প) বর্ণ কণিকা, (অ) যে সকল প্লাসটিডে ক্রোমোফিল ছাড়া অন্ত রঞ্জক পদার্থ থাকে। উ ৩৫

Chromatid (ক্রোমাটিড) : Gk. *chroma*, বর্ণ] (অ) একটি ক্রোমোসোমের লম্বালম্বি ও সমানভাবে বিভক্ত দুইটি অংশের একটি। উ ১৩

Chromosome (ক্রোমোসোম) : Gk., *chroma*, বর্ণ + *soma*, দেহ] (অ) নিউক্লিয়াসের মধ্যে নির্দিষ্টপংখ্যক সূত্রের মতো যে পদার্থ থাকে, যাহাংশ রং দেয়। উ ১৩

Cilia (সিলিয়া) : sing. cilium [L. *cilium*, একটি অঙ্গিপদ,] (প) রোহিণী, (অ) কোষ হইতে উৎপন্ন প্রোটোমায়ার নির্মিত সরু সূত্রের মতো অংশ। উ ৩২

Ciliary movement : (প) সিলিয়ারি চলন, (অ) রোমের সাহায্যে কোষের চলন। উ ৩২

Circulation : আ ব ভ-প তি, (অ) কোষের মধ্যে ভ্যাকুওলকে ঘিরিয়া অনিদিষ্ট দিকে প্রোটোমায়ার চলন। উ ৩১

Climber : (প) রোহিণী : (অ) যে গাছ আরোহণ করিতে পারে। উ ১৫

Clitellum (ক্লাইটেলুম) : [L. *clitellas*, পশু-পৃষ্ঠে মালমূত্রপদার্থ জিন্মাশয়] (অ) কতক অঙ্গুষ্ঠীমাল প্রাণীর বকের হীত অংশ সকল। প্রা ১৭

Cloaca (ক্লোয়কা) : [L. *cloaca*, বর্দীনা] (প) অবলারন্থী, (অ) অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণিতে যে সাধারণ দেহ-ককে মল, মূত্র ও জনন নালী আসিয়া মিলে। প্রা ৭৫, ৭৮

Closed : (vascular bundle) (প) বন্ধ,
(বালিকা বাণ্ডিল), (অ) যে বালিকা বাণ্ডিলে
ক্লোয়েম ও জাইলেমের অন্তর্ভুক্ত হানে ক্যাম্বিয়াম
থাকে না। উ ১৩

Closing membrane : (প) অবসাম-
ঝিল্লী, (অ) মধ্যগর্ভার যে অংশটি দুইটি
বিশরীতমূখী কূপের ট্রিক মধ্যে অবস্থিত। উ ৪০

Coelenterata (সিলেন্টারেটা) : [Gk.
keilos, ঈপা + *entaron*, অন্ত্র] (প) এক-
মালীনেহী প্রাণী, (অ) হাইড্রা জাতীয়
প্রাণী। প্রা ৬

Collateral : (vascular bundle) [L.
col, একসঙ্গে + *latera*, পার্শ্ব] (প) সম-
পার্শ্বীয়, (অ) জাইলেমের পাশেই যখন
ক্লোয়েম থাকে। উ ১২

Collenchyma (কালেনকাইমা) : [Gk.
kolla, শিরিস + *enchyma*, প্রবেশ করানো]
(অ) যে কলার কোণগুলি পেকটিন দ্বারা
স্থল। উ ১৮, ২২

Companion cell : (প) সঙ্গীকোষ,
(অ) সীভ-নলের পার্শ্বভর্তী জীবিত কোষ। উ ৬০

Complex tissue : (প) জটিল কলা,
(অ) যে কলার অনেক আকারের কোষ
থাকে। উ ৬১

Compound eye : [L. *cum*, একসঙ্গে +
ponere, স্থাপন করা] (প) পুঞ্জাক্ষি,
(অ) অনেকগুলি সরলাক্ষি একত্রে যে চক্ষু
তৈয়ারি করে। প্রা ১০

Concentric (কনসেন্ট্রিক) : (Starch
grain), [L. *con*, একসঙ্গে + *centrum*,
কেন্দ্র] (প) এককেন্দ্রীয়, (অ) যে স্টার্চ-
দানার কেন্দ্রে হাইল্যামটি অবস্থিত। উ ৩৯

Cone (কোন্) : [Gk. *kones*] (প) শঙ্কু,
মোচক, (অ) মোচার মতো আকার। উ ৭

Coniferous (কনিকেরাস) : [Gk. *konos*,
শঙ্কু, [L. *conus*, শঙ্কু + *ferre*, বহন করা]

(প) সরলবর্গীয়, (অ) যে গাছের শাখাগুলির
বিচিত্র সজ্জারীতির জন্য উহাকে শঙ্কুর মতো
বোঝায়। উ ৭

Conjoint (কনজয়েন্ট) : (vascular bundle),
[L. *con*, একসঙ্গে + *junctum*, যুক্ত হওয়া],
(প) সংযুক্ত, (অ) যখন একই ব্যাসার্ধের
উপর কেন্দ্র হইতে বাহিরের দিকে এখন জাইলেম
ও পরে ক্লোয়েম থাকে। উ ১২

Conjunctive tissue : [L. *con*, একসঙ্গে
+ *junctum*, যুক্ত হওয়া] (প) যোজক
কলা, (অ) মূলে প্রতি দুইটি বালিকা বাণ্ডিলের
মধ্যবর্তী কলা। উ ৭৫

Cortex (কর্টেক্স) : [L. *cortex* বহল]
(প) বহিঃস্তর, (অ) কাণ্ড ও মূলে বহল ও
পরিচক্রের মধ্যবর্তী কলাসমূহ। উ ১০

Cotyledon (কটিলিডন) : [Gk. *kotyle*
পেয়ালা] (প) বীজপত্র, (অ) জগের অংশ
এবং বীজের প্রথম পাতা। উ ২১

Creeper (ক্রীপার) : (প) ভ্রতভী, (অ) যে
গাছ মাটিতে শুইয়া থাকে, পাড়াইতে পারে
না। উ ১৫

Cryptogam (ক্রিপটোগাম) : Gk. *kryptos*,
লুক্কায়িত + *gamos*, মিলন] (প) অগ্ৰুশক,
উদ্ভিদ, (অ) যে জাতীয় গাছ ফুল-কল ও বীজ
হয় না। উ ২১

Crystal (ক্রিস্টাল) : Gk. *krystallos*,
বরফ] (প) স্ফটিক, ফেলাজ। উ ৪২, ৪৩

Crystallloid (ক্রিস্টালয়েড) : [Gk. *krysta-*
llos, বরফ + *eidos*, গঠন] (অ) উদ্ভিদমূর্থে
অ্যালিউরোন দানার মধ্যস্থ কোলাস। উ ৪১

Ctenoid (টিনয়েড) : [Gk. *kleis*, চিরনি +
einos, আকার] (অ) যে আঁইশের দ্যায়টি
চিরনির মতো ধাঁজ কাটা। প্রা ৬৯

Culm (কালম্) : [L. *culmus*, বৃহৎ]
(প) ভূগর্ভস্থ (অ) যে লম্বা অগ্ৰাণ কাণ্ডে
পর্বমধ্যগুলি ঈপা। উ ১৪

Outlet (কিউটল) : [L. *outis*, বক]

(গ) বক, কুড়িকা, (অ) প্রাণিদেহের বক বা উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতার একেবারে বাহিরের একটি ফল। উ ৬১

Outin (কিউটিন) : [L. *cutis*, বক]

(অ) দেহুলোমের সহিত সম্পর্কযুক্ত একপ্রকার পদার্থ। উ ৬১

Outinisation (কিউটিনাইজেশন) : [L. *cutis*, বক] (অ) কিউটিন দ্বারা কোষপ্রাচীরের

দৃঢ়ীকরণ। উ ৬১

Cycloid (সাইক্লয়েড) : [Gk. *kyklos*, বৃত্ত +

eidos, আকার] (অ) যে আঁইশের ধার মন্থন হয়। উ ৬১

Cyclosis (সাইক্লোসিস) : [Gk. *kyklos*,

বৃত্তাবর্তন] (গ) আবর্তন, (অ) কোষের মধ্যে ভ্যাকুওলের চারিদিকে প্রোটোপ্লাজমের চলন।

উ ৩০

Cystolith (সিস্টোলিথ) : [Gk. *kystis*,

থলি + *lithos*, পাথর] (অ) কতক গাছের পাতার অবস্থিত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্বারা গঠিত কেলসিট বর্জ্য দ্রব্য। উ ৪২

Cytokinesis (সাইটোকাইনেসিস) : [Gk. *kytos*,

কোষাংশ + *kinesis*, চলন]

(অ) সাইটোপ্লাসম প্রক্রিয়ার পর সাইটোপ্লাজমের বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া। উ ৪১, ৪৪

Cytoplasm (সাইটোপ্লাজম) : [Gk. *kytos*,

কোষাংশ + *plasma*, আকার] (অ) কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস ও প্রাসটিট বাহ্যি দ্বারা বাকি অংশ

অবর্তনশীল পদার্থ। উ ৩৬

Daughter cell : (গ) অপত্য কোষ

(অ) মাতৃ-কোষ বিভক্ত হইয়া যে কোষ উৎপন্ন করে। উ ৪১

Deciduous (ডেসিডিউয়াস) : [L. *decidere*,

পড়িয়া যাওয়া] (গ) পাতালী, (অ) পাতা বা উদ্ভিদদেহের অন্ত কিছু বাহ্যি পরিণত অবস্থায় থাকা পড়িয়া যায়। উ ৬

Forest (গ) পর্বমোচী বৃক্ষ, (অ) যে

গাছের পাতা বিশেষ বস্তুতে থাকা পড়িয়া যায়। উ ৬, ৭

Dermatogen (ডার্মাটোজেন) [Gk. *derma*,

বক + *genos*, জন্ম] (অ) উদ্ভিদের

অগ্রস্থ ভাজক কলার বাহিরের যে জটিল বক উৎপন্ন করে। উ ৭০, ৮৪

Diocotyledonous (ডাইকটিলেডনাস) : [Gk. *di*,

বি + *cotyledon*, বীজপত্র]

(গ) দ্বিবীজপত্রী, (অ) বাহ্যিক বীজ দুইটি বীজপত্র আছে। উ ২১

Digestion (ডিজেশশন) : [L. *digestis*

হজম করা] (খ) পরিপাক, (অ) যে

প্রক্রিয়ার জটিল খাদ্যদ্রব্যকে তরল ও সাধারণ অবস্থায় পরিণত করা হয়। উ ৪

Digit (ডিজিট) : [L. *digitus*, আঙুল]

(গ) আঙুলি। প্রা ৭৪

Dormant (ডরমান্ট) : [F. *dormir*

L. *dormire*, ঘুমানো] (গ) অসুপ্ত। উ ৩১

Dorsal (ডরসাল) : [L. *dorsum*, পিছন]

(গ) পশ্চাদ্ভঙ্গন, পৃষ্ঠ। প্রা ৭১

—*fin* (গ) পৃষ্ঠপাখানা, (অ) বাহ্যিক পিঠের

উপরের পাখানা। প্রা ৭১

Dorsiventral (leaf). (ডরসিভেন্ট্রাল) :

[L. *dorsum*, পৃষ্ঠ + *venter*, পেট]

(গ) বিষমপৃষ্ঠ (পাতা), (অ) যে পাতার

উপর ও নীচ, উত্তর দিকের রস ও কলাসহান স্থাপিতভাবে পৃথক। উ ৭২

Ear drum : (গ) কর্ণপট্ট, (অ) মেরুগু

প্রাণীর অন্তঃকর্ণে অবস্থিত ঝিল্লী। প্রা ৭৪

Eccentric (এক্সেন্ট্রিক) : (starch grain),

[G. *ek*, বাহিরে + *kentron*, কেন্দ্র]

(গ) উৎকেন্দ্রীয়, (অ) যে কার্ণামার

হাইল্যান্ড একধারে অবস্থিত। উ ৩১

Echinodermata (একাইনোডার্মাটা) :

[Gk. *echinos*, ঝাঁটা+*derma*, ত্বক]

(প) কণ্টকাক্ত প্রাণী. (অ) তারাযাচ জাতীয় প্রাণী। প্রা ২৫

Ectoplasm (এক্টোপ্লাজম) :

[Gk. *ektos*, বাহিরে+*plasma*, আকার] (অ) প্রোটো-
প্লাজমের একেবারে বাহিরের দিকের স্তর। উ ৩৬

Egg : (প) ডিম্বাণু. (অ) বী-জননকোষ। প্রা ৩৩

Endodermis (এন্ডোডার্মিস) :

[Gk. *endon*, অভ্যন্তরে+*derma*, ত্বক] (প) অভ্যন্তর
(অ) উদ্ভিদদেহে বহিঃস্তরের একেবারে ভিতরের
দিকে যে কলাটিক কেন্দ্রভুক্তকে বিব্রিণা থাকে।

উ ৭৮

Endoplasm (এন্ডোপ্লাজম) :

[Gk. *endon*, অভ্যন্তরে+*plasma*, আকার] (অ) এক্টো
ও টেনোপ্লাজমের মধ্যবর্তী ঘন দানাদার
অভ্যন্তর সাইটোপ্লাজমের অংশ। উ ৩৬

Endosperm (এন্ডোস্পার্ম) :

[Gk. *endon*, অভ্যন্তরে+*sperma*, বীজ] (প) লব্ধ,
(অ) বীজের যে কলার খণ্ড সঞ্চিত থাকে। উ ৫১

Epiblemma (এপিথ্রেম) :

[Gk. *epiblemma*, ঢাকনা] (প) মূলত্বক. (অ) মূলের একেবারে
বাহিরের কলা। উ ৭০

Epidermis (এপিডার্মিস) :

[Gk. *epi*, উপরি+*derma*, ত্বক] (প) ত্বক. বহিঃত্বক,
(অ) কাণ্ড ও পাতার একেবারে বহির্ভাগের
কলা। উ ৬৮

Epiphyte (এপিকাইট) :

[Gk. *epi*, উপরি+*phylon*, উদ্ভিদ] (প) পল্লভাঙ্গী, (অ) যে
বৃক্ষোদ্ভী গাছ অন্য কোন গাছের ডালে বাস করে
স্বাভাৱে। উ ১৪, ১৭

Evergreen (এভারগ্রীন) :

(প) চিরহরিৎ,
(অ) যে গাছের পাতা বিশেষ ঋতুতে ঝরিয়া
যায় না। উ ৫

Excretion (এক্সক্রিশন) :

[L. *ex*, বাহিরে+*cernere*, চালুনি দ্বারা কাড়া] (প) রসেচন,
(অ) বিপাক ক্রিয়া বর্জ্যবাহী হ্রদ হইতে বর্জ্যব্র-
সমূহকে বাহির করিয়া দেওয়া। দৃঢ়না ৪

Exoskeleton (এক্সোস্কেলিটন) :

[Gk. *exo*, বাহিরে+*skeletos*, শক্ত] (প) কঙ্কটকাবরণ,
(অ) কোনও কোনও প্রাণীর ত্বক হইতে শিঃসারিত
ব্রহ্ম দ্বারা উৎপন্ন দেহের শক্ত আবরণ। প্রা ১০

Extra-stellar (এক্সট্রাস্টেলার) :

[L. *extra*, বহিঃ+Gk. *stelo*, তত্ত্ব] (প) বহিঃতত্ত্ব,
(অ) কেন্দ্রভূতের বাহিরে। উ ৭৩

Fat (ফ্যাট) :

(প) তৈলপদার্থ, চর্বি
(অ) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা
গঠিত বৈশিষ্ট্য পদার্থ। উ ৩০

Fibre (ফাইবার) :

[L. [*fibra*, কিতা]
(প) তন্তু, (অ) উদ্ভিদদেহের শক্তিদায়ক লব্ধ
আকারের কোষ। উ ৬১, ৬৫

Fin (ফিন) :

(প) পাখাঙ্গা. (অ) মাছের দেহে
পাতলা ত্বক দ্বারা মুক্ত হাড়ের তৈলারি অংশ।
প্রা ৭১

Flagella (ফ্লাজেলা) :

[L. *flagellum*,
চাবুক] (অ) অনেক কোষে প্রোটোপ্লাজম
নির্মিত চাবুকের মতো অংশ। প্রা ৩৪

Flowering plant :

(প) লপুষ্পক
উদ্ভিদ. (অ) যে জাতীয় গাছে ফুল, ফল ও
বীজ জন্মায়। উ ২১

Fore (ফোর) :

[L. Gk. *pore*, Sans. *pooras*, অগ্র, পূরঃ] (প) পূরঃ. অগ্র,
—arm, (প) পুরোবাহ। প্রা ৭৪
—limb, (প) অগ্রপদ। প্রা ৭৪

Free cello mation :

(প) অব্যব
কোষ গঠন. (অ) যে কোষ-বিভাজন
প্রক্রিয়ায় অপত্য নিউক্লি়াসের মধ্যবর্তী স্থানে কোষ
প্রাচীর গঠিত হয় না। উ ৫৬

Fresh water :

(প) মিঠা জল, (অ) যে

জল লব্ধাক্ত নয়। উ ১, ১৩

Fundamental tissue (ফাউন্ডামেন্টাল

টিসু) : [L. *fundamentum*, ভিত্তি]
(প) আদি কলা। Ground tissue
সেখ। ৭৩

উচ্চ মাধ্যমিক জীব-বিজ্ঞান : প্রথম খণ্ড

Fungus (ফাঙ্গাস) : pl. *fungi* (ফাঙ্গি), [*L. fungus*, ব্যাঙের হাতা] (প) ছত্রাক
(অ) একজাতীয় ফ্রোংকিলবিহীন উদ্ভিদ। উ ২২

General cortex (জেনারেল কর্টেক্স) :
(প) সাধারণ বহিঃস্তর, (অ) বিবীজপত্রী
উদ্ভিদের কাণ্ডে অবস্থিত অবশ্বক ও অবশ্বকের
স্বাবর্তী কলা। cortex দেখ। উ ৭৭

Genital (জেনিটাল) : [*L. gignere*, জন্ম
দেওয়া] (প) জন্মদায়ক

—*aperture* (আপারচার), (প) জন্মদায়ক
রন্ধ। প্রা ৩১

—*organ*, (প) জন্মদায়ক অঙ্গ।

—*papila* (প্যাপিলা), (প) জন্মদায়ক
পিড়িকা। প্রা ৭৭

Gland (গ্লাণ্ড) : [*L. glans*, গুঁড় গাছের
ফল বা বীজ] (প) গ্রন্থি, (অ) যে বিশেষ
কোষ বা কোষসমষ্টি হইতে রস নিঃসৃত হয়। উ ১৯

Globose (গ্লোবোজ) : [*L. globus*, গোলক +
[*Gk. eiloea*, আকার] (অ) কালসিরাম
ও ম্যাগনেসিয়াম কসকেট দ্বারা গঠিত অ্যালুমিন
দানার সম্বন্ধিত গোলকাকার কেলস। উ ৪১

Glucose (গ্লুকোজ) : [*Gk. glykys*, মিষ্ট]
(প) জীবাশ্বকর্ষক, (অ) একজাতীয়
শর্করা, $C_6H_{12}O_6$ । উ ৩৭, ৩৯

Granular (গ্র্যানুলার) : [*L. granulum*,
দানা] (প) দানাযুক্ত, কণাময়। উ ৩০

Ground tissue : (প) আচ্ছাদক কলা
(অ) উদ্ভিদদেহে স্বক ও নালিকা বাহিকাকে ঘাট
বিহীন বাকি সকল কলা। উ ৭৩

Guard cell (গার্ড সেল) : (প) রক্ষীকোষ,
(অ) পত্ররন্ধ্রের অন্তর্গত দুইটি অর্ধপ্রোক্ততির
কোষ। উ ৭০

Gymnosperm (জিমনোস্পার্ম) : [*Gk. gymnos*,
প্রকাশিত, ব্যস্ত + *sperma*, বীজ]
(প) ব্যস্তবীজী, (অ) যে সকল মনুষ্পক
উদ্ভিদের বীজ উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। ৬, ২১

Habitat (হাবিট্যাট) : [*L. habitare*, বাস
করা] (প) বসতি, (অ) যে স্থানে বা পরিবেশে
কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণী বাস করে। উ ১

Hadrocentric (হ্যাড্রোসেন্ট্রিক) : (bun-
dle [*Gk. hadros*, পুরু + *kenitrom* কেন্দ্র]
(প) হ্যাড্রোসেন্ট্রিক, (অ) যে নালিকা
বাহিকোয়ালেসকে বিহীন প্রোথের থাকে। উ ১৩

Halophyte (হ্যালোফাইট) : [*Gk. hals*,
লবণ + *phyton*, উদ্ভিদ] (অ) যে সকল
জলজ উদ্ভিদ লবণাক্ত জলাভূমিতে বাস
করে। উ ১১

Half compound (starch grain) :
(প) অর্ধ-যুক্ত, (অ) যে যুক্ত কাচিলাকার
চারিদিকে কাচি উপাদানের সাধারণ আবরণী
থাকে। উ ৩৯

Hard bast (হার্ড বাস্ট) : (প) কঠিন
শক্ত, (অ) দুর্বলী কাণ্ডের নালিকা বাহিকো
প্রোথের উপরস্থ স্ক্লে রেনকাইন কলা। উ ৮০

Haustorium (হাস্টোরিয়াম) : pl. haustoria,
[*L. haustor*, চোষণ] (প) চোষক মূল,
(অ) যে মূলের সাহায্যে পরজীবী গাছ
পোষক গাছের অভ্যন্তর হইতে রস শোষণ
করে। উ ১৮

Helminthes (হেলমিনথিস) : [*Gk. helmine*
কৃমি] (অ) কৃমি জাতীয় প্রাণী। প্রা ৮

Herb (হার্ব) : (প) বীজৎ (অ) ছোট কোমল
কাণ্ডযুক্ত মনুষ্পক উদ্ভিদ। উ ১০

Hermaphrodite (হার্মাফ্রোডাইট) :
[*Gk. Hermaphroditos*, গ্রীক পুরাণে বর্ণিত
উত্তরলিঙ্গ বিশিষ্ট একটি চরিত্র] (প) উভলিঙ্গ,
(অ) যে জীবের দেহে পুং ও স্ত্রী উভয়
জনন অঙ্গই বর্তমান। প্রা ২০

Heterodont (হেটারোডন্ট) : [*Gk. heteros*,
অন্ত + *odous*, দাঁত] (অ) ভিন্ন ভিন্ন কার্যের জন্য
বিভিন্ন আকারের দাঁত থাকা। প্রা ৪৮

Heterophyte (হেটারোফাইট) : [Gk. *heteros*, অত্র, পৃথক + *phyton*, উদ্ভিদ]

(প) পত্রভোজী (অ) যে গাছেরা
বিভিন্নরূপে খাদ্য ভৈয়ারি করিতে পারে না বলিয়া
বাহির হইতে নানা উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ
করে। উ ১৭

Hibernation (হাইবারনেশন) : [L. *hibernus*, শৈত্য, *hibernatum*, শীতবাসন করা]

(প) শীতস্তম্ভ, শীতভ্রম, (অ) যে প্রকৃতির
কোনও কোনও প্রাণী নিদ্রার অবস্থায় শীতবাসন
করে। প্রা ৭৩

Homocercal (হোমোসারকাল) : [Gk. *homos*, একই + *kerkos*, লেজ] (অ) যখন

কোন লেজ সমান বা প্রায় সমান প্রত্যংশ দ্বারা
গঠিত হয় এবং অক্ষটি উহার গোড়ার মধ্যভাগে
শেষ হয়। প্রা ৭১

Host (হোস্ট) : (প) পোষক, (অ) বাহার স্নেহ
পরতীবা বাস করিয়া উহাকে শোষণ করে। ২৫

Hydra : [Gk. *hydra*, গ্রীক পুরাণে বর্ণিত
বহুশীর্ষ জলচর সর্পদানব বিশেষ] (অ) একপ্রকার
জাত ক্ষুদ্র এককালীয়েদী প্রাণী। প্রা ৭

Hydrophyte (হাইড্রোফাইট) : [Gk. *hydra*, জল + *phyton*, উদ্ভিদ] (প) জলজ
উদ্ভিদ, (অ) যে উদ্ভিদ জলে বাস করে। উ ৮

Hypodermis (হাইপোডার্মিস) : [Gk. *hypo*, নীচে, অর্থ + L. *dermis*, ত্বক]
(প) অধঃত্বক, (অ) ত্বকের নীচে অবস্থিত একটি
কলা। উ ৭৫, ৭৬

Imago (ইমাগো) : [L. *imago*, প্রতিমূর্তি]
(অ) পতঙ্গের পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। প্রা ২০

Incisor (ইনসাইসর) : [L. *inoisus*, কাটা]
(প) কূড়ক দন্ড, (অ) তরগারী প্রাণীরা
যে দাঁতের সাহায্যে খাদ্যকে ছিঁড়ে। প্রা ৮০

Indirect nuclear division : (অ) বাই-
টোসিস দেখ। উ ৫১

Insectivorous (ইনসেক্টিভোরাস) : [insect.
পতঙ্গ + L. *vorare*, খাওয়া] (প) পতঙ্গভক্ষক,
(অ) বাহার পতঙ্গ আহার করে। উ ১৮

Intercalary (ইন্টারক্যালারি) : [L. *inter-*
calaris, সন্নিবেশিত] (প) নিবেশিত। উ ৫৭

—meristematic tissue :
(প) নিবেশিত তাজক কলা, (অ) দুইটি
হারী কলার মধ্যবর্তী অংশে সন্নিবেশিত
তাজক কলা। উ ৫৭

Inter cellular space (ইন্টার সেলুলার
স্পেস) : [L. *inter*, অন্তর্বর্তী + *cellular*,
কোষের + *space*, ফাঁক] (প) আন্তঃকোষ
রাজ্য, (অ) দুইটি কোষের অন্তর্বর্তী স্থানের
ফাঁক। উ ৬২

Intestine (ইন্টেষ্টিন) : [L. *intestinus*,
ভিতরের (প) আন্ত্র, (অ) পাকস্থলীর নিম্নভাগ
হইতে শুরু করিয়া পায়ু অবধি বিস্তৃত খাদ্যনালীর
অংশবিশেষ। প্রা ৮

Intra stellar (ইন্ট্রা স্টিলার) : [L. *intra*,
ভিতরে + *stellar*, কেন্দ্রত্বকের] (প) আন্তঃ
কেন্দ্রত্বক, (অ) কেন্দ্রত্বকের ভিতরে। উ ৭৬

Inulin (ইনিউলিন) : [L. *inula*, একপ্রকার
গাছ] (অ) অনেক উদ্ভিদের মূল ও তুলসি
কাণ্ডে অবস্থিত একপ্রকার তরল ও জটিল
কার্বোহাইড্রেট (C₆H₁₀O₅)_n। উ ৩৭

Irritability (ইরিটাবিলিটি) : [L. *irri-*
late, উত্তেজিত করা] (প) উত্তেজিত্ব,
(অ) উত্তেজক প্রদোষে সজীব বস্তু সাড়া দিবার
ক্ষমতা। মূল্য ৩

Isobilateral (আইসোবাইল্যাটারেল) : (leaf)
[Gk. *isos*, সমান + L. *bis*, দ্বি + *latus*,
পার্শ্ব] (প) সমান্তরভূত, যে পাতার উত্তর
পৃষ্ঠের রং ও কলান্যায়ন সমান। উ ৭২

Karyokinesis (কারিওকাইনেসিস) : [Gk. *karyon*, নিউক্লিয়াস + *kinesis*, চলন]

(অ) হাইটোসিস দেখ। উ ৫১

Katabolism (ক্যাটাবোলিজম) : [Gk. *kata*, নিচে + *bale*, বিক্ষেপ] (প) অপচিতি,
(অ) জীবদেহে ক্ষয়সাম্বন্ধ রাসায়নিক ক্রিয়া।

দৃশ্য ৩

Labium (লেবিয়াম) : [L. *labium*, ওষ্ঠ]
(প) ওষ্ঠ, (অ) সন্ধিপদ প্রাণীর সংযুক্ত দ্বিতীয়
ম্যাক্সিলায়র। প্রা ৬০, ৬৩

Labrum (ল্যাব্রাম) : [L. *labrum*, ওষ্ঠ]
(প) উপরোষ্ঠ, (অ) সন্ধিপদ প্রাণীর উপরের
ওষ্ঠ। প্রা ৬০

Lateral (ল্যাটারেল) : [L. *latus*, পার্শ্ব]
(প) পার্শ্বীয়, পার্শ্ব। উ ৫৭

—**line** : (প) পার্শ্বরেখা, (অ) মাহের
পার্শ্বদেশে অবস্থিত দুইটি লম্বা রেখা। প্রা ২৭

—**meristematic tissue** :
(প) পার্শ্বীয় ভাজক কলা, (অ) কাণ্ডের
একপাশ বহিরা পরিধিকে যে ভাজক কলা
বেটব করিয়া থাকে। উ ৫৭

Latex (ল্যাটেক্স) [K. *latex*, রস] (প) তরু-
জীর, (অ) দুধের মতো রস কোবরস। ৭৮

—**cell** (প) জীরকোষ (অ) যে কোষে
তরকারি থাকে। উ ৫৫, ৬৬

—**vessel** (প) জীরনালী, (অ) যখন
জীরকোষ শাখায়িত ও পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দালী
তৈয়ারি করে। উ ৫৫, ৬৬

Latisiferous duct (ল্যাটিসিফেরাস ডাক্ট) :
[L. *latus*, রস + *ferre*, বহন করা]

(প) জ্যাঙিলিকেরাস দালী, (অ) যে
দালীতে তরকারি থাকে। উ ৫৫

Leptocentric (লেপ্টোসেন্ট্রিক) : [Gk. *leptos*, পাতলা + *kentron*, কেন্দ্র]

(প) লেপ্টোসেন্ট্রিক, (অ) যে মালিক
বাঙিলে কেন্দ্রকে ঘিরিয়া জাইসেন থাকে। উ ৬০

Leucoplast (লিউকোপ্লাস্ট)-**id** : [Gk. *leukos*, সাদা + *plastid*, প্লাসটিড] (প) স্বর্ণ-
হীম কণা, (অ) সাদা প্লাসটিড। উ ৬৫,

Lignification (লিগনিকিফিকেশন) : (প) লিগন-
মিশ্রণ, (অ) লিগনিন দ্বারা কোষপ্রাচীর
স্থায়ীকরণ। উ ৫৯

Limb (লিম্ব) : (প) পদ। প্রা ৭৫

Mammalia (ম্যামালিয়া) : [L. *mamma*,
তন] (প) ভদ্রপায়ী প্রাণী, (অ) যে স্তনীয়
প্রাণীর দ্বারা শিশুরের তত্পান করা। প্রা ৮৮

Manas (ম্যানাস) : [L. *manas*, হাত]
(প) হাত। প্রা ৭৫

Mandible (ম্যান্ডিবল) : [L. *mandi-
bulum*, চোয়াল] (প) চোয়াল, (অ) সন্ধিপদ-
প্রাণীর মুখের এক জোড়া উপাঙ্গ। প্রা ৬০

Mangrove vegetation : (প) গরুর-
জাতীয় গাছপালা : (অ) সমুদ্রকূলভর্তী
এক বিশেষ জাতীয় ফ্যানোকাইট অরণ্য। উ ১১

Maxilla (ম্যাক্সিলা) : [L. *maxilla*, চোয়াল]
(অ) সন্ধিপদ প্রাণীর ম্যান্ডিবল-এর পিছনে
অবস্থিত একটি উপাঙ্গ। প্রা ৬৫

Maxillipede (ম্যাক্সিলিপেড) : [K. *maxi-
lla*, চোয়াল + *pes*, পদ] (অ) সন্ধিপদ প্রাণীর
ম্যাক্সিলায়র পিছনে অবস্থিত এক, দুই বা তিন
জোড়া উপাঙ্গবিশেষ। প্রা ৬৬

Maxillula (ম্যাক্সিলিউলা) : [L. *maxilla*,
চোয়াল] (অ) সন্ধিপদ প্রাণীর একটি উপাঙ্গ
বিশেষ। প্রা ৬৫

Medulla (মেডুলা) : [L. *medulla*, মজা,
শাঁস] (প) মজ্জা, (অ) কেন্দ্রভেদের কেন্দ্রের
অবস্থিত একটি কলা (Pith)

—**ray** : (মেডুলায়) rays, (প) মজ্জারাইড

- (অ) কাণের প্রতি দুইটি মালিকা বাড়িলে
যথাযথী হ্রাসে অক্ষার প্রসারিত অংশ। উ ৭৫, ৮০
- Meiosis** (মাইওসিস, মিওসিস) : [Gk. *meiosis*, হ্রাস] (অ) যে কোষ বিভাজনের ফলে
ক্রোমোজমের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া অর্ধেক
হয়। উ ৫০
- Meristematic tissue** (Meristem—
মেরিস্টেমাটিক টিস্যু) : [Gk. *meristos*,
বিভাগযোগ্য] (প) ভাজক কলা। (অ) যে
কলার কোষগুলি বিভক্ত হইতে সক্ষম। উ ৫৭
- Mesophyll** (মেসোফিল) : [Gk. *mesos*,
মাঝামাঝি + *phyllon*, পাতা] (অ) পাতার
মধ্য প্যারেনকাইমা কলা। উ ৭৬, ৭৮
- Mesophyte** (মেসোফাইট) : [Gk. *mesos*,
মাঝামাঝি + *phyton*, উদ্ভিদ] (প) মাঝারণ
উদ্ভিদ, (অ) জলজ ও ভাস্কর উদ্ভিদের
মাঝামাঝি ধরনের উদ্ভিদ। উ ১০
- Metabolism** (মেটাবোলিজম) : [Gk. *meta-*
bole, পরিবর্তন] (প) বিপাকক্রিয়া,
(অ) উপচিতি ও অপচিতি একত্রে। সূচনা ৩
- Metaphase** (মেটাফেজ) : [Gk. *mela*,
পরবর্তী + *phasis*, ধাপ] (প) দ্বিতীয় দশা,
(অ) মাইটোসিসের দ্বিতীয় দশা। উ ৫৩
- Metaxylem** (মেটাক্সাইলেম) : [*mela*,
পরে + *xylon*, কাঠ] (অ) অপেক্ষাকৃত মোট
সোপানাকার, জালাকার কিংবা সপাড়যুক্ত
বাহিকাবিশিষ্ট ক্রাইলেম। উ ৬৩
- Microscope** (মাইক্রোস্কোপ) : [Gk. *micros*,
অণু, ক্ষুদ্র + *scope*, বীক্ষণ, দেখা] (প) অণু-
বীক্ষণ যন্ত্র, (অ) যে যন্ত্রের সাহায্যে এতি
ক্ষুদ্র বস্তুকেও বিবর্তিত করিয়া দেখা যায়। উ ২৩
- Middle lamella** (মিডল ল্যামেলা) :
[*L. lamella*, খুঁ পতলা ধাতু-নির্মিত চামড়] (প)
মধ্যপর্দা, (অ) দুই পরস্পর সংলগ্ন
কোষপ্রাচীরের মাঝারণ স্তর। উ ৫৬
- Mitosis** (মাইটোসিস) : [Gk. *mitos*, হতা] (অ)
পর্যাক নিউক্লিয়ার বিভাজন। উ ৫১, ৫২
- Mollusca** (মোলাস্কা) : [*L. molluscus*,
কোমল] (প) শাফুক জাতীয়
প্রাণী। প্রা ২৩
- Monocotyledonous** (মনোকটিলেডনাস)
[*Gk. monos*, একটি + *cotyledons*,
বীজপত্র] (প) একবীজপত্রী (৩) যে সকল
উদ্ভিদ উদ্ভিদের বীজে একটিমাত্র বীজপত্র
থাকে। উ ২১
- Mother cell** (প) মাতৃকোষ, (অ) যে
কোষ বিভক্ত হইতেছে। উ ৫১
- Mucilage** (মিউসিলেজ) : [*L. mucus*,
স্লেমা] (অ) কোনও কোনও উদ্ভিদের কোষ-
প্রাচীরের উৎপন্ন একপ্রকার পদার্থ। উ ৫৫
- Multicellular** (মাল্টি সেলুলার) :
[*L. multus*, বহু + *cello*, কোষ (প) বহু-
কোষী, (অ) অনেক কোষদ্বারা গঠিত। উ ২৯
- Naked Cell** (প) নগ্নকোষ, (অ) যে কোষে
কোষপ্রাচীর থাকে না। উ ২৯
- Nemathelminthes** (নিম্যাটেলমিনথিস) :
[Gk. *nematos*, হৃৎ + *helminthes*, কৃমি]
(প) নগ্নকৃমি, গোল কৃমি। প্রা ৯
- Nephridiopore** (নেফ্রিডিওপোর) : [Gk.
nephros, বৃক্ক + *poros*, পথ] (অ) অমেরুদণ্ডী
প্রাণীর বৃক্কের রক্তপথ। প্রা ৫৮
- Nerve** (নার্ভ) : [*L. nervus*, পেশী তন্তু]
(প) স্নায়ু, (অ) মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত
অমুহূতির শাখক তন্তুসকল। প্রা ৬৪
- Nictitating membrane** (নিক্টিটেটিং
মেমব্রেন) : [*L. nictare*, চোখ টেপা]
(প) উপপল্লব, (অ) সরীসৃপ, পাখী ও
কৃত্তপাখী প্রাণীদের চোখের পর্দাবিশেষ। প্রা ২৬

Nuclear membrane : (প) নিউক্লিয়াস আবরণী, (অ) নিউক্লিয়াসের চারিধিকের আবরণ। উ ৩৪

—**reticulum** : [*L. nuclear*, নিউক্লিয়াস লবণীয় + *reticulum*, ছোট জাল] নিউক্লিয়াস জালিকা, (অ) নিউক্লিয়াসের যথার্থ জালিকা। উ ৩৪

—**sap** : (প) নিউক্লিয়াস রস, (অ) নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ রস।

Nucleolus (নিউক্লিওলাস) : Pl. nucleoli, [*L. nucleus*, নিউক্লিয়াস] (অ) নিউক্লিয়াসের ঘনতম অংশ। উ ৩৫

Nucleoplasm (নিউক্লিওপ্লাজম) : [*L. nucleus*, শাস + *plasma*, আকার] (অ) nuclear sap দেখ। উ ৩৪

Nucleus (নিউক্লিয়াস) : [*L. nucleus*, শাস] (অ) প্রোটোপ্লাজমের ঘনতম অংশ। উ ৩৪

Nuptial pad (হুপনিমাল পাড) : [*L. nuptialis*, বিবাহ-ক্রান্ত] (অ) প্রজনন বস্তুতে ব্যাঙ ইত্যাদি জাতীয় প্রাণীর হাতের তালুতে গঠিত একপ্রকার আভরণ। প্রা ৭৫

Nutrition (নিউট্রিশ্যন) : [*L. nutrire*, খাওয়া] (প) পুষ্টিসাধন, (অ) খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও আত্মকরণকে একসঙ্গে পুষ্টি সাধন বলে। হুচনা ৪

Open : (vascular bundle) (প) খুল্ল (মালিকা বাঙিল), (অ) মালিকা বাঙিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে ক্যাম্বিয়াম থাকে না। উ ৮২

Operculum (অপারকুলাম) : [*L. operculum*, ঢাকনা] (প) কানকুয়া, (অ) মাছের ফুলকার ঢাকনা। প্রা ৬২

Palisade Parenchyma (প্যালিসেড প্যারেনকাইমা) : [*E. palisade*, [*L. palus*,

খুঁটি] (অ) বিবর পৃষ্ঠপাতার মেসোফিলে অবস্থিত, তত্ত্বাকার প্যারেনকাইমা কোষ। প্রা ৭৬

Parasite : [*Gk. parasites*, যে আশ্রয় খাড়ে বসিয়া যায়] (প) পরজীবী, (অ) যে জীব অন্য জীবের দেহে হইতে রস শোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। উ ১৮

Parenchyma (প্যারেনকাইমা) : [*Gk. para*, পার্শ্ব + *enchyma*, অমুদ্রবেশ] (অ) পাতলা কোষপ্রাচীর-বিশিষ্ট ও নরম উদ্ভিদ কলা। উ ৫৮

Parotid gland (প্যারোটিড গ্লান্ড) : [*Gk. parotis*, *pariados*, কর্ণের নিকটবর্তী; *para*, পার্শ্ব, *ous*, কর্ণ।] (প) প্যারোটিড গ্রন্থি (অ) কোনও কোনও উভচর প্রাণীর মস্তকের পার্শ্বে অবস্থিত বড়, স্বীত ও চর্মগ্রন্থির সমষ্টি। প্রা ৭৫

Passage cell : (প) প্যাসেজ কোষ (অ) মূলের অন্তর্ভুক্ত অবস্থিত পাতলা কোষ, প্রাচীর-বিশিষ্ট কোষ। উ ৮০

Pectoral fin (পেকটোরাল ফিন) : [*L. pectus*, বক্ষ] (প) বক্ষ পাখনা, (অ) মাছের বক্ষদেশে অবস্থিত পাখনা। প্রা ৭০

Pedipalpus (পেডিপ্যালপাস) : Pl. pedipalpi. [*L. pes*, পদ + *pulpare*, অমুদ্রবেশ করা] (অ) মাংসভক্ষী জাতীয় প্রাণীর নিরোবক্ষ-দেশে অবস্থিত দ্বিতীয় জোড়া উপাঙ্গ। প্রা ১৫

Pelvic fin (পেলভিক ফিন) : [*L. pelvis*, পামলা] (প) জোড়ী পাখনা, (অ) মাছের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত পাখনা। প্রা ৭০

Penis : [*L. penis*, লিঙ্গ] (প) লিঙ্গ, লিঙ্গ, (অ) পুং-জননেন্দ্রিয়। প্রা ৮১

Perennial (পেরিনিয়াল) : [*L. per*, ব্যাপিয়া + *annual*, বর্ষ] (প) বহুবর্ষজীবী, (অ) যে সকল গাছ বহু বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া, বহুবার ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন করে। উ ১৬

Periblem (পেরিলেম) : [Gk. *peri* চতুর্দিকে + *blema*, ঢাকনা] (অ) অগ্রস্থ ভাজক কলার ডার্মটোজেন ও মিরোমের মধ্যবর্তী কলা। উ ১০, ৮৫

Pericole (পেরিসাইকল) : [Gk. *peri*, চতুর্দিকে + *kuklos*, বৃত্ত] (প) পরিচক্র, (অ) কেন্দ্রভূজের বহির্ভাগে অন্তর্ভুক্ত ও সংবহন কলার মধ্যবর্তী কলা। উ ১৫

Permanent tissue : (প) স্থায়ী কলা, (অ) যে কলার পরিণত কোষগুলি সাধারণত বিভক্ত হইতে পারে না। উ ৫৭

Pes (পেস) : [L. *pes*, পদ] (প) পদপূর্ত, পদপাত। প্রা ৭৫

Phanerogam (ফানা রো গ্যাম) : [Gk. *phaneros*, প্রকাশিত + *gamos*, মিলন] (প) সপুষ্পক উদ্ভিদ, (অ) flowering plant দেখ। উ ২১

Phloem (ফ্লোয়েম) : [Gk. *phloios*, ভিতরের ছাল] (অ) উদ্ভিদস্কেলের যে তলি কলার মধ্য দিয়া খাদ্য চলাচল করে। উ ৬৩

Photosynthesis (ফোটোসিন্থেসিস) : [Gk. *phos*, *photos*, আলো + *synthesis*, সংযোজিত করা] (প) সালোক সংশ্লেষ, (অ) যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল সহযোগে ক্লোরোফিল ও আলোর উপস্থিতিতে খাদ্য প্রস্তুত করে। উ ৭২

Phylum (ফাইলম) : [Gk. *phylon*, বংশ] (প) পর্ব, (অ) কতকগুলি সদৃশজাত উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি দল। প্রা ৫

Pinna (পিনা) : [L. *pinna*, পালক] (স্তম্ভপায়ী প্রাণীর) বহিঃকৰ্ণ। প্রা ৮০

Pisces (পিসেস) : [L. *piscis*, মাছ pl. *pisces*] (প) মৎস্য। প্রা ২৬

Pit (পিট) : [L. *puteus*, কূপ] (প) কূপ, (অ) জাইলেম বাহিকা ও ট্রাকিডের গায়ে অবস্থিত ছোট ছোট গর্ত। উ ৪৬

—ted (পিটেড) : (প) কূপায়ুক্ত, (অ) বাহিকায় কূপ থাকে। উ ৪৮

Pith (পিথ) : (প) মজ্জা, (অ) *medulla*, মেধ। উ ৮১

Plastid (প্লাসটিড) : [Gk. *plastos*, উপেক্ষা হইয়াছিল] (অ) উদ্ভিদ-কোষের বিশেষ রকমের প্রোটোপ্লাজমের পদার্থ। উ ৩৫

Platyhelminthes (প্লাটিহেলমিনথিস) : [Gk. *platys*, চাপটা + *helmins*, কৃমি] (প) চ্যাপটা কৃমি। প্রা ৯

Plerome (প্লেরোম) : [Gk. *pleroma*, বাহ্য বাহ্য শূন্যস্থান পরিপূর্ণ করা যায়] (অ) অগ্রস্থ ভাজক কলার একেবারে মধ্যস্থলের অংশ। উ ৮৫

Pneumatophore (নিউম্যাটোফোর) : [Gk. *pneuma*, বাতাস + *pherein*, বহন করা] (প) শ্বাসস্থল (অ) গরাণ গাহের যে মূল বাসকার্ণের জন্ত জলাভূমি হইতে শূন্য উঁচু হইয়া থাকে। উ ১২

Porifera (পরিফেরা) : [Gk. *poros*, নালী + L. *forre*, বহন করা] (প) ছিদ্রাল প্রাণী, (অ) স্তম্ভজাতীয় প্রাণী। প্রা ৬

Primary (প্রাইমারী) : [L. *primus*, প্রথম] (প) প্রাথমিক। উ ৪৩, ৫৭, ৫৮

Primordial utricle (প্রাইমরিউরিকাল ইউট্রিকুল) : [L. *primordium*, প্রারম্ভ; *utriculus*, ছোট থলি] (অ) পরিণত উদ্ভিদ কোষে কোষপ্রচার সংক্রম সাইটোপ্লাজমের সরু স্তর। উ ৩৭

Procambium (প্রোকাম্বিয়াম) : [Gk. L. *pro*, পর্ব, আগে + *ca mbium*, খাদ্য] (প) জাদি ক্যাম্বিয়াম, (অ) যে কলা হইতে নালিকা বাতিল উৎপন্ন হয়। ২২

Prophase (প্রোফেজ) : [Gk. *pro*, পর্ব, + *phasis*, পর্ব] (প) প্রাথমিক দশা, (অ) মাইটোসিসের প্রথম দশা। উ ৮৫

Prostomium (প্রোটোমিরাম) : [Gk. *pro-* পূর্বে + *stoma*, মূখ] (অ) বৈটো জাতীয় প্রাণীর মুখের সম্মুখে অবস্থিত মস্তকের একটি অংশ। প্রা ৭৬

Protein (প্রোটিন) : [Gk. *protos*, প্রথম] (প) অম্লবিজ্ঞাতীয় পদার্থ, (অ) প্রোটো-প্লাজমের একটি প্রধান উপাদান। C.H.O.N. দ্বারা গঠিত। উ ৩০

Protoplasm (প্রোটোপ্লাজম) : [Gk. *protos*, প্রথম + *plasma*, আকার] (অ) কোষের মধ্যস্থ সজীব অর্ধতরল পদার্থ। উ ৩০

Protoxylem (প্রোটোজাইলেম) : [Gk. *protos*, প্রথম + *xylon*, কাঠ] (অ) অপেক্ষাকৃত সরু বলয়াকার ও সর্পিলাকার জাইলেম বাহিকা। উ ৬৩

Protozoa (প্রোটোজোয়া) : Sing. protozoon. [Gk. *protos*, প্রথম + *zoon*, প্রাণী] (প) আত্ম-প্রাণী, (অ) আমিবা জাতীয় প্রাণী।

Pseudopodium (সিউডোপোডিয়াম) : [Gk. *pseudos*, কৃত্রিম + *pous*, পদ] (প) ক্ষরণপদ, (অ) এক্টোপ্লাজমের যে প্রসারিত অংশ দ্বারা আত্মপ্রাণী চলাকের করে। প্রা ৪

Pteridophyta (টেরিডোফাইটা) : [Gk. *pterys*, কান + *phyton*, উদ্ভিদ] (অ) কান-জাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ। উ ২৩

Pupa (পিউপা) : [L. *pupa*, ছোট মেরে, পুতুল] (প) পুতুলি, (অ) পতঙ্গের জীবনচক্রের তৃতীয় দশা। প্রা ১৯

Radial (রাডিয়াল) : (bundle) [L. *radius*, রশ্মি, *radialis*, অর্ধ সর্বাঙ্গী] (প) অঙ্গীয়, (অ) শুধুমাত্র ফ্লোয়েম কিংবা জাইলেম দ্বারা গঠিত শালিকা বাউলগুলি যখন বিভিন্ন ব্যাসার্ধের উপর পাশাপাশি থাকে। উ ৮৩

Raphide (রাফাইড) : [Gk. *raphis*, দৃঢ়] (অ) উদ্ভিদকোষে উৎপন্ন ক্যালসিয়াম অক্সালেট দ্বারা গঠিত দৃঢ়ের মতো আকারের অতি দৃঢ় কেলসিওস বর্জ্য দ্রব্য। উ ৪২

Reproduction (রিপ্রোডাকশন) : [L. *re-* আবার + *productum*, দৃষ্টিকরা] (প) জনন (অ) সম্ভাবন উৎপন্ন করা। দৃ ৫৭ ৪

Reproductive cell : (প) জনন কোষ, (অ) যে কোষের সাহায্যে জননক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উ ৫১

Respiration (রেসপিরেশন) : [L. *respi-rare*, শ্বাস, *respiratio*, শ্বাস] (প) শ্বাস-কার্য, (অ) বায়ুমণ্ডলের সঠিক জীবদেহের যে অপচিতি প্রক্রিয়ার গ্যাসীয় আদান-প্রদান হয়। দৃ ৪

Response (রেসপন্স) : [L. *respondere*, প্রত্যুত্তরে] (প) সাড়া, (অ) উদ্বেজক প্রয়োগে জীবদেহের প্রতিক্রিয়া। দৃ ৫৭ ৩

Reticulate (রিটিকিউলেট) : [L. *reticulum*, ছোট জাল] (প) জালিকা, জালাকার, (অ) জালের মতো আকারের। উ ৪৯

Root (রুট) : (প) মূল, শিকড়।
— *cap* : (প) মূলত্র, (অ) মূলের আগার ঢাকনা। উ ৮৫
— *hair* : (প) মূলশৈব, (অ) মূলদ্বকে উৎপন্ন এককোষী রোম। উ ৭০

Rostrum (রোস্ট্রাম) : [L. *rostrum*, পাখির ঠোঁট] (অ) চিড়ির শিরোবন্ধের সম্মুখভাগে প্রসারিত করাতের মতো অংশ। প্রা ৬৩

Rotation : [L. *rota*, চাক] (প) ঘূর্ণগতি, (অ) ভাঙুড়কে ঘিরিয়া নির্দিষ্ট দিকে প্রোটো-প্লাজমের চলন। উ ৩৩

Saline (স্যালিন) : [L. *salinus*, লোণ] (প) লোণা। উ ৩, ১৩

Saprophyte (সাপ্রোফাইট) : [Gk. *sapros*, পচা + *phylon*, উদ্ভিদ.] (প) **হৃত-জীবী**, (অ) যে পরভোজী উদ্ভিদ পচা, গলিত অবস্থারে ভাঙায়। উ ১৮

Scalariform (স্কারিফর্ম) : [L. *scala*, মাই + *forma*, আকার] (প) **সোপানাকার**, (অ) সিঁড়ির ধাপের মতো। উ ৪২

Scale (স্কেল) : (প) **আঁইশ**। প্রা ৬২

Scape (স্কেপ) : [Gk. *scapex*, বোঁটা, (প) **ভোঁয় পুষ্পকণ্ড**, (অ) ভূনিম্ন কাণ্ড ইহতে নির্গত ও মাটির উপরে উদ্ভিত পুষ্পকণ্ড। ১৫

Sclerenchyma (স্কেরেনকাইমা) : [Gk. *skleros*, শক্ত + *engchyma*, অস্থ্যপ্রবেশ] লিগনিনযুক্ত স্থূল কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট উদ্ভিদ-কলা। উ ৬.

Scleride (স্কেরাইড) : [Gk. *skleros*, শক্ত + *eidos*, গঠন] (অ) একপ্রকার গোলাকার, শক্ত স্কেরেনকাইমা কোষ। উ ৬.

Sclerotic (স্কেরটিক) **cell** : [Gk. *skleros*, শক্ত] **স্কেরটিক কোষ**, (অ) scleroid দেখ। উ ৬.

Scrotum (স্ক্রোটাম) : [L. *scrotum*, অণ্ডকোষ] (প) **অণ্ডকোষ**, (অ) শুক্রপায়ী পুং প্রাণীর যে বলিতে শুক্রাশয় থাকে। ৮১

Secondary (সেকেন্ডারী) : [L. *secundus*, দ্বিতীয়] (প) **গৌণ**। উ ৪০, ৫৮

Secretory tissues (সিক্রিটারী টিস্যু) : (প) **বহিঃকরিত কলা**, (অ) রস নিঃসারণ করে এমন কলা। উ ৬৫

Senescence (সেনেসেন্স) : [L. *senescere*, বৃদ্ধ হওয়া] (প) **বার্ধক্য**। নৃচনা ৪

Seta (সিটা) : [L. *seta*, কূর্চ] (অ) কঁচের যক অবস্থিত অতি দৃঢ় কীটা। প্রা ৯, ৫৮

Shank (শাঙ্ক) : (প) **ব্রহ্মপদ**, (অ) অনেক বেরণ্ডী প্রাণীর পায়ের মধ্যবর্তী খণ্ড অংশ। প্রা ৭৫

Shrub (শ্রাব) : (প) **শুষ্ক**, (অ) বৃক্ষ ও বীজের মধ্যমাঝি আকারের উদ্ভিদ। উ ১৫

Sieve (সীভ) : (প) **চালনি**। উ ৬০

—**plate** (প্লেট) : (অ) সীভ নলের মধ্যস্থ সচ্ছিন্ন কোষপ্রাচীর। উ ৬৪

—**tube** : (প) **সীভ-নল** (অ) ফ্লোয়েমের মধ্যস্থিত যেমন রিসা খাণ্ড চলাচল করে। উ ৬০, ৬৪

Simple tissue : (প) **সরল কলা**, (অ) একই রকমের আকৃতিবিশিষ্ট ও সমজাতীয় কোষদ্বারা গঠিত স্থায়ী কলা। উ ৫৮

Snout (স্নাউট) (প) **ভুণ্ড**, (অ) প্রাণীর প্রলম্বিত নাক। প্রা ৭২

Somatic (সোম্যাটিক) : **cell** [Gk. *soma*, দেহ] (প) **দেহকোষ**। উ ৫১

Spermatheca (স্পারমাথিকা) : [Gk. *sperma*, বীজ + *theka*, আধার] (প) **সুক্র-ধানী**, (অ) যাহাতে শুক্রাণু সংকীর্ণ থাকে। প্রা ৫৮

Spermatophyte (স্পারমাটোফাইট) : [Gk. *sperma*, বীজ + *phylon*, উদ্ভিদ] (প) **সবীজ**, **সপুষ্পক উদ্ভিদ**, (অ) flowering plant দেখ। উ ২১

Spermatozoa (স্পারমাটোজোয়া) : [Gk. *sperma*, বীজ + *zoon* প্রাণী] (প) **সুক্রাণু**, (অ) পুং-জনন কোষ।

Sphaeraphide (স্ফেরাফাইড) : [Gk. *sphaira*, গোলাক + *raphis*, হুচ] (অ) তারাকার রাফাইড। উ ৪০

Spindle (স্পিন্ডল) (প) **বেধ**, **টাকু**, (অ) মাইটোসিসের সময় মাতৃকোষে উৎপন্ন হয়। উ ৫০

—**fibre** (কাইবার) : (প) **বেধভক্ত**, (অ) বেধের ভক্তসকল। উ ৫০

Spiral (স্পাইরাল) : [L. *spira*, পেচানো] (প) **লম্বিলাকার**, (অ) পেচানো। ৬.

Spongy parenchyma (স্পঞ্জী প্যারেন-
কাইমা) : (অ) পাতার মেসোফিলে অবস্থিত
গোলাকার প্যারেনকাইমা কোষ। উ ৭৮

Starch (স্টার্চ) : (প) শ্বেতসার,
(অ) একজাতীয় কঠিন কার্বোহাইড্রেট,
($C_6H_{10}O_5$)_n। উ ৩৬, ৩৯

—**shea'h** : (প) স্টার্চ আকরশী, (অ) যে
অন্যকে স্টার্চ দানার সঞ্চিত থাকে। উ ৭৫, ৭৯

Statocyst (স্ট্যাটোসিস্ট) : [Gk. *stato*,
স্থির + *kystis*, থলি] (প) স্থিতিজিয়,
(অ) নিজের অবস্থান নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক
অমেরুদণ্ডী প্রাণিতে থলির মতো যে ইন্ড্রিয়
থাকে। প্রা ৬৪

Stele (স্টিলি) : [Gk. *stela*, স্তম্ভ] (প) কেন্দ্র-
স্তম্ভ, (অ) অন্তঃস্থ ও পরিচক্র ছাড়া আবৃত
সংবহন কলসামূহ। উ ৭৫, ৮১

Stigmata (স্টিগমাটা) : sing. stigma's
[Gk. *stigma*, চিহ্ন] (প) (পতঙ্গের)
খাঁসরন্ধ্র। প্রা ৬১

Stilt root (স্টিল রুট) : (প) চৌসমূল,
(অ) কেরাগাছের কাণ্ড হইতে তির্যকভাবে
প্রস্টিত অস্থানিক মূল। উ ১২

Stimulus (স্টিমুলাস) : [L. *stimulus*,
উত্তেজনা] (প) উত্তেজক, (অ) যে উত্তেজক
বা শক্তি প্রয়োগে সজীব বস্তু সাড়ানোর সূচনা ও

Stoma (স্টোমা) : pl. stomata [Gk.
stoma, রন্ধ্র] (প) পত্ররন্ধ্র, (অ) পাতার
থকে অবস্থিত রন্ধ্রকোষ দ্বারা বেষ্টিত
রন্ধ্র। উ ১০

Style (স্টাইল) : [L. *stylus*, বি'গাইবার যন্ত্র]
(অ) পুষ্প পত্রঙ্গের উপরে অবস্থিত কূর্চের মতো
আকরের অংশ। প্রা ৬১

Suberin (সুবেরিন) : [L. *suber*, কর্ক গাছ]
(অ) মৌরু জাতীয় যে ত্রব্য বোতলের ছিপির
(কর্কের) কোষপ্রাচীরকে মূল করে। উ ৪৫

Suberization (সুবেরাইজেশন) : [L. *suber*,
কর্ক গাছ] (প) সুবান্নিভবন, (অ) সুবেরিন
উৎপন্ন হওয়ার কোষপ্রাচীরের পরিবর্তন। উ ৪৫

Substratum (সাবস্ট্রেটাম) : [L. *sub*,
নীচে + *stratum*, স্তর] (প) অস্তিত্বের,
(অ) যে পদার্থের উপর উদ্ভিদ জন্মায়। উ ১৩

Sucrose (সুক্রোজ) : [F., *sucro*, Ar.
sukkar, Sans. *sharkara*, চিনি]
(প) ইক্ষুরস, (অ) একজাতীয় কার্বোহাইড্রেট,
($C_{12}H_{22}O_{11}$)। উ ৩৭

Telophase (টেলোফেজ) : [Gk. *telos*,
সমাপ্তি + *phasis*, পর্ব] (প) চতুর্থ দশা,
(অ) মাইটোসিসের সর্বশেষ পর্ব। উ ৫৪

Tendril (টেনড্রিল) : (প) আকর্ষ, (অ) আকর্ষ
রোহিণী গাছের আরোহণ করিবার সরু অঙ্গ ২৩
—**lars** : (প) আকর্ষ রোহিণী, (অ) যে
রোহিণীর আকর্ষ থাকে। উ ১৫

Tentacle (টেন্টাকুল) : [L. *tentare*, অনুভব
করা, *tentaculum*, অনুভব করিবার অঙ্গ]
(প) কষিকণা (অ) অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর
মুখের কাছে অবস্থিত সরু হস্তার মতো অংশ।
অনেক পর্জনভুক্ত উদ্ভিদের পত্রঙ্গ ধরিবার নিমিত্ত
সরু হস্তার মতো অংশ। উ ২০

Terrestrial (টেরেস্ট্রি, অ্যান্ড) : [L. *terra*,
পৃথিবী, মাটি] (প) স্থলজ, (অ) বাহা স্থলে
জন্মায়। উ ৮

Tertiary (টারশিয়ারী) : [L. *tertius*, তৃতীয়]
(প) তৃতীয়, প্রগৌণ। উ ৪৪

Testis sac (টেস্টিস স্যাক) : [L. *testis*,
সুক্রাশয়] (প) সুক্রাশয়, (অ) যে পুংজনন
গ্রন্থিতে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। ৮১

Thallophyte (থ্যালাফাইট) : [Gk.
thallo, কচি বিটপ + *phyton*, উদ্ভিদ]
(প) সমাজদেহী উদ্ভিদ, (অ) সমাজদেহ-
বিশিষ্ট অপুষ্পক উদ্ভিদ। উ ২২, ৬৮

Thorax (থোরাক্স) : [Gk. *thorax*, [বক্ষ]

(প) বক্ষ, (অ) উচ্চ শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৃক। প্রা ৭৮

Thumb pad (থাম্-প্যাড) : nuptial pad
বেধ। প্রা ৭৭

Tissue (টিসু) : [F. *tissu*, বুদবুদ] (প) কলা,
(অ) সমধর্মী কোষের সমষ্টি। উ ৭৮

—**system** : (অ) কতকগুলি সমধর্মী কলার সমষ্টি। উ ৬৮

Tonoplasm (টোনোপ্লাজম) : [Gk. *tonos*,
কটিন টান + *plasma*, গঠন] (অ) সাইটো-
প্লাজমের যে অংশটুকু ভ্যাকুওলকে ঘিরিয়া
থাকে। উ ৬৮

Torus (টোরাস) : [L. *torus*, দ্বীতি]
(অ) সমাপন দ্বিতীর মধ্যস্থলের দ্বীত অংশ। উ ৬৮

Trachea : [L. *trachia*, ধা স না লী]
(অ) বাহিকা। (অ) *vessel* বেধ। উ ৬১

Tracheid (ট্র্যাকিড) : [L. *trachia*, প্রাণী]
দেহের হাসনালী (অ) জাইলেমের অন্তর্ভুক্ত
একপ্রকার লিগনিনযুক্ত লম্বা কোষ। উ ৬১

Traetile fibre (ট্র্যাকটাইল ফাইবার)
[L. *trahere*, আকর্ষণ] (প) আকর্ষ-তন্তু,
(অ) সাইটোসিসের সময় যে বেমনতন্তুগুলি
ক্রোমাটিডগুলিকে বিপরীত দিকে আকর্ষণ
করে। উ ৭০

Tree : (প) বৃক্ষ, (অ) বড় বড় মোটা ও ড়িঘুল
শক্ত গাছ। উ ১৫

Trunk (ট্রাঙ্ক) : [L. *truncus*, গাছের কাণ্ড]
(প) প্রাণীর দেহকাণ্ড, (অ) বড়। প্রা ৬৯

Twiner (টোআইনার) : (প) বস্ত্রী, (অ) যে
রোহিণী কাণ্ডাৱা অবলম্বনকে জড়াইয়া উপরে
উঠে। উ ১৫

Tympanum (টিম্পানাম) : [L. *tympa-
num*, [Gk. *tympanon*, ডকা] (প) কর্ণ-
পট্টা, (অ) মধ্যকর্ণের অন্তর্গত ঢাকের গর্ভের
মতো অংশ। ৭৪

Unicellular (ইউনিসেলুলার) : [L. *unus*
একটি + *cellula*, কোষ] (প) এককোষী
(অ) একটি কোষদ্বারা গঠিত। উ ২৯

Urinogenital aperture (ইউরিনো-
জেনিট্যাল অ্যাপারচার) : [L. *urina*, মূত্র
+ *gignere*, জন্ম দেওয়া] (প) রেচনজন্ম-
ছিদ্র, (অ) মূত্র নির্গমন ও জননকার্যের জন্য
দ্বারী ছিদ্র। প্রা ৮১

Uropod (ইউরোপোড) : [Gk. *oura*, লেজ,
+ *pous*, পদ] (অ) চিড়ি জাতীয় প্রাণীর
উদর-উপাঙ্গ। প্রা ৮৭

Vacuole (ভ্যাকুওল) : [L. *vacuus*, খালি]
(অ) সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত বায়ু, কোবরস
ও খাতপূর্ণ স্থান। উ ৭, ৩৭

Vascular (ভ্যাস্কুলার) : [L. *vasculum*,
ছোট নল] (প) নালিকা। উ ৭৫

—**bundle** : (প) নালিকা বাণ্ডিল
(অ) জাইলেম বা ফ্লোয়েম বা উভয়েরই গুচ্ছ
বা বাণ্ডিল। উ ৭৫

—**tissue** : (প) জংবহন কলা, (অ) যে
কলার মধ্য দিয়া জল কিংবা খাত চলাচল করে।

—**tissue system** : [Gk. *systema*
যৌগিক বস্তু] (প) জংবহনতন্তু, (অ) নালিকা
বাণ্ডিলগুলি যে কলাতন্ত্রের অন্তর্গত। উ ৮১,

Vent (ভেন্ট) : [L. *findere*, চেরা] (অ) নিম্ন-
শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর অবশ্যায়ণীয় বস্তু। প্রা ৭৫

Ventral (ভেন্ট্রাল) : [L. *venter*, পেট]
(প) অন্তরীয়, অঙ্গ। উ ২২

Vessel (ভেসেল) : [L. *vescellum*, ধমনী,
শিরা] (প) বাহিকা, (অ) জাইলেমের মধ্যে
লিগনিনযুক্ত মলবিশেষ। উ ৬২

Vibrissae (ভাইব্রিসি) : sing. [vibrissa,
[L. *vibrissa*, নাসারন্ধ্রের রোম] (প) সঁোঁফ

(অ) কতকগুলি বিশেষ জাতীয় ত্রুতপায়ী প্রাণীর
বাসারুদ্ধ ও মূখের রোগ।

Virus (ভাইরাস) : [*virus*, বিবাক্ত তরল
পদার্থ] (অ) জড় ও সজীব বস্তুর মাঝামাঝি
একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম প্রোটিন অণু। সূচনা ৫

Viviparous (ভিত্তিপ্যারাস) : *germination*

[*L. vivus*, জীবিত + *parere*, জন্ম দেওয়া]

(গ) জন্মানুজ অঙ্কুরোদগম, (অ) গাছের
সহিত সংযুক্ত থাকি অবস্থার কালের মধ্যস্থ বীজ
হইতে অঙ্কুরোদগম। উ ১৩

Water stomata : (গ) জলরন্ধু, (অ) জলজ
উদ্ভিদের নিষ্কাশন পত্ররন্ধু। উ ৭৩

Wood : (গ) কাঠ, (অ) জাইলেন কলা। উ ৬১

Xanthophyll (জ্যাঙ্কোফিল) : [*Gk.*
xanthos, হলুদ + *phyllon*, পাতা]

(অ) ম্যানটিডে উৎপন্ন হলুদ রঙক পদার্থ,
 $C_{40}H_{56}O_6$ । উ ৩০

Xerophyte (জেরোফাইট) : [*Gk. xeros*,
শুষ্ক + *phyton*, উদ্ভিদ] (গ) জাজল উদ্ভিদ,
(অ) শুষ্ক অঞ্চলের উদ্ভিদ। উ ১০

Xylem (জাইলেন) : *xylon*, (কাঠ)
(অ) লিগনিনযুক্ত জটিল সংবহন কলা। উ ৬১

Yeast (ইস্ট) : [*G. gischt*, মজাদি ঢোলাই
কার্বে ব্যবহৃত পদার্থ বিশেষ] (অ) একজাতীয়
এককোষী মৃতজীবী ছত্রাক। উ ৫৪

Zoology (জুওলজী) : [*Gk. zoon*, প্রাণী
+ *logos*, বিজ্ঞান] (গ) প্রাণি-বিজ্ঞান,
(অ) প্রাণী সংক্রান্ত বিজ্ঞান। সূচনা ২